৬০ বর্ষ ॥ ২৫-২৬ সংখ্যা ❖ ০৪ ফেব্রুয়ারি- ২০১৯ ঈ:

সাপ্তাহিক আরাফাত

৪ ফেব্রুয়ারি- ২০১৯ সোমবার

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ২৫-২৬

পাহাড় চূড়ায় নান্দনিক কিবলা মাসজিদ, তুরস্ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল – ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহবায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক পত্রিকা

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

৬০ বর্ষ ॥ ২৫-২৬ সংখ্যা ॥ সোমবার
২৮ জমা: আউ:- ১৪৪০ হিজরী
২২ মাঘ- ১৪২৫ বাংলা
০৪ ফেব্রুয়ারি- ২০১৯ ঈসায়ী

রেজি নং ডি. এ. ৬০
প্রকাশ মহল :
৯৮, নবাবপুর রোড
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

নির্বাহী সম্পাদক
শাইখ হারূন হুসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
শাইখ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপনায়
আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী
প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
মো: রুহুল আমীন [সাবেক আইজিপি]
প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম
অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহ্হাব লাবীব
প্রফেসর ড. আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
শাইখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭১১ ৫৪৭ ১২৫
নির্বাহী সম্পাদক	: ০১৭৬১ ৮৯৭ ০৭৬
সহকারী সম্পাদক	: ০১৭১৬ ৯০৬ ৪৮৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৯৮ ৮০০ ১৩০
বিপণন	: ০১৭২৪ ৬২১ ৮৬৯

অভিযোগ/পরামর্শ : ০১৭১৬ ৯০ ৬৪ ৮৭

E-mail : weeklyarafat@gmail.com
: jamiyat1946.bd@gmail.com
Website : www.jamiyat.org.bd
Phone : 02-7542434
Bkash No.: 01768-222056 (Personal)

মূল্য : ২০/- (বিশ) টাকা মাত্র ॥

عرفات أسبوعية

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٩٥١٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٣٣٢٨٢٩٨

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة : الفقيد العلامة الدكتورمحمد عبد الباري رحمه الله، الرئيس الحالي لمجلس الإدارة : بروفيسر محمد مبارك علي، رئيس التحرير : الأستاذ الدكتورمحمد رئيس الدين.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য **অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা)** পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা **"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায়** (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ (রেজি: ডাকমাশুলসহ)	৬০০/-	৩০০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২৮ ইউ.এস. ডলার	১৪ ইউ.এস. ডলার
সৌদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	৩০ ইউ.এস. ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৫০ ইউ.এস. ডলার	২৬ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ ইউ.এস.ডলার	২০ ইউ.এস. ডলার

দৃষ্টি আকর্ষণ

"সাপ্তাহিক আরাফাত"-এর সকল স্তরের **এজেন্ট, গ্রাহক ও শুভাকাঙ্খীদের** জানানো যাচ্ছে যে, **"সাপ্তাহিক আরাফাত"** সংশ্লিষ্ট সকলপ্রকার **আর্থিক লেনদেন–**

"দি উইকলি আরাফাত"

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ

বংশাল শাখা (সঞ্চয়ী হিঃ নং- ৪০০৯১৩১০০০০১৪৩৯) অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে। অথবা **"সাপ্তাহিক আরাফাত"** অফিসের নিম্নবর্ণিত মোবাইল নম্বরে **বিকাশ** করা যাবে–

বিকাশ নম্বর (পার্সোনাল) : ০১৭৬৮ ২২২ ০৫৬।

–সম্পাদক

বি. দ্র. অর্থ প্রেরণের পর উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত : সূচীপত্র

- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - **মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী**
    শাইখ মুহাম্মদ আবদুশ্ শাকুর- ০৩
- **হাদীসুর রাসূল :**
  - **দুনিয়ার লালসা বিপর্যয়কর**
    শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ- ০৭
- **সম্পাদকীয়–** ০৯
- **প্রবন্ধ :**
  - **সালাত ও যাকাতে অলসতাকারীর করুণ পরিণতি**
    অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন- ১০
  - **ক্বিয়ামতের অন্যতম বড় আলামত দাব্বাতুল আরদ**
    মুহাম্মদ আলমগীর হুসাইন- ১৫
  - **ইসলামী বনাম মুসলিম আইন : একটি পর্যালোচনা**
    ইঞ্জি: মো: আলাউদ্দিন চৌধুরী- ১৭
  - **ভাষা আন্দোলন : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই**
    মুহাম্মদ রফিকুর রহমান- ২০
- **সংশয়-নিরসন :**
  - **মুহাম্মাদ** (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **সম্পর্কে ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ্ : একটি পর্যালোচনা**
    মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান- ২৩
- **সমাজচিন্তা :**
  - **বিবাহের ক্ষেত্রে বর, কনের প্রত্যাশিত গুণাবলী**
    মনিরা বিনতু আবূ তালেব- ২৭
- **ক্বাসাসুল হাদীস :**
  - **নিজ কন্যাকে তার স্বামী সম্পর্কে উপদেশ দেয়া**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ৩০
- **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্নার– ৩২**
- **কবিতা– ৩৪**
- **জমঈয়ত সংবাদ- ৩৫**
- **সতর্কতা- ৩৮**
- **আপনার স্বাস্থ্য- ৪০**
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল- ৪২**
- **প্রচ্ছদ পরিচিতি- ৪৬**

القران الحكيم ॥ আল কুরআনুল হাকীম

মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

–শাইখ মুহাম্মদ আবদুশ্ শাকুর★

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ﴾

সরল বঙ্গানুবাদ : "মু'মিন তো তারাই আল্লাহর কথা আলোচিত হলেই যাদের অন্তর কেঁপে উঠে, আর তাদের কাছে যখন তাঁর আয়াত পঠিত হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি হয় আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। তারা সালাত ক্বায়িম করে, আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তাথেকে ব্যয় করে। এসব লোকেরাই প্রকৃত মু'মিন। এদের জন্য এদের প্রতিপালকের নিকট আছে নানান মর্যাদা, ক্ষমা আর সম্মানজনক জীবিকা।"[১]

উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির অবস্থা লক্ষণীয় 'আমলের দ্বারাই ঈমানের কম-বেশির কারণ। 'আমলবিহীন ঈমান অকল্পনীয়, তাই সদা-সর্বদা 'আমলের কারণেই ঈমান বাড়ে-কমে। নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা এর বাস্তব নমুনা অনুধাবন করা যায়।

إِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيْشَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِيْ أَصْلِ شَجَرَةٍ يُقَلِّبُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ.

"অন্তরের উদাহরণ হলো– একটি পালকের মতো, যা গাছের ডালে ঝুলানো আছে, বাতাসে সেটিকে এদিকে সেদিকে ঘুরাচ্ছে।"[২]

ঈমান ও 'আমল একে অপরের সহোদর তথা নিত্য সঙ্গী। একটির সাথে অপরটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ও স্থলাভিসিক্ত। কোনো ঈমানের দাবীদার নিশ্চিন্তে-অলসভাবে কালাতিপাত করতে পারে না। সততা ঈমানের অতন্দ্র প্রহরী হচ্ছে 'আমল।

প্রসঙ্গত এখানে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি লক্ষণীয় :

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ.

আবূ উমামাহ্ বাহেলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : তাহাজ্জুদ সালাত অবশ্যই আদায় করো। সেটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের তরীকা। এ দ্বারা তোমাদের আপন রবের নৈকট্য লাভ হবে, গুনাহ মাফ হবে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।[৩]

অপর হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

"বানী আদমের অন্তর ডেকের ফুটন্ত পানির চেয়েও দ্রুত পরিবর্তনশীল। আল্লাহ তা'আলা নিজে তাঁর বান্দাদের অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী ও স্থানান্তরকারী।"[৪]

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে,

«إِنَّ قُلُوْبَ بَنِيْ آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ» ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ».

"নিশ্চয়ই বানী আদমের অন্তরসমূহ মহান আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের দু'টি আঙ্গুলের মাঝে থাকে। যেন একটি অন্তর। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন

★ *সাবেক উপাধ্যক্ষ- বেলদী ফাযিল মাদরাসা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।*

[১] *সূরা আল আনফাল ৮ : ২-৪।*

[২] *মুসনাদে আহমাদ- হা: ১৯৬৬১, সহীহুল জামে'- হা: ২৩৬৫।*

[৩] *মুস্তাদরাকে হাকিম- হা: ১১৫৬।*

[৪] *কিতাবুস্ সুন্নাহ- হা: ২২৬।*

: হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আপনার আনুগত্যের প্রতি আমার অন্তরকে পরিবর্তন করে দিন।"[৫]

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ﴾

"জেনে রেখ! আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মধ্যে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুতঃ তাঁরই দিকে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। সমবেত করা হবে।"[৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ﴾

"কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।"[৭]

ঈমান 'আমল দ্বারা শানিত ও সতেজ হয়ে উঠে, অন্যথায় অন্তর সহজেই রোগাক্রান্ত ও অকেজো বস্তুতে পরিণত হয়। তাছাড়া দুর্বল ঈমান এমন একটি ব্যাধি যার অনেকগুলো কারণ ও লক্ষণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি লক্ষণ হলো–

(১) হারাম ও পাপ কাজে জড়িয়ে পড়া : কিছু পাপী রয়েছে, যারা পাপ কাজ করে এবং তার উপরই সর্বদা অটল থাকে। আবার কিছু মানুষ রয়েছে, যারা বিভিন্ন ধরনের পাপ কাজ করে এবং বেশি বেশি পাপ কাজে পতিত হওয়াটা স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। তারপর এর কুপ্রভাব ক্রমান্বয়ে অন্তর থেকে বের হয়ে যেতে থাকে, এমনকি এক পর্যায়ে সে প্রকাশ্য ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে। ফলে সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই হাদীসটির আওতায় পড়ে যায়। হাদীসে এসেছে,

"كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُوْلَ : يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ".

"আমার সকল উম্মাতকে মাফ করা হবে, তবে প্রকাশকারীদের ব্যতীত। আর নিশ্চয়ই এটা বড় অন্যায় যে, কোন লোক রাতের বেলায় অপরাধ করল যা আল্লাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে সকাল হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে, আল্লাহ তা'আলা তার অপকর্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার উপর মহান আল্লাহর দেয়া আবরণ খুলে ফেলল।"[৮]

(২) অন্তরে কঠোরতা অনুভূত হওয়া : এমনকি একজন ব্যক্তি ভাবা শুরু করে যে, তার হৃদয়টা শক্ত-পাথর হয়ে গেছে –যা থেকে কিছুই বের হওয়া সম্ভব নয় এবং এতে কোন প্রভাবও চলে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾

"অনন্তর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মতো অথবা তদপেক্ষাও কঠিন।"[৯] একজন কঠোর হৃদয়ের লোকের মধ্যে মৃত্যুর উপদেশ, মৃত ব্যক্তিকে দেখা বা কারো জানাযায় অংশ গ্রহণ কিছুই প্রভাব ফেলে না। কখনো বা সে নিজেই জানাযা বহণ করে নিয়ে যায় এবং নিজ হাতেই কবরে মৃতকে দাফন করে, তার পরেও তার মধ্যে এটা প্রভাব ফেলে না। যেন কবরের মাঝে তার গমনাগমন পাথরের মধ্যে গমনের ন্যায় মূল্যহীন।

(৩) 'ইবাদত ভালভাবে না করা : সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ ও যিক্‌রের সময় অন্তর এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে। মহান আল্লাহর কাছে দু'আ ও যিক্‌র-আযকারের সময় কোন চিন্তা-ভাবনা না করা। যখন সে মুখস্থ দু'আ পাঠ করে, তখন তা বিরক্তি ও অন্যমনস্কতার সাথে পাঠ করে। যদিও সে সুন্নতি তরীকায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দু'আতে অভ্যস্ত। কিন্তু সে কখনোই এই দু'আগুলোর অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে চায় না। অথচ আল্লাহ তা'আলা

---

[৫] *সহীহ মুসলিম- হা: ২৬৫৪।*
[৬] *সূরা আল আনফাল ৮ : ২৪।*
[৭] *সূরা আশ্ শু'আরা- ২৬ : ৮৯।*
[৮] *সহীহুল বুখারী- হা: ৬০৬৯।*
[৯] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ৭৪।*

উদাসীন লোকের দু'আ কবুল করেন না। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ.

"আল্লাহ তা'আলা অন্যমনস্ক ও উদাসী-অন্তরের দু'আ কবুল করেন না।"[১০]

(৪) আনুগত্য ও 'ইবাদতের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও অলসতা প্রদর্শন করা : তার সালাত যেন শূন্যগর্ভে নাড়া-চাড়ার মতো, যাতে কোন প্রাণ নেই। এ ধরনের সালাতকে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক্বের সালাতের সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوْا كُسَالَى﴾

"আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, তখন একান্ত অলসতার সাথে দাঁড়ায়।"[১১]

তাছাড়া ভাল কাজ করা 'ইবাদতের সময় চলে যাওয়ার পরও সে ব্যাপারে অনীহা ও অনাগ্রহ দেখানো, যা কেবল ব্যক্তির প্রতিদান প্রাপ্তির ব্যাপারে অনাগ্রহতাকে নির্দেশ করে। যেমন- সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ বিলম্বে আদায় করা, জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ে বিলম্ব করে মাসজিদে আসা, এমনকি জুমু'আর সালাতেও বিলম্বে আসা। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

"সর্বদা একদল লোক সালাতে প্রথম কাতার থেকে বিলম্ব করতে থাকবে, এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শেষ পর্যন্ত জাহান্নামের অধিবাসী করবেন।"[১২]

এভাবে যখন সে ফর্‌য সালাত থেকে ঘুমিয়ে থাকে, তখন মন থেকে কোনো তিরস্কার অনুভব করে না। গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত বা নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত এর মতো অভ্যাস কখনো ছুটে গেলেও সে ব্যক্তি তার ক্ষতিপূরণ আদায়ে কোন আগ্রহ দেখায় না। এভাবেই সে প্রত্যেক সুন্নাত ও ফর্‌যে কিফায়া 'আমলগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়। এমনকি এক সময় বৎসরের ঈদের সালাতেও উপস্থিত হয় না। কারো জানাযায় উপস্থিত হয় না।

(৫) মন-মেজাযে অস্থিরতা ও সংকীর্ণতা আনা : মনের সংকীর্ণতার কারণে মানুষ তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈমানকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

"ঈমান হলো ধর্য ও উদারতা।"

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মু'মিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এভাবে–

"মু'মিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যে চরিত্রগত দিক দিয়ে যে সবচেয়ে উত্তম।"

নম্র স্বভাবী, অতিথি পরায়ন, যারা অন্যকে ভালবাসে এবং অন্যের ভালবাসা পায়। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কল্যাণ নেই যারা অন্যকে ভালবাসে না এবং অন্যের ভালবাসাও সে পায় না।[১৩]

(৬) কুরআনের মাধ্যমে প্রভাবিত না হওয়া : কুরআনের আয়াতের অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, আদেশ-নিষেধ এবং ক্বিয়ামতের বর্ণনাদ্বারা সে প্রভাবিত হয় না। দুর্বল ঈমানের কুরআন শ্রবণে বিরক্তি লাগে। অন্তর আর কিরা'আতের সাথে সেতুবন্ধন সৃষ্টিতে সক্ষম হয় না। তাই যখনই সে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য কুরআন খুলে, তখনই তা বন্ধ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে।

(৭) হারাম কাজ দেখে ও তার সামনে সংঘটিত হচ্ছে তাতেও রাগান্বিত হয় না : কেননা অন্তরে আত্মসম্মানের অগ্নিশিখা তার স্পৃহাকে দাবিয়ে দেয়। যার ফলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থেকে বিশ্রাম নেয়। সে আল্লাহ ও তার রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে নিজেকে নিবিষ্ট রাখতে পারে না। এই ধরনের অন্তরকে একটি সহীহ "দুর্বল অন্তর" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوْبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ

[১০] *মুস্তাদরাক হাকিম- হা: ১৮১৭, মুসনাদে বাযযার- হা: ১০০৬১, সিলসিলা সহীহাহ্- হা: ৫৯৪।*

[১১] *সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৪২।*

[১২] *আস্ সুনানুল কুবরা- হা: ৫১৯৮, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব- হা: ৫১৩।*

[১৩] *তাবারানী, মুজামুস সগীর- হা: ৯২৫৯, সিলসিলা সহীহাহ্- হা: ৭৫১।*

أُنْكِرَهَا، نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتّٰى تَصِيْرَ عَلٰى قَلْبَيْنِ، عَلٰى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوْزِ، مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوْفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا.

"চাটাই বুননের মতো এক এক করে ফিতনা মানুষের অন্তরে আসতে থাকে। যে অন্তরে তা গেঁথে যায়, তাতে একটা করে কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে তাতে একটি করে শুভ্রাজ্জল চিহ্ন পড়ে। এমনি করে দু'টি অন্তর দু'ধরনের হয়ে যায়। একটি শ্বেত পাথরের ন্যায়, আসমান ও যমীন যতদিন থাকবে, ততদিন কোন ফিতনা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর অপরটি হয়ে যায় উল্টানো কাল-কলসীর মতো, প্রবৃত্তি তার মধ্যে যা সেঁটে দিয়েছে। তাছাড়া ভাল-মন্দ বলতে সে কিছুই চিনে না।"[১৪]

(৭) হিংসা ও কৃপনতা করা : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.....».

"তোমরা কৃপনতাকে ভয় করো, কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে।"[১৫]

(৮) নিজে না করে অপর মানুষকে তা বলে বেড়ানো : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যা করো না তা তোমরা কেনো বলো? তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক।"[১৬]

(৯) কোন মুসলিম ভাইয়ের বিপদাপদ, ব্যর্থতা ও ক্ষতি সাধনে খুশী হওয়া।

(১০) পাপের কাজের দিকে দৃষ্টি দেয়া এবং অপছন্দনীয় বিষয়ে শিথিলতা করা : এই 'আমলকারীর নিকট সন্দেহপূর্ণ ও মাকরূহ কাজ থেকে কেউ নিষেধকারী থাকে না, যতক্ষণ সে হারাম কাজ না করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

"আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে সে হারামের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়ে, যেমন- কোনো রাখাল তার কোনো পশু সংরক্ষিত এলাকার আশে-পাশে চরায়, সে অচিরেই ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।"[১৭]

দারসের শিক্ষা :

(১) মু'মিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো কুরআনের মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়া, হারাম ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা, অন্তরের কঠোরতা দুরিভূত করা, 'ইবাদতে মনোযোগী হওয়া, রাগ হিংসা ও কৃপনতা পরিহার করা।

(২) মু'মিন ব্যাক্তি কোনভাবেই আনুগত্য ও 'ইবাদতের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও অলসতা করবে না।

(৩) কোন মুসলিম ভাইয়ের বিপদাপদ, ব্যর্থতা ও ক্ষতিতে তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসা জরুরী। ###

প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লা-হু) বলেন

দুনিয়াতে কোন 'ইজম'ই মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। কারণ, দুনিয়ার এক এক দেশে এক এক প্রকারের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। সবাই দাবী করেন যে, তাঁরা সেবক। অথচ পূর্ব-পশ্চিমের ডিমোক্রেসির মধ্যে কত তফাৎ। মানুষের তৈরী জীবনব্যবস্থা সমস্যার সত্যিকার সমাধান দিতে পারে না, কেননা মানুষের সৃষ্ট ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বিধান অপরিবর্তনীয়। তাকে কোন কন্সটিটুয়েথীকে সন্তুষ্ট করতে হয় না, কোন ব্যক্তিকে তুষ্ট করতে হয় না, কোন স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে তিনি আবদ্ধ নন। তাঁর সংবিধানের কোন এ্যামেন্ডমেন্ট এর প্রয়োজন হয় না। তাঁর দেয়া জীবন-বিধান আল কুরআন সকল যুগের, সকল জাতির জন্য শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। *[অভিভাষণ- ৯৬ পৃ:]*

[১৪] *সহীহ মুসলিম- হা: ১৪৪।*
[১৫] *সুনান আবূ দাউদ- হা: ১৬৯৮, সহীহ।*
[১৬] *সূরা আস্ সাফ্ ৬১ : ২-৩।*
[১৭] *সহীহ মুসলিম- হা: ১০৮/১৫৯৯।*

nv`xmi ivmj \ حديث الرسول

দুনিয়ার লালসা বিপর্যয়কর

–শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ*

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ، فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِيْ النِّسَاءِ».

বাংলায় অনুবাদ : আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, নিশ্চয় দুনিয়া হলো মিষ্টি মধুর ও সুজলা-সবুজ। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এখানে প্রতিনিধি করেছেন। তারপর তিনি দেখছেন তোমরা কেমন কাজ কর। সুতরাং দুনিয়া এবং নারীদের থেকে সতর্ক হও। নিশ্চয় বানী ইসরা-ঈলের প্রথম ফিতনা ছিল নারীদের ফিতনা।[১৮]

শব্দার্থসমূহ– الدنيا -পৃথিবী, পার্থিব জগৎ। حلوة -মিষ্ট, লোভনীয়। خضراء -সজীব, সুজলা-সুফলা। مستخلفكم -তোমাদেরকে প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। كيف -কেমন তোমরা কাজ করো। فتنة -পরীক্ষা, বিপর্যয়। النساء -নারীগণ।

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)'র সংক্ষিপ্ত জীবনী : আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)'র প্রকৃত নাম সা'দ বিন মালিক বিন সিনান। তাঁর জন্ম মাদীনাতে হিজরতের ১০ বছর পূর্বে। সাহাবাগণের মধ্যে তিনি বড় ফকিহ, মুহাদ্দিস এবং বীর সেনিক ছিলেন। সাহাবাগণের মধ্যে তিনি বয়সে স্বল্প ছিলেন, তবে হাদীস বর্ণনায় সর্বোচ্চ বর্ণনাকারী রাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খন্দক যুদ্ধসহ মোট ১০টি সমরাভিযানে তিনি মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সহীহুল বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৪৩টি। তাঁর থেকে বর্ণিত সর্বমোট হাদীস সংখ্যা ১১৭০টি। তিনি ৭৪ হি: মৃত্যুবরণ করেন। বাকীউল গারকাদ তাঁকে দাফন করা হয় মাদীনার কবরস্থানে।[১৯]

হাদীসের মূল ভাষ্য : ক্ষণকালীন ও প্রবঞ্চনাময় দুনিয়া পেয়ে আমরা আত্মভোলা হয়ে পড়েছি। দুনিয়ার যাবতীয় ফিতনা এবং বিশেষ করে নারীঘটিত নানাবিধ ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা একান্ত আবশ্যক। দুনিয়ার আসক্ত হওয়ার জন্য নয় বরং দুনিয়াতে আখিরাতের সম্বল তৈরিতে আমাদের আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য।

হাদীসের ব্যাখ্যা :

«إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ».

"নিশ্চয় দুনিয়া হচ্ছে লোভনীয় ও সুজলা-সুফলা।"

আত্মার তৃপ্তিদায়ক বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে খাদ্য খাবার জাতীয় এবং দর্শনীয় বিষয়ের তৃপ্তি। খাদ্যের তৃপ্তির মধ্যে মিষ্টি অন্যতম। রং এবং সুদৃশ্য বিষয়গুলোর মধ্যে সবুজ সেরা। দুনিয়ার লোভ ও আকাঙ্খাকে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাই এ দু'টি জিনিসের সাথে তুলনা করেছেন।

দৃষ্টিনন্দন সবুজ আর সুস্বাদু মিষ্টতা কোন ব্যাক্তিকে যেমন সহজেই আকৃষ্ট করে নেয়, ঠিক তদ্রুপ পার্থিব জগতের শোভা ও আনন্দ মানুষকে বিমুগ্ধ করে তোলে। যার ফলে মানুষ দুনিয়ার সুখ সম্ভার আয়ত্ব করতে যারপর নেই পাগলপাড়া হয়ে উঠে। পার্থিব সুখ-সৌন্দর্য লাভ করতে সে এতটাই উন্মাদ হয়ে পড়ে যে, পরকালীন জীবন তার কাছে আবছা আঁধারের স্বপ্ন হয়ে উঠে, কিংবা তা তুচ্ছ বিষয় হিসেবে তার কাছে প্রতিভাত হয়। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যথার্থই ইরশাদ করেন,

﴿تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ﴾

"তোমরা পার্থিব জগতের সম্পদ অন্বেষণ করো, বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে প্রচুর সম্পদ রয়েছে।"[২০]

স্বাদে মিষ্ট এবং দেখতে সবুজ-শোভিত পৃথিবী পেয়ে অনেকেই প্রবঞ্চিত হয়ে যায়। দুনিয়ার প্রবঞ্চণাময় রূপ ঝৌলুস যেন কাউকে প্রবঞ্চিত করে আল্লাহ তা'আলার থেকে ভুলিয়ে দিতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক করার জন্য নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই উদাহরণ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা যথার্থই ইরশাদ করেছেন,

---

* *যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[১৮] *সহীহ মুসলিম- হা: ২৭৪২।*

[১৯] *উসুদুল গাবাহ লিমা' রিফাতিস সাহাবা : ইবনু আসীর।*

[২০] *সূরা আন্ নিসা, আয়াত নং- ৯৪।*

﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ﴾

"অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।"[২১]

«وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ».

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন, যাতে তিনি দেখেন তোমরা কেমন কাজ করো।"

দুনিয়ায় যাবতীয় লোভনীয় সামগ্রী থেকে মানুষ দুনিয়ার প্রতি যারপর নেই আসক্ত। দুনিয়াই তাদের একমাত্র চিন্তা। অথচ মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধিত্ব করতে দিয়েছেন আমাদের 'আমলকে পরীক্ষা করার জন্য। আমরা কে কতখানি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করি তা দেখার জন্য এবং কতখানি প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে চলতে পারি চলতে পারি তা দেখার জন্য। আর আমারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখসম্ভার ও রঙ-তামাশা দেখে প্রবঞ্চিত না হই সে জন্য। সেজন্য মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

«فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ».

"সুতরাং তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও এবং নারীদের থেকে সতর্ক হও।"

দুনিয়ার লোভ লালসার কারণে মহান আল্লাহর আদেশসমূহ অবজ্ঞা এবং পরিত্যাগ করা উচিত নয়। অন্যদিকে মহান আল্লাহর নিষেধসমূহ লঙ্ঘন করা আদৌ বাঞ্ছিত নয়।

নারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার অর্থ হলো, নারীদের চক্রান্ত, নারীঘটিত পাপাচার ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষা করো।

«فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِيْ النِّسَاءِ».

"নিশ্চয় বানী ইসরা-ঈলের প্রথম ফিতনা ছিল নারীদের মধ্যে।"

বস্তুতঃপক্ষে বর্তমানকালে নারী বে-পর্দা, নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা এবং নারীঘটিত নানাবিধ পাপাচার মানব জাতিকে এক প্রকার গর্দভে পরিণত করেছে। পার্লারগুলোতে গিয়ে লাইন ধরে নারীরা আজ বাহারি সাজে সেজে তাদের চেহারা সুরতকে শয়তানের রূপে পরিণত করেছে। টিভি, সিনেমাতে উলঙ্গ হয়ে নিজেদের দেহকে হরহামেশা বিক্রি করে চলেছে। তাদের রঙ-ঢঙ দেখে বহু পুরুষ আত্মসম্ভিত হারিয়ে তাদের পেছনে ছুটে চলছে। পোশাক পরিচ্ছদ আর চাল চলনে নারী পুরুষে, আর পুরুষ নারীতে পরিণত হওয়ার প্রতিযোগিতায় লেগেছে।

পুরুষ যেন আজ তার স্ত্রীর ক্রীতদাস। স্ত্রীর মন জোগাতে গিয়ে পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও নিকটজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটাচ্ছে। দীনহীনা নারীর পাল্লায় পড়ে অনেক পুরুষ ঈমানহারা হয়ে পড়ছে। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

"আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে ক্ষতিকারক আর কিছু রেখে যাচ্ছি না।"[২২]

সুতরাং আজ যদি আমরা আমাদের আত্মপরিচয় উপলব্ধি করতে না পারি, আমাদের অন্তরে রক্ষিত আমানতের গুরুত্ব বুঝতে না পারি এবং আমরা আমাদের প্রকৃত করণীয় নির্ধারণ করতে না পারি, তাহলে দুনিয়ার দাস হয়ে দিশাহীন অবস্থায় চলতে থাকব। যার ফলে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত হবো আর আখিরাতে মহান আল্লাহর জান্নাত হতে বঞ্চিত হব।

হাদীসের শিক্ষা :

১. দুনিয়াকে মিষ্ট ও সবুজ করে লোভনীয় করে দেয়া হয়েছে।

২. দুনিয়া স্বল্পস্থায়ী ও প্রবঞ্চনাময়।

৩. দুনিয়াতে আমাদের উত্তম 'আমল করাই আল্লাহ তা'আলার কাঙ্খিত।

৪. দুনিয়ালোভী ও নারীআসক্ত হওয়া বিপর্যয়কর ফিতনা।

৫. নারী ফিতনার অন্যতম উৎস, সুতরাং তাদের থেকে সতর্ক থাকা বাঞ্চণীয়।

তাই আসুন, আমরা দুনিয়া অসক্ত না হয়ে বরং আখিরাতের অনন্ত জীবনের জন্য উত্তম 'আমলে অগ্রণী হতে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাই। ###

[২১] *সূরা লুক্বমান, আয়াত নং- ৩৩।*

[২২] *সহীহুল বুখারী- হা: ৫০৯৬।*

সম্পাদকীয় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় মহাসম্মেলন সফল করুন الافتتاحية

আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বুল 'আলামীন। ওয়াস সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিহীল কারীম। মহান আল্লাহর অশেষ কৃপা ও মেহেরবানীতে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন আগামী ১৫ ও ১৬ মার্চ ২০১৯-এ ঢাকার অদূরে সাভার বাইপালস্থ জমঈয়তের নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানা ও আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লা-হু) মডেল মাদরাসার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে –ইন্শা-আল্লাহ। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন জমঈয়তের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী (হাফিযাহুল্লা-হু)। বক্তব্য প্রদান করবেন দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা ইসলামিক স্কলার, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বরেণ্য উলামায় কিরাম এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশের প্রায় তিন কোটি আহলে হাদীসের প্রতিনিধিত্বকারী প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। এ সংগঠনের গৌরবোজ্জল ইতিহাস-ঐতিহ্য রয়েছে। বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক মুসলিম বিশ্বে এ সংগঠনের ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। এ সংগঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রসার এবং প্রচলিত শির্ক ও বিদ'আতের মূল উৎপাটন করে সহীহ সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যপানে জমঈয়তে আহলে হাদীস এগিয়ে চলছে। তাওহীদবাদী জনতার সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে এ সংগঠনের গতি আরো তীব্র হবে বলে আমরা আশাবাদী।

সুতরাং হাজারো ব্যস্ততা ও বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে জমঈয়ত কর্তৃক আয়োজিত দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলনকে সফল ও সার্থক করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্বকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে। সবাইকে মহান আল্লাহর মনোনীত দ্বীন আল-ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে হবে এবং সহীহ 'আক্বীদাহ্ এবং নেক 'আমলের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

"জ্ঞান-বুদ্ধি আর উত্তম নসীহতের মাধ্যমে তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান জানাও, আর লোকদের সাথে বিতর্ক করো এমন পন্থায়, যা অতীব উত্তম।"[২৩]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমণ্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ প্রদান করো আর অসৎ কাজে নিষেধ করো এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো।"[২৪]

এ মর্মে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "ঐ মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে, অন্যথায় শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর 'আযাব পাঠাবেন। তারপর তোমরা তার কাছে দু'আ করবে। কিন্তু তা কবুল করা হবে না।"[২৫]

অতএব, উপর্যুক্ত আল্লাহর বাণী ও মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হলো আমাদেরকে অবশ্যই দা'ওয়াহ ও তাবলীগের কাজ আনজাম দিতে হবে, তা না হলে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যই বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দা'ওয়াহ ও তাবলীগের এ মহাসম্মেলনের আয়োজন। এ সম্মেলনকে অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে। সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। সবাইকে নেক 'আমলের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

"সৎ কাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো ও সীমালঙ্ঘনের কাজে কেউ কাউকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।"[২৬]

কাজেই, পুণ্য কাজে আমাদেরকে অবশ্যই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

পরিশেষে, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবর্গ, কর্মীবৃন্দ, সুধীমণ্ডলী ও শুভানুধ্যায়ীসহ তাওহীদবাদী আম জনতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন, আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে অর্থ ও সময়ের কুরবানী দিয়ে এবং ব্যক্তি স্বার্থকে উপেক্ষা করে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলনকে সর্বাত্মকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করি এবং দ্বীনে হক্বের দা'ওয়াত সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেই। যাবতীয় কুফ্র, নিফাক, শির্ক ও বিদ'আত থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন –আমীন। ###

---

[২৩] *সূরা আন্ নাহ্ল, আয়াত- ১২৫।*

[২৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান, আয়াত- ১০৪।*

[২৫] *জামি আত্ তিরমিযী- হা: ২১৬৯।*

[২৬] *সূরা আল মায়িদাহ্, আয়াত- ০২।*

المقالة \ ceÜ

সালাত ও যাকাতে অলসতাকারীর করুণ পরিণতি

–অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন*

সালাতে অলসতাকারীর পরিণতি : ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি একেবারেই সালাত ছেড়ে দিবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"আমাদের মাঝে ও তাদের অর্থাৎ- কাফিরদের মাঝে অঙ্গীকার হলো সালাত। সুতরাং যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিবে সে কাফির হয়ে যাবে।[২৭]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন :

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ.

'মহান আল্লাহর বান্দা এবং কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ছেড়ে দেয়া।'[২৮]

তবে যে ব্যক্তি সালাতের ব্যাপারে অলসতা করবে, চাই সে অলসতা যথাসময়ে আদায় না করার মাধ্যমে হোক বা ঘুমের মাধ্যমে হোক কিংবা শরী'আত সম্মত পদ্ধতিতে সালাত আদায়ে ত্রুটির মাধ্যমে হোক, সে কাফির না হলেও তার ব্যাপারে কঠিন শাস্তির হুমকি রয়েছে।

সহীহুল বুখারীতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্বপ্নের দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِيْ بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُوْلَى.

"আমরা এক শায়িত ব্যক্তির কাছে আসলাম। তার মাথার কাছে পাথর হাতে নিয়ে অন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিলো। দাঁড়ানো ব্যক্তি শায়িত ব্যক্তির মাথায় হাতের পাথর নিক্ষেপ করছে। পাথরের আঘাতে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং পাথরটি বলের মতো গড়িয়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। লোকটি পাথর কুড়িয়ে আনতে আনতে আবার শায়িত ব্যক্তির মাথা ভালো হয়ে যাচ্ছে। দাঁড়ানো ব্যক্তি প্রথম বারের মতো আবার আঘাত করছে এবং তার মাথাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে।[২৯]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সফরসঙ্গী ফেরেশ্তাদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন : কী অপরাধের কারণে তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে? উত্তরে তারা বলল :

فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

এই ব্যক্তি কুর'আন শিক্ষা করেছিল। কিন্তু কুর'আন অনুযায়ী 'আমল করেনি এবং সে ফর্য সালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকত।[৩০]

ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ﴾

"ধ্বংস ঐ সমস্ত সালাত আদায়কারীদের জন্য যারা সালাতের ব্যাপারে উদাসীন।"[৩১]

হাফিয ইবনু কাসির (রাহিমাহুল্লা-হ) এই আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলেন : "তারা হয়তো প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় না করে সব সময় বা অধিকাংশ সময় দেরী করে সালাত আদায় করে থাকে। অথবা সালাতের

---

* *সহ-সভাপতি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। সম্পাদক- সাপ্তাহিক আরাফাত।*

[২৭]. *আত্ তিরমিযী- অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, হা: ২৬২১।*

[২৮]. *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান- ১৩৪ (৮২)।*

[২৯]. *সহীহুল বুখারী- হা: ৬৬৪০।*

[৩০]. *সহীহুল বুখারী- হা: ৬৬৪০।*

[৩১]. *১০৭ নং সূরাহ্ আল মা'ঊন, আয়াত নং- ৪-৫।*

রুকন ও শর্তসমূহ যথাযথভাবে আদায়ের ব্যাপারে গাফিলতি করে থাকে অথবা তারা সালাতে মনোযোগ দেয় না এবং সালাতে কুর'আন তিলাওয়াতের সময় তারা এর অর্থের মাঝে গবেষণা করে না।"[৩২]

সালাত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন :

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

"যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করবে ক্বিয়ামতের দিন সালাত তাঁর জন্য আলো, তার ঈমানের দলীল এবং নাজাতের উপায় হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করবে না ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য কোন আলো থাকবে না, তার ঈমানের পক্ষে কোন প্রমাণ এবং তার নাজাতের কোন উপায় থাকবে না। ক্বিয়ামতের দিন সে ফির'আউন, কারূন, হামান এবং 'উবাই ইবনু খাল্‌ফের সাথে হাশ্‌রের মাঠে উপস্থিত হবে।"[৩৩]

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : সালাতে অলসতাকারীকে উক্ত চার শ্রেণীর নিকৃষ্ট মানুষের সাথে হাশ্‌রের মাঠে উঠানোর কারণ হলো মানুষ সাধারণত : ধন-সম্পদ, রাজত্ব, মন্ত্রিত্ব ও ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থেকেই সালাত থেকে বিরত থাকে। ধন-সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত থেকে সালাত পরিত্যাগ করলে কুখ্যাত ধনী কারূনের সাথে হাশ্‌র হবে। রাষ্ট্র পরিচালনা নিয়ে ব্যস্ত থেকে সালাত পরিত্যাগ করলে ফির'আউনের সাথে হাশ্‌র হবে। মন্ত্রিত্ব নিয়ে ব্যস্ত থেকে সালাত নষ্ট করলে ফির'আউনের মন্ত্রী হামানের সাথে হাশ্‌র হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থেকে সালাত ছেড়ে দিলে মাক্কার কাফির ব্যবসায়ী 'উবাই ইবনু খাল্‌ফের সাথে হাশ্‌র হবে।[৩৪]

স্বর্ণযুগের ইমামগণের বক্তব্য :

১. ইমাম ইসহাক বিন রাহবিয়া (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, সালাত ত্যাগকারী কাফির। আর নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইমামগণের মত এটাই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগকারী কোন কারণ ব্যতীত সালাতের ওয়াক্ত অতিক্রম করে দিলে সে কাফির।

২. ইমাম ইবনু হাযম (রাহিমাহুল্লা-হ) উল্লেখ করেন যে, সালাত ত্যাগকারী কাফির। একথা 'উমার ফারুক, 'আবদুর রহমান, মু'আয ইবনু জাবাল, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) প্রমুখ সাহাবীগণ হতে বর্ণিত হয়েছে।[৩৫]

৩. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন– সালাত ত্যাগকারী কাফির হয়ে যায়, আর এমন কুফ্‌রীতে নিমজ্জিত হয়, যা দ্বীন ইসলামের সীমানা হতে বহিস্কার করে দেয়। তাকে হত্যা করা হবে যদি সে তাওবাহ্ করে সালাত প্রতিষ্ঠা না করে।

এ ধরনের অপমানকর অবস্থা থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি –আমীন।

এক নযরে সালাত আদায় না করার পরিণতি :

১. সালাতের হিফাযত না করার কারণে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য কোন আলো থাকবে না, তার ঈমানের পক্ষে কোন প্রমাণ এবং তার নাজাতের কোন উপায় থাকবে না।

২. ইচ্ছা করে সালাত পরিত্যাগকারী কাফির;

৩. অলসতাবশতঃ সালাত পরিত্যাগ কারী জাহান্নামী।

সালাতের উপকারীতা ও শিক্ষা : সালাত একটি ফর্‌য 'ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা প্রতিদিন সকল মুসলিম এর জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফর্‌য করেছেন। এ সালাত পরকালের মুক্তি লাভের অন্যতম মাধ্যম। কারণ পরকালে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব

---

[৩২]. *তাফসীর ইবনু কাসীর- ৪র্থ খণ্ড।*

[৩৩]. *মুসনাদ আহমাদ- হা: ৬৫৭৬। হাদীসটিকে শাইখ 'আবদুল 'আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লা-হ) সহীহ বলেছেন।*

[৩৪]. *ফিকহুস সুন্নাহ- ১ম খণ্ড, ৭২ পৃ:।*

[৩৫]. *আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব।*

গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তি সালাতের হিসাব সুন্দরভাবে দিতে পারবে, তার পরবর্তী হিসাব সহজ হয়ে যাবে।

আবার সালাত দুনিয়ায় সব ধরনের অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। শুধু তাই নয়, সালাতের মাধ্যমে ব্যক্তি অনেক শারীরিক উপকার লাভ করে। যার কিছু তুলে ধরা হলো–

ক্বিয়াম বা দাঁড়ানো : মানুষ যখন সালাতে দাঁড়ায়; তখন তার দৃষ্টি সাজদার স্থানে স্থির থাকে। ফলে তার একাগ্রতা ও মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।

রুকূ' : সালাত সম্পাদনকারী ব্যক্তি যখন রুকূ' করে এবং রুকূ' থেকে ওঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন মানুষের কোমর ও হাঁটুর ভারসাম্য রক্ষা হয়। রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। ফলে কোমর ও হাঁটুর ব্যাথা উপশম হয়।

সাজদাহ্ : সালাতে যখন সাজদাহ্ করা হয় তখন সালাত সম্পাদনকারী ব্যক্তির মস্তিস্কে দ্রুত রক্ত প্রবাহিত হয়। ফলে তার স্মৃতি শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আবার সাজদাহ্ থেকে ওঠে যখন দুই সাজদার মাঝখানে বসে এতে তার পায়ের উরু ও হাঁটু সংকোচন এবং প্রসরণ ঘটে। এতে করে মানুষের হাঁটু ও কোমরের ব্যথা উপশম হয়।

ওঠা-বসা : সালাতের সময় সালাত সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে দাঁড়ানো, রুকূ'তে যাওয়া, রুকূ' থেকে ওঠে সোজা হয়ে স্থির দাঁড়ানো, আবার সাজদায় যাওয়া, সাজদাহ্ থেকে উঠে স্থিরভাবে বসা, আবার সাজদাহ্ দিয়ে দাঁড়ানো বা বসা। এ সবই মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যায়াম। এতে মানুষের শারীরিক বহুবিধ উপকার সাধিত হয়।

বিশেষ করে : সালাত মানুষের মানসিক, স্নায়ুবিক, মনস্তাত্ত্বিক, অস্থিরতা, হতাশা-দুশ্চিন্তা, হার্ট অ্যাটাক, হাড়ের জোড়ার ব্যাথা, ইউরিক এসিড থেকে সৃষ্ট রোগ, পাকস্থলীর আলসার, প্যারালাইসিস, ডায়াবেটিস মেলিটাস, চোখ এবং গলা ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধে সহায়ক।

পরিশেষে... সালাতের উপকারিতায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

"নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।"[৩৬]

শুধু তাই নয়, সালাত মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক পবিত্রতা সাধনের অনন্য হাতিয়ার। সুতরাং প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সম্পাদন করা একান্ত অপরিহার্য। এর ব্যতিক্রম হলে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যথাযথভাবে সম্পাদন করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

যাকাত না দেয়ার পরিণতি : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ﴾

"আর যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে রাখে আর তা হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক 'আযাবের সুসংবাদ দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার মাধ্যমে তাদের ললাটসমূহে, পার্শ্বদেশসমূহে ও পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে। বলা হবে এগুলো ঐ সকল সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং এখন স্বাদ গ্রহণ করো জমা করে রাখা বস্তুর।"[৩৭]

যাকাত না দেয়ার করুণ পরিণতি সম্পর্কে দু'টি হাদীস নিম্নরূপ :

সহীহুল বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِيْ بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ

[৩৬]. ২৫ নং সূরাহ্ আল 'আনকাবূত, আয়াত- ৪৫।
[৩৭]. ৯ নং সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্, আয়াত নং- ৩৪-৩৫।

إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلًا وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

"স্বর্ণ-রৌপ্যের যেই মালিক তার স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত প্রদান করবে না ক্বিয়ামতের দিন তার স্বর্ণ-রৌপ্যগুলোকে আগুন দিয়ে গলিয়ে চ্যাপটা করা হবে। অতঃপর জাহান্নামের আগুনে গরম করে তার পার্শ্বদেশে, পিঠে এবং কপালে তা দিয়ে ছেঁকা দেয়া হবে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আবার গরম করা হবে। এমন একদিনে তাদের এ শাস্তি চলতে থাকবে যার পরিমাণ হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। হাশ্‌রের মাঠে মানুষের মাঝে ফায়সালা শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে। পরিশেষে সে জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রশ্ন করা হলো উট ওয়ালার কী অবস্থা হবে? উত্তরে তিনি বললেন : উটের মালিক যদি এর হক্ব আদায় না করে অর্থাৎ- যাকাত না দেয় ক্বিয়ামতের দিন একটি সমতল ভূমিতে উটগুলোকে পূর্বের চেয়ে মোটা-তাজা অবস্থায় একত্রিত করা হবে। তা থেকে একটি বাচ্চাও বাদ পড়বে না। উটগুলো পা দিয়ে তাদের মালিককে পিষতে থাকবে এবং দাঁত দিয়ে কামড়াতে থাকবে। যখন প্রথম দলের পালা শেষ হবে পরবর্তী দলের পালা

فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ﴾.

"আল্লাহ তা'আলা যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন সে যদি সম্পদের যাকাত না দেয় ক্বিয়ামতের দিন তার ধন-সম্পদগুলোকে টাক মাথা বিশিষ্ট সাপে পরিণত করা হবে। তার চোখের ওপরে দু'টি কালো বিন্দু থাকবে। সাপটি তার চিবুকে কামড়িয়ে ধরবে এবং বলবে : আমি তোমার মাল। আমিই তোমার গুপ্তধন।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুর'আনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন :

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۭ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ﴾

"যাদেরকে আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তারা যদি তাতে কৃপণতা করে, এই কৃপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে বলে তারা যেন ধারণা পোষণ না করে। বরং এটা তাদের জন্য একান্তই ক্ষতিকর। যাতে তারা কার্পণ্য করে, সে ধন-সম্পদকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে।"[৩৮]

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَالْإِبِلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا

[৩৮]. ৩ নং সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান, আয়াত নং- ১৮০; সহীহুল বুখারী- হা: ১৪০৩।

আসবে। এমন এক দীর্ঘ দিনে তাদের এ শাস্তি চলতে থাকবে যার পরিমাণ হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। মানুষের মাঝে ফায়সালা শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হাশ্‌রের মাঠে তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে। পরিশেষে সে জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রশ্ন করা হলো গরু এবং ছাগলের মালিকের কী অবস্থা হবে? উত্তরে তিনি বললেন : গরু বা ছাগলের মালিক যদি এর হক্ব আদায় না করে অর্থাৎ- যাকাত না দেয় ক্বিয়ামতের দিন একটি সমতল ভূমিতে গরু ও ছাগলগুলোকে একত্রিত করা হবে। তা থেকে একটিও বাদ পড়বে না এবং কোনটিই শিংবিহীন, বাঁকা শিং, অথবা ভাঙ্গা শিংবিশিষ্ট থাকবে না। অর্থাৎ- সবগুলো পূর্বের চেয়ে মোটা-তাজা এবং ধারাল সোজা শিংবিশিষ্ট থাকবে। শিং দিয়ে তাদের মালিককে আঘাত করবে এবং পা দ্বারা পিষতে থাকবে। এমন এক দীর্ঘ দিনে তাদের এ শাস্তি চলতে থাকবে যার পরিমাণ হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। মানুষের মাঝে ফায়সালা শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হাশ্‌রের মাঠে তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে। পরিশেষে সে জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৩৯]

এক নযরে যাকাত আদায় না করার পরিণতি :

১. যাকাত না দেয়া প্রতিটি সম্পদের একটি আকৃতি হবে। যা আগুনে উত্তপ্ত করে ব্যক্তির শরীরে দাগিয়ে দেয়া হবে।

২. কোন কোন সম্পদ বিষাক্ত সাপে পরিণত হবে এবং যাকাত অনাদায়কারীকে দংশন করতে থাকবে।

৩. প্রাণী জাতীয় সম্পদসমূহ কোনটা শিং দিয়ে আঘাত করবে আবার কোনটা দাঁত দিয়ে কামড় দিবে।

যাকাত আদায়ের বিবিধ উপকারিতা ও শিক্ষা :

১. গরীবের প্রয়োজন পূর্ণ হয়;

২. অভিশপ্ত পুঁজিতন্ত্রের মূলোৎপাটন হয়;

৩. সম্পদ কুক্ষিগত করার মানসিকতাকে শেষ করে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়;

৪. মুসলমানদের সামগ্রিক শক্তি বৃদ্ধি পায়;

৫. দারিদ্রতা বিমোচনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৬. চুরি-ডাকাতি-ছিনতাইসহ সবরকম অভাবজনিত অপরাধ মূলোৎপাটিত হয়;

৭. গরীব-ধনীর মাঝে সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়;

৮. সম্পদের বরকত ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়;

নাবীজী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ».

যাকাতের সম্পদ কমে না।[৪০]

অর্থাৎ- হয়তো দৃশ্যতঃ সম্পদের পরিমাণ কমবে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই স্বল্প সম্পদের মাঝেই বেশি সম্পদের কার্যকারী ক্ষমতা দিয়ে দিবেন।

৯. সম্পদের পরিধি বৃদ্ধি পায়। কেননা সম্পদ যখন যাকাতের মাধ্যমে অভাবীদের মাঝে বণ্টিত হয়, তখন এর উপকারিতার পরিধি বিস্তৃত হয়। আর যখন তা ধনীর পকেটে কুক্ষিগত থাকে, তখন এর উপকারিতার পরিধিও সঙ্কীর্ণ হয়।

১০. যাকাত প্রদানকারীর দান ও দয়ার গুণে গুণান্বিত হয়;

১১. অন্তরে অভাবীর প্রতি মায়া-মমতা সৃষ্টি হয়;

১২. কৃপণতার ন্যায় অসৎ গুণ থেকে নিজেকে রিরত রাখা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا﴾

"তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো; যেন তুমি সেগুলোকে এর মাধ্যমে পবিত্র ও বরকতময় করতে পার।[৪১]

১৩. সর্বোপরি মহান আল্লাহর বিধান পালন করার মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালে তাঁর নৈকট্য লাভ করা যায়।

আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের সবাইকে নিয়মিত সালাত আদায় করার এবং সামর্থবান ব্যক্তিদের যথাসময়ে যাকাত প্রদান করার তাওফীক্ব দান করেন। আর যাবতীয় খারাপ ও অন্যায়-অশ্লীল কর্মকাণ্ড থেকে হিফাযত করেন –আমীন। ###

---

[৩৯]. *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : কিতাবুয্ যাকাত, হা: ২৪ (৯৮৭)।*

[৪০]. *সহীহ মুসলিম- হা: ৬৭৫৭, মা: শা:, হা: ৬৯/২৫৮৮, জামি' আত্ তিরমিযী- হা: ২০২৯, সহীহ।*

[৪১]. *৯ নং সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্, আয়াত- ১০৩।*

ক্বিয়ামতের অন্যতম বড় আলামত
দাব্বাতুল আরদ

–মুহাম্মদ আলমগীর হুসাইন★

আখেরী যামানায় ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে জমিন থেকে দাব্বাতুল আরদ্ নামক এক অদ্ভুত জন্তু বের হবে। জন্তুটি মানুষের সাথে কথা বলবে। এটি হবে ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার অন্যতম সর্বশেষ ভয়াবহ আলামত। পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়ার পর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে গেলে এটি বের হবে। সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার কিছুক্ষণ পরই জমিন থেকে এই অদ্ভুত জানোয়ারটি বের হবে। তাওবার দরজা যে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে– এ কথাটিকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করার জন্য সে মু'মিনদেরকে কাফির থেকে নির্দিষ্ট চিহ্নের মাধ্যমে আলাদা করে ফেলবে। মু'মিনের কপালে লিখে দিবে 'মু'মিন' এবং কাফিরের কপালে লিখে দিবে 'কাফির'। এ ব্যাপারে কুরআন থেকে যা জানা যায় :

কুরআন মাজীদের সূরা আন্ নামলের ৮২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾

"যখন প্রতিশ্রুতি (ক্বিয়ামত) নিকটবর্তী হবে তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি প্রাণী উদগত করবো। সে মানুষের সাথে কথা বলবে, এ বিষয়ে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না।"

ইবনু কাসীর বলেন, আখেরী যামানায় মানুষ যখন নানা পাপাচারে লিপ্ত হবে, মহান আল্লাহর আদেশ পালন বর্জন করবে এবং দীনকে পরিবর্তন করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে এই জন্তুটি বের করবেন।"[৪২]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন : "জন্তুটি মানুষের মতই কথা বলবে।"[৪৩]

প্রাণীটির কাজ কি হবে এবং কি বিষয়ে মানুষের সাথে কথা বলবে– এ ব্যাপারে আল্লামা আলূসী বলেন : আয়াতে উল্লেখিত কুরআনের বাণীটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ- ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ এই বাক্যটি সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে শুনাবে। মর্ম এই যে, আজকের পূর্বে অনেক মানুষই মহান আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করেনি। বিশেষ করে ক্বিয়ামতের আলামত ও তা সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে। এমনকি আমার আগমনের বিষয়েও অনেক মানুষ বিশ্বাস করত না। এখন সে সময় এসে গেছে এবং আমিও বের হয়ে এসেছি।

দাব্বাতুল আরদ্ সম্পর্কে হাদীস থেকে যা অবগত হওয়া যায় :

১) সহীহ মুসলিম-এ হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذَاكَرُوْنَ قَالُوْا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُوْلَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﷺ وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

একদা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট আগমন করলেন। আমরা তখন কিছু আলোচনা করছিলাম, তখন রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ? তারা বলল : আমরা ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন : যতদিন তোমরা দশটি আলামত না দেখবে ততদিন ক্বিয়ামত হবে না। (১) ধোঁয়া, (২) দাজ্জালের আগমন, (৩) ভূগর্ভ থেকে নির্গত দাববাতুল/দাব্বাতুল আরদ্ নামক অদ্ভুত এক জানোয়ারের আগমন, (৪) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (৫) 'ঈসা ইবনু মারইয়ামের আগমন, (৬) ইয়াজুয-মা'জুযের আবির্ভাব, (৭) পূর্বে ভূমিধ্বস, (৮) পশ্চিমে ভূমিধ্বস, (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস, (১০) সর্বশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে হাঁকিয়ে নিবে।

২) নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

★ সভাপতি, হাড়িয়াদিয়াড়া শাখা জমঈয়ত, যশোর।
[৪২] তাফসীরে ইবনু কাসীর- ৩/৩৫১।
[৪৩] পূর্বোক্ত উৎস।

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَسِمُ النَّاسَ عَلٰى خَرَاطِيْمِهِمْ ثُمَّ يَعْمُرُوْنَ فِيْكُمْ حَتّٰى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَعِيْرَ فَيَقُوْلُ مِمَّنِ اشْتَرَيْتَهُ فَيَقُوْلُ اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخَطَّمِيْنَ.

"দাববাতুল/দাব্বাতুল আরদ্ নামক একটি প্রাণী বের হবে এবং মানুষের নাকে চিহ্ন দিবে। অতঃপর মানুষেরা পৃথিবীতে জীবন-যাপন করবে। প্রাণীটি সকল মানুষের নাকেই দাগ লাগিয়ে দিবে। এমনকি উট ক্রয়কারীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি এটি কার কাছ থেকে ক্রয় করেছ? সে বলবে : আমি এটি নাকে দাগওয়ালা একজন ব্যক্তির নিকট থেকে ক্রয় করেছি।"[৪৪]

৩) নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন :

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مَعَهَا عَصَا مُوْسٰى وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ فَتَجْلُوْ وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْتِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ حَتّٰى إِنَّ أَهْلَ الْخِوَانِ لَيَجْتَمِعُوْنَ فَيَقُوْلُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُوْلُ هَذَا يَا كَافِرُ.

দাব্বাতুল আরদ্ বের হবে। তার সাথে থাকবে মূসা ('আলাইহিস্ সালাম)-এর লাঠি এবং সুলায়মান ('আলাইহিস্ সালাম)-এর আংটি। কাফিরের নাকে সুলায়মান ('আলাইহিস্ সালাম)-এর আংটি দিয়ে দাগ লাগাবে এবং মূসা ('আলাইহিস্ সালাম)-এর লাঠি দিয়ে মু'মিনের চেহারাকে উজ্জল করে দিবে। লোকেরা খানার টেবিল ও দস্তরখানায় বসেও একে অপরকে বলবে : হে মু'মিন! হে কাফির![৪৫]

প্রাণীটির ধরণ?

প্রাণীটি হবে মানব জাতির কাছে পরিচিত চতুষ্পদ জন্তুসমূহের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সেটি মানুষের সাথে কথা বলবে। প্রাণীটি কোন শ্রেণীর হবে– এনিয়ে 'আলেমগণ মতভেদ করেছেন।

১) ইমাম কুরতুবী বলেন, এটি হবে সালেহ ('আলাইহিস্ সালাম)-এর উটনীর বাছুর। যখন কাফিরেরা উটনীকে হত্যা করে ফেলল তখন বাছুরটি পাথরের মাঝে ঢুকে পড়েছিল। এটি আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে ক্বিয়ামতের পূর্বে বের হয়ে আসবে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এটিই বিশুদ্ধ মত।

তাঁর এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি যে হাদীস দিয়ে দলীল গ্রহণ করেছেন তার সনদে এমন একজন রাবী (বর্ণনাকারী) আছেন যার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

২) কেউ কেউ বলেছেন, এটি হবে দাজ্জালের হাদীসে বর্ণিত জাস্সাসা (গোয়েন্দা)।

এ মতটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ দাজ্জালের হাদীসে যে প্রাণীটির কথা এসেছে তার নাম জাস্সাসা। আর ক্বিয়ামতের পূর্বে যে প্রাণীটি বের হবে তার নাম দাব্বাতুল আরদ্ যা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩) কেউ কেউ বলেছেন, এটি হলো সেই সাপ যা কা'বার দেয়ালে ছিল। কুরাইশরা যখন কা'বা ঘর নির্মাণ করার ইচ্ছা পোষণ করল তখন সাপটিই তাদের নির্মাণ কাজ শুরু করতে মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি পাখি এসে সাপটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলে নির্মাণ কাজের বাধা দূর হয়ে যায়। কিন্তু এ কথার পক্ষেও কোন দলীল নেই। এমনি আরো অনেক কথা বর্ণিত আছে। এগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ কোন একটি মতের স্বপক্ষে সহীহ কোন দলীল পাওয়া যায় না।

শাইখ আহমাদ শাকের মুসনাদে আহমাদের ব্যাখ্যায় বলেন, কুরআনের আয়াতে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় বলা আছে এটি হলো দাব্বাতুল আরদ্। দাববা অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোন প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই; বরং আমরা বিশ্বাস করি আখেরী যামানায় একটি অদ্ভুত ধরনের জন্তু বের হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। কুরআন ও সহীহ হাদীসে তাঁর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। আমরা তাতে বিশ্বাস করি।

পৃথিবীর কোন্ জায়গা থেকে প্রাণীটি বের হবে?

১) এটি বের হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সম্মানিত মাসজিদ থেকে। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, সাফা পাহাড় ফেটে প্রাণীটি বের হবে। তিনি বলেন, আমি যদি চাইতাম তাহলে যে স্থানটি থেকে বের হবে তাতে পা রেখে দেখাতে পারতাম।[৪৬]

২) জন্তুটি তিনবার বের হবে। প্রথমে বের হবে কা'বা ঘর হতে দূরবর্তী একটি গ্রাম থেকে। অতঃপর কিছু দিন লুকিয়ে থাকার পর আবার বের হবে। পরিশেষে কা'বা ঘর থেকে বের হবে।

এ ব্যাপারে আরো কথা বর্ণিত আছে। সব মিলিয়ে আমরা বলব, মক্কা থেকে দাব্বাতুল আরদ্ বের হবে। অতঃপর সমগ্র পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে। ###

[৪৪] *মুসনাদে আহমাদ। সিলসিলায়ে সহীহাহ্- হা: ৩২২।*
[৪৫] *আহমাদ- আহমাদ শাকের সহীহ বলেছেন, হা: ৭৯২৪।*
[৪৬] *তাফসীরে কুরতুবী- ১৩/ ২৬৩, তাবারানী ফিল আওসাত- ২/১৭৬।*

ইসলামী বনাম মুসলিম আইন একটি পর্যালোচনা

–ইঞ্জিঃ মোঃ আলাউদ্দিন চৌধুরী

কুরআনী আইনকে মুসলমানেরা 'ইসলামী আইন' ও 'মুসলিম আইন' এ দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনকে বলা হয় ইসলামী আইন। ইসলামী আইনের বিধান দাতা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজেই তা রাসূল কর্তৃক ব্যাখ্যায়িত। আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল কর্তৃক ব্যাখ্যায়িত এ সব আইন, বিধি-বিধানের সফল বাস্তবায়নকারী স্বয়ং নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই; খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কিরাম। সে কারণে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের সম্মিলিত ঐকমত্য যা ইজমায়ে সাহাবী হিসেবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে। কোন সাহাবীর একক সিদ্ধান্ত আইনে পরিণত হয়নি। খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় থেকে নিয়ে উমাইয়াহ্ শাসনের শেষ পর্যন্ত গৃহীত ঐকমত্য (ইজমা)সমূহের বিবরণ ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর মু'আত্তায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। মাদীনার সাতজন আইনবিদ প্রাথমিক যুগের এ সকল সম্মিলিত অনুশীলন ও সিদ্ধান্তসমূহ সংরক্ষণ করেছিলেন; যা বর্তমানে আল মু'আত্তায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৪৭]

সেগুলো আজও কুরআনের তাফসীর ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ রয়েছে। ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লা-হ) ঐকমত্য বুঝানোর জন্য ইজমা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তথ্যের অভাবে এটি প্রমাণ করা কঠিন যে, কে সর্বপ্রথম কুরআনের ভিত্তিতে ইজমার বৈধতা প্রমাণ করেছিলেন। ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লা-হ) তাঁর মু'আত্তায় মাদীনাবাসী জনগণের ঐকমত্য বুঝানোর জন্য ইজমা পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। সাহাবীদের সময়ে কুরআনে বর্ণিত মজলিশে "শুরা" ব্যবস্থা কার্যকর ছিল।[৪৮]

সাহাবী মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) কুরআনে বর্ণিত 'শূরা ব্যবস্থা' তুলে দিয়ে উত্তরাধিকার মনোনয়নের মধ্য দিয়ে উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়ে ছিলেন[৪৯]। এটি ছিল তাঁর ইজতেহাদী সিদ্ধান্ত।

রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ২(দুই)টি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ : কালাম ও হিদায়াত। সর্বোত্তম কালাম হলো কালামুল্লাহ এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিদায়াত। তোমরা (দীনী বিষয়ে) নতুন উদ্ভাবিত বিষয় থেকে বিরত থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত বিষয় হলো বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী।[৫০]

রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন : যে আমাদের দীনী বিষয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে, যা দীনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়; তবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।[৫১] দীন ও শরী'আতের বিধি-বিধান নির্ধারণ করা একমাত্র মহান আল্লাহর ইখতিয়ারে। তিনি তাঁর প্রেরীত নাবী ও রাসূলগণকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা তা-ই পালন করেছেন। যে কাজ শরী'আতের আহকাম হিসেবে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ তাঁর নির্দেশ মোতাবেক করেছেন বা করতে বলেছেন সেটিই মহান আল্লাহর দীন। যে জিনিস বা কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দীনের অন্তর্ভূক্ত করেননি, এর নির্দেশ দেননি সে ধরনের জিনিস বা কাজকে দীনের অন্তর্ভূক্ত করা, দীনের অংশ বলে সাব্যস্ত করা, সওয়াব বা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে; ঐ ধরনের কাজ করা, এর স্ব-কল্পিত রূপ দিয়ে এর জন্য কিছু মনগড়া শর্ত বা বিধির প্রর্বতন করা এবং শরী'আত সম্মত কোন কাজ বা নির্দেশের মতো এটিরও পাবন্দ বা এটিকে নিয়মানুবর্তিতার সাথে 'আমল করার নামই হলো বিদ'আত।[৫২]

সুন্নাতের বিপরীতই হলো বিদ'আত। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : বিদ'আত প্রচলিত হলে সুন্নাত অবলুপ্ত হবে। তাই সুন্নাত ও বিদ'আতের জ্ঞান একটি অপরিহার্য বিষয়। সুন্নাত ও বিদ'আতের

---

[৪৭] *ইসলামে ইজমা দর্শন- পৃ: ৩১৬।*

[৪৮] *সূরা শূরা- : ৩৮, সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৫৯।*

[৪৯] *ইসলামে ইজমা দর্শন- পৃ: ৫৩।*

[৫০] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা: ৪৫, ৪৬।*

[৫১] *সহীহুল বুখারী- হা: ১৭১৮, সুনান আবূ দাউদ- হা: ৪৬০৬, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা: ১৪।*

[৫২] *সুন্নাত ও বিদ'আত- স্যাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী (রাহিমাহুল্লা-হ), পৃ: ২৫।*

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য শ্রদ্ধেয় পাঠকগণকে নিম্নের ৭ (সাত)টি বিষয় বিবেচনায় নিতে অনুরোধ করছি।

(১) রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : বানী ইসরা-ঈলগণ দাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম হলে তারা (তাওরাতে বর্ণিত বিধি-বিধান উপেক্ষা করে) মনগড়া ফাতাওয়া দিতে আরম্ভ করে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হলো এবং অন্যদেরকে পথ ভ্রষ্ট করল।[৫৩]

এ থেকে বুঝা যায় মনগড়া ফাতাওয়া বৈধ হতে পারে না।

(২) যিনার শাস্তি হচ্ছে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড। অবিবাহিত পুরুষ হলে একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসর নির্বাসন।[৫৪]

জনৈক ব্যক্তি তার ছেলে যিনা করার অপরাধে অভিযুক্ত হলে 'ফিদইয়া' বা জরিমানা হিসেবে একশত বকরী ও একজন বাদী প্রদান করে। বিষয়টি রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জানানো হলে তিনি বলেন : বাদী ও বকরী 'ফিদইয়া' দানকারী ব্যক্তির উপর বর্তাবে। অর্থাৎ- যিনার শাস্তির জন্য এরূপ 'ফিদইয়া' প্রদান করে শরী'আতী আইনের পরিবর্তন করা যাবে না।[৫৫]

(৩) একবার মক্কার লোকেরা ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে মক্কার ঘর-বাড়ি বিক্রি দেওয়ার বিধান জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান যে তা জায়িয। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আকিল (রাসূলের চাচাতো ভাই) আমাদের জন্য কোন ঘর-বাড়ি রেখে গিয়ে ছিলেন কি? তিনি ঘর-বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন।[৫৬]

প্রশ্নকারী বলেন : 'আত্বা ও তাউস উভয়ে এটিকে জায়িয বলেননি? ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লা-হ) জবাব শুনে বললেন : আমি বলছি রাসূলের কথা। আর আপনি বলছেন 'আত্বা ও তাউস বলেছেন। আমি অন্য কারো কথায় রাসূলের কথা পরিত্যাগ করতে পারি না।[৫৭]

(৪) শাম দেশের (বর্তমানে সিরিয়ার) এক ব্যক্তি ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-কে "তামাত্তু" হাজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান তা বৈধ। সিরিয়ার লোকটি তখন জানালো যে, আপনার পিতা ['উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)] তামাত্তু হাজ্জ করতে নিষেধ করেছেন। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) জবাব দিলেন; মনে করো আমার পিতা নিষেধ করেছেন আর রাসূলুল্লাহ তা করে থাকেন। তবে আমি আমার পিতার অনুসরণ করব; না-কি রাসূলের? লোকটি বলল বরং রাসূলের। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) জানালেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তামাত্তু হাজ্জ করতে বলেছেন।[৫৮]

(৫) একব্যক্তি 'আসরের নামাযের পর প্রায়ই দু' রাকা'আত নফল নামায পড়তেন। সা'ঈদ ইবনু মুসায়্যিব (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো; এরূপ নামায পড়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা কি শাস্তি দিবেন? জবাবে তিনি জানালেন যে, তা হয়ত দিবেন না। তবে সুন্নাতের বিপরীত বা বিরোধিতার জন্য শাস্তি দিবেন।[৫৯]

(৬) একবার মাদীনার গভর্নর মারওয়ান ঈদের নামাযের পূর্বেই খুতবাহ্ দেওয়ার জন্যে দাঁড়ালে এবং সেটা সুন্নাতের বিপরীত হওয়ার কারণে উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই আপত্তি জানালেন। কেউ কেউ উচ্চঃস্বরে বলতে লাগলেন– ওহে মারওয়ান! রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করুন। প্রবীন সাহাবী আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) গভর্নর মারওয়ানের হাত ধরে বসিয়ে দিলেন।[৬০]

(৭) খলিফা 'উসমান (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর সময় ইয়েমেনের লোকেরা হাজ্জ করতে এসে বাড়িঘর ও স্ত্রী পরিজনের কল্যাণের জন্য অতিরিক্ত দু' রাকা'আত নফল নামায পড়ার অনুমতি চাইলে তিনি তা পড়ার অনুমতি দেন। এটি নাবীর তরীকার খেলাফ হওয়ার কারণে 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু), 'আবদুর রহমান (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) ও অন্যান্য সাহাবীগণও ধর্মীয়

---

[৫৩] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা: ৫৬।*
[৫৪] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা: ২৫৪৯, ২৫৫০।*
[৫৫] *সহীহুল বুখারী- হা: ২৭২৫, সহীহ মুসলিম- পৃ: ১৬৭৯, সুনান আত্ তিরমিযী- হা: ১৪৩৩, সুনান আবূ দাউদ- হা: ৪৪৪৫, মু'আত্তা মালিক- হা: ২৩৭৯।*
[৫৬] *সহীহুল বুখারী- খণ্ড : ২, হা: ৮২৭, পৃ: ৭৮-৭৯।*
[৫৭] *মহামানবের অমীয়বাণী- পৃ: ২০৭।*
[৫৮] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা: ৮২৪।*
[৫৯] *'ইবাদত ও শির্ক-বিদ'আত- পৃ: ৪৩।*
[৬০] *পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম- পৃ: ২১০।*

ব্যাপারে খলিফার এই প্রকার হস্তক্ষেপে অসন্তুষ্ট হন এবং বিবাদে জড়িয়ে পড়েন।[৬১]

এরূপ অতিরিক্ত নফল নামায পড়া নাবীর তরীকার খেলাফ মনে করেছেন উপস্থিত সাহাবীরা। 'উসমান (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন : আমি আমার ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত কাউকে মানার জন্য বাধ্য করব না।[৬২]

এসব উদাহরণ থেকে সহজেই অনুমান করতে পারেন সুন্নাত ও বিদ'আতের মধ্যে কি পার্থক্য? কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যেই নিহিত রয়েছে পবিত্রতা, ইসলামী জ্ঞানের স্বচ্ছতা ও আত্মার পূর্ণতা। এ দু'টির প্রদর্শিত পথ থেকেই হিদায়াত অর্জনই একমাত্র কামনা, বাসনা ও লক্ষ্য হওয়া উচিত। কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণকারীকে সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে রাসূল! তাদের ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদানের সুসংবাদ দিন।[৬৩]

অন্যদিকে কুরআন ও সুন্নাহর সাহায্য নিয়ে মু'মিনগণ, উলূলে আমর, মুসলিম শাসকগণ, অনুসরণীয় ইমামগণ এবং মুসলিম আইনবিদগণ যে সমস্ত আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছেন; তা হচ্ছে মুসলিম আইন। মুসলিম আইনের উৎস যদিও কুরআন ও সুন্নাহ; তাই বলে কুরআন ও সুন্নাহর ন্যায় অভ্রান্ত নয়। এ সব প্রণীত আইন, বিধি-বিধানের উৎস ৪টি। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং ক্বিয়াস। প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শরী'আতী আইনের ৪ (চার)টি উৎসের মধ্যে একপক্ষের অভিমত হচ্ছে– কুরআনই হচ্ছে আইনের মূল উৎস। সুন্নাহ, ইজমা, ক্বিয়াস হচ্ছে সেই উৎসের ব্যাখ্যা। মূলতঃ কুরআন ও সুন্নাহর সাহায্য নিয়ে মানব জাতির প্রয়োজন, পরিস্থিতি ও যুগ জিজ্ঞাসার জবাব প্রদানে 'মুসলিম আইনের' উদ্ভব হয়েছে। ফলে ইসলামী আইন নতুন নতুন সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছে।

কুরআন ও সুন্নাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে বলা হয় ইসলামী রাষ্ট্র। পক্ষান্তরে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং ক্বিয়াসের কিছু কিছু বিধানের উপর (পূর্ণাঙ্গ নয়, আংশিক) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে বলা হয় মুসলিম রাষ্ট্র। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, ক্বিয়াস, রায়, ইজতিহাদ, ইসতিসলাহ ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ জনগণের তেমন একটা স্বচ্ছ ধারণা নেই। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের বিধি-বিধান, রীতি-নীতি, বিচার-প্রশাসন ইত্যাদি ব্যবস্থা ইউরোপীয় ও পাশ্চাত্য আইনের দ্বারা পরিচালিত। সীমিত ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের প্রয়োগ হয়ে থাকে এসব মুসলিম রাষ্ট্রে এবং এসব দেশে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যাও করা হয়, মুসলিম আইন দ্বারা। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানেরা তোমাদের বন্ধু হবে না।"[৬৪]

উপসংহারে বলতে চাই–

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "তোমরা কুরআনকে মজবুতভাবে আঁকড়িয়ে ধরো এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না।"[৬৫]

অন্যভাবে বলা যায়– "তোমরা কুরআনের বিধি-বিধান যদি না মানো তবে তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।"

কবি নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন :

কুরআন-হাদীস রহিল পড়িয়া
দৃষ্টি দিলে না তায়,
নকল লইয়া টানা-টানি করো
মুসলিম তুমি হায়!

(২) শাহওয়ালী উল্লাহ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেছেন : ইজমা, ক্বিয়াস, ইজতিহাদ এ সব আসমানী বাণী নয়। এগুলো ইমামদের নিজস্ব মতামত বা সিদ্ধান্ত (স্পীরিট অফ ইসলাম)। এগুলো অবৈধ নয়; তবে ইসলামের স্থায়ী সমাধান নয়। কুরআন ও সুন্নাহর মাপকাঠিতে সহীহ হলে এসব উপাদান থেকে ফায়দা গ্রহণে কোন বাঁধা বা নিষেধ নেই। কুরআন ও সুন্নাহতে নেই এরূপ বিষয়ে অতীতের ন্যায় ইজমা, ক্বিয়াস আজও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমাদেরকে সূরা আল মায়িদার ৩ নং আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য ও গুরুত্ব দিতে হবে। ###

---

[৬১] *বিশ্ব নাবী ও চার খলিফার জীবনী- পৃ: ২৫৭।*
[৬২] *সাহাবা চরিত- খণ্ড : ১, পৃ: ২২৪।*
[৬৩] *সূরা ইয়া-সীন : ১১, মাসজিদে নাব্বীর জুম্মার খুতবার সংক্ষিপ্ত ভাষান্তর ১৯শে জুম্মাদিউল আউয়াল, ১৪৪০ হি:।*
[৬৪] *সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৫১।*
[৬৫] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১০৩।*

ভাষা আন্দোলন : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই

–মুহাম্মদ রফিকুর রহমান*

ব্রিটিশ ভারতে দু'টি প্রধান জাতি হিন্দু ও মুসলিমের বসবাস ছিল এবং তাদের আচার আচরণ, সংস্কৃতি, সভ্যতা সবই সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। ব্রিটিশ আমলে এ দু'টি জাতির মধ্যে সবসময় সংঘাত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগেই থাকত। মুসলমানগণ অখণ্ড ভারতবর্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়ার কারণে এ সময় সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কালেই মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব (দ্বিজাতিত্ব) উত্থাপন করেন। সংখ্যালঘু মুসলমানগণ যাতে আইন সভায় এবং প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে চাকুরী ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অধিকার ভোগ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই জিন্নাহ সাহেব ঐ দ্বিজাতিত্ব উত্থাপন করেন। দ্বিজাতিত্ব বা লাহোর প্রস্তাবের মূল কথা ছিল :

১. ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে সেটার উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত মুসলিম প্রধান অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রগঠন করতে হবে।

২. উক্ত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত ইউনিট বা প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসিত হবে।

৩. ভারতের অন্যান্য হিন্দু প্রধান অঞ্চলসমূহ নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হবে।

৪. এইভাবে গঠিত সকল রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কার্যকর সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকবে।

উপরোক্ত প্রথম প্রস্তাব তথা দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রস্তাবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে ১৯৪৬ সালে সংশোধন করে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের স্থলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। কিন্তু স্বায়ত্ব শাসনের দাবি অক্ষুন্ন থাকে। এই প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পর্বাঞ্চলের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে পাকিস্তান ছিল এক অদ্ভূত, অবাস্তব রাষ্ট্র। এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। জাতি ও রাষ্ট্র গঠনে পাকিস্তান ছিল এক অভিনব সৃষ্টি। পূর্বাঞ্চল বা পূর্ব পাকিস্তান খণ্ডের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চল বা পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবধান ছিল এক হাজার মাইলেরও অধিক দূরত্বে, যার মধ্যখানে বিশাল ভারত ভূখণ্ড বা হিন্দুস্থান রাষ্ট্র।

জাতি বলতে এমন এক জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা ভাষা কৃষ্টি সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্ম অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। আর নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত জনসমষ্ঠি তাদের নিজেদের মনোনিত বা নির্বাচিত সুসংগঠিত সরকারের প্রণীত সাংবিধানিক শাসন ব্যবসস্থায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে পরিচালিত ও সার্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহলে তাকে রাষ্ট্র নামে অভিহিত করা হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বেলায় একমাত্র ধর্ম (ইসলাম) ছাড়া উল্লিখিত বিষয়ের একটিতেও সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বিস্তর ব্যবধানে অবস্থিত পৃথক দু'টি ভূখণ্ডে দ্বি-খণ্ডিত অংশের মধ্যে এক জাতি এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা ঐক্য সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত ছিল না। আচার আচরণ কৃষ্টি কালচারে ভিন্নতা বিরাজিত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান। ভাষাগত পার্থক্য পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির বা স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬% শতাংশ পূর্বাঞ্চলে বাঙালী- বাংলা ভাষাভাষি, সংখ্যাগুরু মুসলিম বাকী ৪৪% শতাংশ পশ্চিমাংশে পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বেলুচি ও সিমান্তপ্রদেশীয়। বাংলাভাষী ৫৬% শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্বেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু। গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি, ঔপনিবেশিক মানসিকতা, সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য, আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক, সামরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বপাকিস্তানীদের প্রতি একদেশীয় মুসলিম ভাই ভাই হওয়া সত্বেও সৎ ভাই সম আচরণ তথা

* *হিসাবরক্ষক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

সর্বক্ষেত্রে চরম বৈষম্য প্রদর্শন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

করাচিতে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্মেলনে উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেব, ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিস নামক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ঘটে। এর আগে ১৯৪৭ সালের ২৯শে জুলাই পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা শিরোনাম দিয়ে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ দৈনিক আজাদ পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লেখেন- যদি বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজী ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তিই নেই। যদি বাংলাভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয় তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের (৫৬%) ভাষা বাংলা। পাঞ্জাবি, পশতু, উর্দু, সিন্ধি ভাষা মিলিয়ে বাকী অংশ বিধায় বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার দাবি ছিল সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তা না করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ঢাকায় সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং এর সঙ্গে আরও কিছু দাবি নিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নীতি গৃহীত হয়। এই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের দাবি ছিল : বাংলাভাষা হবে পূর্ব বাংলার একমাত্র শিক্ষার বাহন এবং অফিস আদালতের প্রধান মাধ্যম, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দু'টি- বাংলা ও উর্দু।

পূর্ব বাংলার জনগণের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাভাষী জনসংখ্যা পাকিস্তানের অন্যান্য ভাষাভাষী জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা অধ্যুসিত পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী দ্বারা সর্বক্ষেত্রে নিঃগৃহীত হতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার দুই মাসের মাথায়। জিন্নাহ সাহেব উর্দুকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে ১৯৪৮ সালে কুমিল্লার ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত তার ঘোষণার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সে সময় তিনি পূর্ব বাংলার কংগ্রেস দলীয় সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে পাকিস্তানের দশ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ছয় কোটি মানুষই পূর্ব বাংলার অধিবাসী, যাদের ভাষা বাংলা। আর উর্দু ভাষীর সংখ্যা ছিল ৭%। এই হিসেবে পাকিস্তানের প্রধান ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবারই কথা। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ধীরেন্দনাথ দত্তের বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঐ দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে অবাস্তব ঘোষণা দেন। খাজা নাজিমুদ্দিন বলেন যে, পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জনগণের মত হলো উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক। এভাবে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হলো। তমদ্দুন মজলিশ বিভিন্নভাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সোচ্চার ছিল। পূর্ববাংলা মুসলিম ছাত্রলীগের ইস্তেহারে রাষ্ট্রভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জোর প্রতিবাদ করা হয়। ছাত্র সমাজ ১১ই মার্চ ১৯৪৮ পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট ও বিক্ষোভ পালন করে। ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan. তার এই দম্ভপূর্ণ ঘোষণার তাৎক্ষনিক প্রতিবাদ করা হয়।

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক মানসিকতার শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য দমনমূলক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ভাষা সংগ্রামের নেতা সমর্থকদের জেলে আটক করে। ফলে চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে ও প্রবল আন্দোলনের পথ বিস্তৃত হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও জনগণ সম্মিলিতভাবে আটককৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করে। ১৯৫০ সালে লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে পাকিস্তানের সংবিধান

প্রণয়নের মূলনীতি কমিটির অন্তরবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। তাতে নগ্নভাবে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের কথা বলা হয়। ফলে তা পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ ও জনগণ প্রত্যাখ্যান করে। ইতিমধ্যে ভাষা আন্দোলনকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে ১৯৫২ সালে একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানে এক জনসভায় জিন্নাহর ঘোষণার পূনরাবৃত্তি করে বলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই বক্তব্যের প্রতিবাদে পুর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঢাকায় প্রতিবাদ সভা এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই শ্লোগানসহ মিছিল চলতে থাকে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং আন্দোলনের গতি আরো বেগবান হয়ে ওঠে। এভাবে ভাষা আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে এক জঙ্গি আন্দোলনের রূপ নিলো তখন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আন্দোলনকে বানচাল করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করল। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারী মধ্যরাত হতে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সকল প্রকার সভা সমাবেশ মিছিল শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

কিন্তু সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে পূর্ব ঘোষিত নির্দিষ্ট ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত করে তদানীন্তন প্রাদেশিক ভবনের সম্মুখে উত্তাল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে মিছিল সহকারে যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে আসে তখনই পুলিশ গুলি বর্ষন শুরু করে। পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ অনেক তরুণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং বহু ছাত্র গ্রেফতার হয়।

ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে জনগণ ব্যাপকভাবে অংশ নেয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এক গণবিস্ফোরণের রূপ লাভ করে। এরপর ১৯৫৩ সালে সংবিধান প্রণয়নের মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম সরকারী ভাষা হিসেবে গ্রহণের সুপারিশ উত্থাপিত হয়।

পরিশেষে ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে।

বাংলা ভাষা বহু রক্তের বিনিময়ে সুমহান মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। বিশ্বের ১৮৮টি দেশর সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলশ্রুতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি শুধু বাংলাদেশে পালিত না হয়ে সারা বিশ্বের ১৮৮টি দেশে পালিত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারির এই বিশ্ব স্বীকৃতি বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বাংলাদেশ এখন আর তালাবিহীন ঝুড়ি নয়। উন্নয়ন ধারা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিতি দিয়ে চলেছে। আল্লাহ তা'আলা বাংলাদেশের মান-সম্মান, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করুন এবং সকল মুসলিমকে হিদায়াত দান করুন –আমীন। ###

আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল শহীদ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মাসআলা কুরআন ও হাদীস থেকে সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান কোন মুজতাহিদ বা ইমামের অনুসরণ করতে পারে কিন্তু তাকে (এ অবস্থায়) প্রকৃত সমাধান লাভের প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে, তাকলীদের উপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। অতঃপর যদি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সে মাসআলায় মুজতাহিদ বা ইমামের অভিমত বিরোধী সাব্যস্ত হয় তবে তাকলীদ করা হারাম হবে এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী 'আমল করা ফর্‌য হয়ে পড়বে। আর তাকলীদ হলো কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই কারও কথা মেনে নেয়া এবং এই কথার পিছনে যুক্তি ও দলীল সমন্ধে জিজ্ঞাসা না করা।

[তাকভিয়াতুল ঈমান]

كشف الشبهات \ mskq-wbimb

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত ‘আক্বীদাহ্ : একটি পর্যালোচনা

–মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান*

বিশ্ব সভ্যতায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সীমাহীন ও অতুলনীয় মর্যাদা, ফযীলাত, মহত্ব ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে কুরআন কারীমের অগণিত আয়াতে এবং অগণিত সহীহ হাদীসে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় এ সকল আয়াত ও হাদীসের ভাব-গম্ভীর ভাষা, বুদ্ধিবৃত্তিক আবেদন ও আত্মিক অনুপ্রেরণা অনেক মু’মিনকে আকৃষ্ট করতে পারে না। এ জন্য অধিকাংশ সময়ে আমরা দেখতে পাই যে, এ সকল আয়াত ও সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে সাধারণত একেবারে ভিত্তিহীন বা অত্যন্ত দুর্বল হাদীসগুলো আমরা সর্বদা আলোচনা করি, লিখি ও ওয়ায-নসীহতে উল্লেখ করি। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে মিথ্যা বলা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি অন্যের কোনো অনির্ভরযোগ্য, মিথ্যা বা অনুমান নির্ভর বর্ণনা বা বক্তব্য গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ﴾

“হে মু’মিনগণ! যদি কোনো পাপী তোমাদের কাছে কোনো খবর আনে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করবে যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না করো এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।”[৬৬]

এ নির্দেশের আলোকে, কেউ কোনো সাক্ষ্য বা তথ্য প্রদান করলে তা গ্রহণের পূর্বে সে ব্যক্তির ব্যক্তিগত সততা ও তথ্য প্রমাণে তার নির্ভুলতা যাচাই করা অপরিহার্য। জাগতিক বিষয়ের চেয়েও বেশি সতর্কতা ও পরীক্ষা করা প্রয়োজন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়ক বার্তা বা বাণী গ্রহণের ক্ষেত্রে। কারণ জাগতিক বিষয়ে ভুল তথ্য বা সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করলে মানুষের সম্পদ, সম্ভ্রম বা জীবনের ক্ষতি হতে পারে। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস বা ওয়াহীর জ্ঞানের বিষয়ে অসতর্কতার পরিণতি ঈমানের ক্ষতি ও আখিরাতের অনন্ত জীবনের ধ্বংস। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নামে মিথ্যা বা অতিরিক্ত কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ‘আলী (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«لَا تَكْذِبُوْا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ».

“তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না; কারণ যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।”[৬৭]

যুবাইর ইবনুল আউয়াম (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

“যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তার আবাসস্থল জাহান্নাম।”[৬৮]

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«اتَّقُوْا الحَدِيْثَ عَنِّيْ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ».

“তোমরা আমার থেকে হাদীস বর্ণনা পরিহার করবে, শুধুমাত্র যা তোমরা জানো তা ছাড়া।”[৬৯]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

«سَيَكُوْنُ فِيْ آخِرِ أُمَّتِيْ أُنَاسٌ يُحَدِّثُوْنَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ».

“শেষ যুগে আমার উম্মাতের কিছু মানুষ তোমাদেরকে এমন সব হাদীস বলবে যা তোমরা বা তোমাদের পিতা-পিতামহগণ কখনো শুনেনি। খবরদার! তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে, তাদের থেকে দূরে থাকবে।”[৭০]

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির নামে অগণিত জাল ও ভিত্তিহীন কথার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ‘আবদুল হাই লাখনাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে একটি জাল কথা :

---

* *সভাপতি- ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[৬৬] *সূরা আল হুজুরা-ত ৪৯ : ৬।*

[৬৭] *সহীহুল বুখারী- হা: ১০৬, আস্ সহীহ- ১/৫২; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী- ১/১৯৯, মা: শা:, ২২/২০।*

[৬৮] *সহীহুল বুখারী- হা: ১০৭, আস্ সহীহ- ১/৫২।*

[৬৯] *আত্ তিরমিযী- হা: ২৯৫১, য'ঈফ, আস্ সুনান- ৫/১৮৩।*

[৭০] *সহীহ মুসলিম- হা: ৬/৬, আস্ সহীহ- ১/১২।*

"তিনি জন্মলগ্ন থেকেই পুরো কুরআন জানতেন এবং পাঠ করতেন।"[৭১]

এ কথা শুধু মিথ্যাই নয়, কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾

"আর এভাবে আমরা আপনার প্রতি আমাদের নির্দেশ থেকে রূহ্কে ওয়াহী করেছি, আপনি তো জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি।"[৭২]

আমাদের ধর্মীয় সমাজে বহুল প্রচলিত কথা আছে–

لولاك لما خلقت الأفلاك.

"আপনি (মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)) না হলে আমি আসমান-জমিন বা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না।"

আল্লামা সাগানী, মোল্লা 'আলী ক্বারী 'আবদুল হাই লাখনাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এক বাক্যে কথাটিকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ এ শব্দে এ বাক্য কোনো হাদীসের গ্রন্থে, কোনো প্রকার সনদে বর্ণিত হয়নি।[৭৩]

'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "আদম ('আলাইহিস্ সালাম) যখন (নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে) ভুল করে ফেলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেন : হে প্রভু! আমি মুহাম্মাদের হক্ব (অধিকার) দিয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম! তুমি কিভাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে চিনলে, আমি তো এখনো তাঁকে সৃষ্টিই করিনি? তিনি বলেন, হে প্রভু! আপনি যখন নিজ হাতে আমাকে সৃষ্টি করেন এবং আমার মধ্যে আপনার রূহ্ ফুঁ দিয়ে প্রবেশ করান, তখন আমি মাথা তুলে দেখলাম আরশের খুঁটিসমূহের উপর লিখা রয়েছে– 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' এতে আমি জানতে পারলাম যে, আপনার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি বলেই আপনি আপনার নামের সাথে তাঁর নামকে সংযুক্ত করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম! তুমি ঠিকই বলেছ। তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। তুমি আমার কাছে তার হক্ব (অধিকার) দিয়ে চেয়েছ, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) না হলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।"[৭৪]

হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল, এ জন্য ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে মাউযূ' বলে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম বাইহাক্বী হাদীসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।[৭৫]

এ মর্মে আরেকটি য'ঈফ হাদীস ইবনু 'আব্বাস সূত্রে বর্ণিত।

"আল্লাহ তা'আলা 'ঈসা ('আলাইহিস্ সালাম)-এর প্রতি ওয়াহী প্রেরণ করে বলেন, তুমি মুহাম্মাদের উপরে ঈমান আনয়ন করো এবং তোমার উম্মাতের যারা তাঁকে পাবে তাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ প্রদান করো। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) না হলে আদমকে সৃষ্টি করতাম না। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) না হলে জান্নাত ও জাহান্নামও সৃষ্টি করতাম না। আমি পানির উপরে আরশ সৃষ্টি করেছিলাম। তখন আরশ কাঁপতে শুরু করে। তখন আমি তার উপরে লিখলাম; লা- ইলাহা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ফলে তা শান্ত হয়ে যায়।[৭৬]

ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এটি ইবনু 'আব্বাসের নামে বানানো জাল হাদীস।[৭৭]

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বড় করতে যেয়ে তাঁর জীবনাদর্শ থেকে ছিটকে পড়ে ভিত্তিহীন ও অমূলক ধ্যান-ধারণার অনুসারী হচ্ছি। অথচ মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

"আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ এবং মানুষকে এ জন্যেই যে, তারা কেবল আমার 'ইবাদত করবে।"[৭৮]

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾

"আর আপনার মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনি আপনার রবের 'ইবাদত করুন।"[৭৯]

মহান আল্লাহর সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তাঁর 'ইবাদত করা যা নাবী-রাসূলগণ তা থেকে পরিত্রান পাননি এবং

---

[৭১] *'আবদুল হাই লাখনবী, আল আসার- পৃ: ৩৮।*

[৭২] *সূরা আশ্ শূরা- ৪২ : ৫২।*

[৭৩] *আল্লামা সাগানী, আল মাউদু'আত- পৃ: ৫২; মোল্লা ক্বারী, আল আসরার- পৃ: ১৯৪; শাওকানী, আল ফাওয়াইদ- ২/৪৪১; 'আবদুল হাই লাখনবী, আল আমারুল মারফূয়া- পৃ: ৪৪।*

[৭৪] *হাকিম, আল মুস্তাদরাক- ২/৬৭২।*

[৭৫] *ড. খোন্দকার 'আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি- পৃ: ৩০৭।*

[৭৬] *হাকিম, আল মুস্তাদরাক- ২/৬৭১।*

[৭৭] *যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল- ৫/২৯৯; ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান- ৪/৩৫৪।*

[৭৮] *সূরা আয্ যা-রিয়া-ত ৫১ : ৫৬।*

[৭৯] *সূরা আল হিজ্র ১৫ : ৯৯।*

তাঁরা আমৃত্যু মহান আল্লাহর 'ইবাদত করেছেন এবং করার নির্দেশ দিয়েছেন।

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ﴾

"আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করো এবং তাগূতকে বর্জন করো।"[৮০]

অতএব মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেননি বরং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-সহ সমস্ত নাবী-রাসূলগণকে একমাত্র মহান আল্লাহর 'ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। "নূর মুহাম্মাদীই প্রথম সৃষ্টি" বিষয়টি বর্তমান মুসলিম সমাজে, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে বিতর্ক ও হানাহানির অন্যতম বিষয়। আরবী ভাষায় "নূর" (نور) শব্দের অর্থ আলো, আলোকচ্ছটা, উজ্জ্বলতা (Light, Ray of Light, Brightness)। আসলে কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরি ছিলেন? বিষয়টি নিয়ে কুরআন এবং হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾

"বলুন, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওয়াহী করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একজন।"[৮১]

আরো বলেন :

﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُوْلًا﴾

"বলুন, 'পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো হচ্ছি শুধু একজন মানুষ রাসূল'।"[৮২]

উক্ত আয়াতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন মানুষ। আর মানুষ হলো মাটির তৈরি। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ﴾

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ।"[৮৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾

"নিশ্চয়ই আদম-'ঈসার মতো আল্লাহ তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন।"[৮৪]

হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটির তৈরি। যেমন-

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ».

"'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ফেরেশ্তাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জিন্ জাতিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই সমস্ত সিফাত দ্বারা, যে সিফাতে তোমাদের ভূষিত করা হয়েছে। অর্থাৎ- মানব জাতিকে মাটি ও পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৮৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে–

وَالنَّاسُ بَنُوْ آدَمَ، وَخَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ.

মানুষ আদমের সন্তান আর আল্লাহ আদম ('আলাইহিস্ সালাম)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।[৮৬]

অতএব মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটির তৈরি এই 'আক্বীদাই পোষন করতে হবে। জাগতিক জীবনে তিনি আমাদের মতো মানুষ ছিলেন। কিন্তু ইসলামী শরী'আতের হুকুম-আহকাম পালনের ক্ষেত্রের ওয়াহী বা প্রত্যাদেশের অনুসরণ করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ○ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى﴾

"আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না, তাতো কেবল ওয়াহী, যা তার প্রতি ওয়াহীরূপে প্রেরিত হয়।"[৮৭]

কুরআন কারীমে বারবার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে "বাশার" বা মানুষরূপে ঘোষণা করা হয়েছে।

---

[৮০] *সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ৩৬।*
[৮১] *সূরা আল কাহ্ফ ১৮ : ১১০।*
[৮২] *সূরা বানী ইসরা-ঈল ১৭ : ৯৩।*
[৮৩] *সূরা আর্ রূম ৩০ : ২০।*
[৮৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৫৯।*
[৮৫] *মুসলিম- হা: ২৯৯৬, ২/৪১৩ পৃ:, ই. ফা. বাং., হা: ৭২২৫।*
[৮৬] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা: ৩২৭০ন, সহীহ।*
[৮৭] *সূরা আন্ নাজম ৫৩ : ৩-৪।*

রাফে' ইবনু খাদীজ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেছেন : নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মাদীনায় আগমন করলেন, তখন মাদীনার লোকেরা খেজুর গাছ "তালি" লাগাবার কাজ করছিল। নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা একি করছ? উত্তরে তারা যা করছিল, তার ব্যাখ্যা করল। নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তোমরা এই কাজ না করলে তোমাদের পক্ষে ভালই হবে বলে মনে হয়। অর্থাৎ- (নিরুৎসাহিত করেছেন) অতঃপর লোকেরা তা পরিত্যাগ করল। কিন্তু এটার ফলে এই হলো যে, ফলন অত্যন্ত কম হলো। হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন যে, লোকেরা রাসূলের নিকট এই ব্যাপারে উল্লেখ করল। তখন তিনি বললেন : আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আমি যখন দীন সম্পর্কীয় ব্যাপারে কোন নির্দেশ তোমাদেরকে দেই, তখন তোমরা তা পুরাপুরি মেনে নিও, আর যখন নিজের ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে তোমাদের কিছু বলি, তখন আমি একজন মানুষ বৈ আর কিছু নই।[৮৮]

অতএব এই হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ছিলেন দীনের নাবী, মানুষ নাবী। কিন্তু "নূর"-এর নাবী নয়। "নূর মুহাম্মাদী প্রথম সৃষ্টি" অর্থে নিম্নের হাদীসটি সমাজে বহুল প্রচলিত–

«أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ نورى».

"আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।"

সুদীর্ঘ হাদীসটির সার সংক্ষেপ হলো, জাবির (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রশ্ন করেন, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কী সৃষ্টি করেন? উত্তরে তিনি বলেন :

«أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ نور نَبِيِّكَ من نوره».

"সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা তোমার নাবীর নূরকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেন।"

এ নূরকে বিভিন্ন..... ভাগে ভাগ করে তা থেকে আরশ, কুরসী, লাওহ, কলম, ফেরেশ্তা, জিন্, ইনসান এবং সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়।.....

এ হাদীসটির অর্থ ইতোপূর্বে উদ্ধৃত সহীহ মুসলিমের হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নূর হতেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে সৃষ্টির মধ্যে ক্ষতিকর প্রাণী যেমন- বনের শুকর, সাপ, বাঘ, সিংহ, বিছা, জীবানু ও অন্যান্য ক্ষতিকারক জীব। তবে তা কেন আমরা হত্যা করি। যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে মিথ্যা কথা বলার বা যা শুনব তাই বলার অনুমতি থাকত তাহলে আমরা তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতাম ও বলতাম। কিন্তু যেহেতু তা ইসলাম আমাদেরকে অধিকার দেয়নি, তাই বাধ্য হয়ে আমরা প্রতিবাদ করছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নূরকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে বা তাঁর নূর থেকে বিশ্ব বা অন্যান্য সৃষ্টিকে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থে যা কিছু প্রচলিত সবই ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও মিথ্যা।[৮৯]

'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা), 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) ও অন্যান্য সাহাবী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত–

«إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْقَلَمَ.....».

"আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম 'কলম' সৃষ্টি করেন.....।"[৯০]

এ সকল হাদীস ইমাম আহমাদ, আত্ তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস বিভিন্ন সনদে সংকলন করেছেন।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় সর্বপ্রথম সৃষ্টি "কলম"। "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূর দ্বারা সৃষ্টি" এ অর্থে বর্ণিত ও প্রচলিত সকল হাদীসই বানোয়াট।[৯১]

একজন তাওহীদবাদী মুসলিমের চেতনা হলো তাঁর পছন্দ-অপছন্দ ও অভিরুচি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সমর্পিত। এরই নাম ইসলাম। মুসলিম যখন হাদীসের কথা শুনেন তখন তাঁর একটি মাত্র বিবেচ্যঃ হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে কি-না। হাদীসের অর্থ তাঁর মতের বিপরীত বা পক্ষে তা নিয়ে তিনি চিন্তা করেন না বরং নিজের মতকে হাদীসের অনুগত করে নেন। আর পথভ্রষ্টদের পরিচয় যে, তারা নিজেদের অভিরুচি অনুসারে কোনো কথাকে গ্রহণ করে। এরা কোনো কথা শুনলে তার অর্থ নিজের পক্ষে কি-না তা দেখে। এরপর বাতুল যুক্তিতর্ক দিয়ে তা সমর্থন করে। আর বিপক্ষে গেলে তা যত সহীহ বা কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশই হোক তা পরিত্যাগ করে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, মহানাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মতো মাটির মানুষ ছিলেন। তিনি নূর-এর সৃষ্টি বা তাঁর নূর থেকে সারাজাহান সৃষ্টি এটা ভ্রান্ত 'আক্বিদাহ্। এই মিথ্যা 'আক্বিদাকে পরিহার করা উচিত। ###

[৮৮] *সহীহ মুসলিম।*

[৮৯] *হাদীসের নামে জালিয়াতী- ড. আঃ জাহাঙ্গীর, পৃ: ২৫৮-২৫৯।*

[৯০] *আহমাদ- হা: ২২৭০৫, আত্ তিরমিযী, সুনান আবূ দাউদ।*

[৯১] *হাদীসের নামে জালিয়াতী- ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃ: ৩৪১।*

أفكار اجتماعية \ mgvRwPšv

বিবাহের ক্ষেত্রে বর, কনের প্রত্যাশিত গুণাবলী

–মনিরা বিনতু আবূ তালেব*

(ক) স্ত্রীর মাঝে যে সমস্ত গুণাবলী থাকা মুস্তাহাব :

১. দীনদার হওয়া : আল্লাহ তা'আলার বাণী–

﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾

"মু'মিন কৃতদাসী মুশরিকা নারী হতে উত্তম, যদিও তারা তোমাদেরকে আশ্চর্যান্বীত করে।"[৯২]

রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

"فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ".

"তুমি দীনদারীতার মাধ্যমে কামীয়াবী হবে। তোমার হাত ধুলায় ধূসরিত হোক।"[৯৩]

২. দ্বীনদারীতার সাথে একত্র করবে : সৌন্দর্য, বংশ এবং মাল। আর এটাই উত্তম। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

"تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ".

"মহিলাকে চারটি বিষয় দেখে বিবাহ করবে : তার সম্পদ, তার সৌন্দর্য, তার বংশ এবং তার দীনদারীতা। অতঃপর তুমি দীনদারীতাকে প্রাধান্য দিবে। তোমার হাত ধূলায় ধূসরিত হোক।"[৯৪]

৩. স্নেহময়ী ও কোমলময়ী হওয়া : রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

«خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِيْ صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِيْ ذَاتِ يَدِهِ».

"কুরাইশ সৎ কর্মশীল নারীদের থেকে উটে আরোহী নারীগণ উত্তম। তার ছোট বাচ্চাদের প্রতি যত্নবান এবং তার স্বামীর সম্পত্তির প্রতি দায়িত্বশীল।"[৯৫]

৪. কুমারী হওয়া : রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)-কে বললেন, যখন তিনি বিবাহ করেছেন–

«أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟»، قُلْتُ : ثَيِّبًا، قَالَ : «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ».

"তুমি কি কুমারীকে বিবাহ করেছ না-কি বিধবা? সে বলল : বিধবা। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : যদি তুমি কুমারী বিবাহ করতে তাহলে তুমি তার সাথে খেলাধুলা করতে এবং সেও তোমার সাথে খেলাধুলা করত।"[৯৬]

তবে কোনো কারণে বিধবাকে বিবাহ করা যাবে। যেমন- সৎ লোকের সাথে সম্পর্ক করার জন্য, স্বামীর মৃত্যুর কষ্ট দূর করার জন্য অথবা ইয়াতীমের সাহায্য করার জন্য এবং এর অনুরূপ কোন কিছু।

৫. সুন্দর, আনুগত্যশীল এবং আমানতদারী হওয়া : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)'র হাদীস–

قَالَ : قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ : «الَّتِيْ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيْعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ».

"রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হলো উত্তম মহিলা কারা? তিনি বললেন : যার দিকে তাকালে আনন্দ দেয়, আদেশ করলে আনুগত্য করে এবং বিপরীত কোন কাজ করে না যা সে অপছন্দ করে তার নিজের ক্ষেত্রে এবং তার মালের ক্ষেত্রে।"[৯৭]

৬. প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী হওয়া : মা'কাল ইবনু ইয়াসার হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ».

"তোমরা অধিক স্বামী প্রিয়া এবং অধিক সন্তান প্রসবকারীণী মহিলাকে বিবাহ করো। কেননা, আমি তোমাদের উম্মাতের আধিক্যতা নিয়ে গর্ব প্রকাশ করব।"[৯৮]

---

* *ছাত্রী, বালিকা শাখা, শ্রেণী : সানাবিয়া, ২য় বর্ষ, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়্যাহ, মহিলা শাখা, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

[৯২] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২১।*

[৯৩] *সহীহুল বুখারী- হা: ৫০৯০।*

[৯৪] *সহীহুল বুখারী- হা: ৫০৯০, সহীহ মুসলিম- হা: ১৪৬৬।*

[৯৫] *সহীহুল বুখারী- হা: ৫০৮২, সহীহ মুসলিম- হা: ২৫২৭।*

[৯৬] *সহীহুল বুখারী- হা: ৫০৭৯, সহীহ মুসলিম- হা: ৭১৫।*

[৯৭] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা: ৬৮/৬, হা: ৩২৩১, হাসান সহীহ ও মুসনাদ আহমাদ- হা: ৭৩৭৩, মা: শা:, হা: ৭৪২১।*

[৯৮] *সুনান আবূ দাঊদ- হা: ২০৫০, হাসান সহীহ, সুনান আন্ নাসায়ী- হা: ৬৫/৬, হা: ৩২২৭ এবং অন্যান্যগুলোতে।*

(খ) পুরুষের মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলী থাকা মুস্তাহাব :

১. দীনদার হওয়া : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾

"মু'মিন কৃতদাস মুশরিক পুরুষ হতে উত্তম। যদিও তারা তোমাদেরকে মুগ্ধ করে।"[৯৯]

২. মহান আল্লাহর কিতাব থেকে পরিমাণ মতো বহণ করা : অবশ্যই রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাহাবীদের মধ্য হতে এক লোককে কুরআনের বিনিময়ে বিবাহ করিয়ে ছিলেন।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ) قَالَ : أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : "مَا لِيْ فِيْ النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ". فَقَالَ رَجُلٌ : زَوِّجْنِيْهَا. قَالَ "أَعْطِهَا ثَوْبًا". قَالَ : لَا أَجِدُ. قَالَ : "أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ". فَاعْتَلَّ لَهُ. فَقَالَ : "مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟". قَالَ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ : "فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".

সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে বলল যে, সে নিজেকে আল্লাহ এবং রাসূলের জন্য উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (এ কথা শুনে) নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : আমার কোন মহিলার দরকার নেই। এক লোক তাঁকে [নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে] বলল, তাকে আমার কাছে বিবাহ দিন। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন : তুমি তাকে একটি কাপড় (মাহরস্বরূপ) দাও। লোকটি বলল, আমার এ সামর্থ্য নেই। তিনি [(সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)] বললেন, (তাকে অন্তত কিছু একটা দাও,) এমনকি একটি লোহার আংটিও যদি হয়। এবারেও লোকটি পূর্বের ন্যায় অপারগতা প্রকাশ করল। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে প্রশ্ন করলেন : তোমার কতটুকু কুরআন মুখস্ত আছে? সে জবাবে বলল, কুরআনের অমুক অমুক অংশ আমার মুখস্ত আছে। তখন নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্ত আছে এর বিনিময় তোমার নিকট এ মহিলাটিকে বিয়ে দিলাম।[১০০]

৩. الباءة-এর সামর্থ্য থাকা : আর الباءة দুই প্রকার। (১) মহিলাদের সাথে সহবাস করার সামর্থ্য থাকা। (২) বিবাহের অন্যান্য বিষয় এবং জীবন-যাপনের দায়িত্বের সামর্থ্য থাকা। অবশ্যই নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুবকদের মধ্য হতে যাদের الباءة-এর সামর্থ্য রয়েছে তাদেরকে বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন এবং তিনি ফাতিমাহ্ বিনতু ক্বাইসকে বললেন :

أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لَا مَالَ لَهُ.

"অবশ্যই মু'আবিয়্যাহ্ কৃপন লোক, তার কোন মাল নেই।"[১০১]

৪. মহিলাদের প্রতি কোমলময়ী হওয়া : অবশ্যই নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবূ জাহম-এর অবস্থা সম্পর্কে বলেন,

أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، «انْكِحِيْ أُسَامَةَ».

"আবূ জাহম এমন এক লোক সে তার কাঁধ থেকে কখনো লাঠি রাখে না। বরং তুমি 'উসামাহ্কে বিবাহ করো।"[১০২]

৫. তাকে দেখলে মহিলা খুশি এবং আনন্দিত হয় : তাদের উভয়ের মাঝে মনোমালিন্য হয় না। এমনকি তারা স্বামীর সাথে নাফরমানি করে না।

৬. বন্ধা বা বিকলঙ্গ না হওয়া : সন্তানের শ্রেষ্ঠত্বের মাঝে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে যদি কোন অভিযোগের মাঝে এসে যায়। তাহলে তা প্রাধান্য দেওয়া হবে।

৭. মহিলাদের সমকক্ষ হওয়া : الكفاءة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– বরাবর হওয়া এবং অনুরূপ হওয়া। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

(১) দীনের ক্ষেত্রে বরাবর হওয়া : আর তা বিবাহের মধ্যে গণ্য করা হবে। বরং তা বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত করা হয়েছে।

---

[৯৯] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২১।*

[১০০] *সহীহুল বুখারী- হা: ৫০২৯, আঃ প্রঃ, হা: ৪৬৫৫, ইঃ ফাঃ বাং, হা: ৪৬৫৯, সহীহ মুসলিম- হা: ১৪২৫।*

[১০১] *সহীহ মুসলিম- হা: ১৪৮০, সুনান আন্ নাসায়ী- হা: ৩২৪৫, সুনান আবূ দাউদ- হা: ২২৮৪।*

[১০২] *সহীহ মুসলিম- হা: ১৪৮০, সুনান আন্ নাসায়ী- হা: ৩২৪৫, সুনান আবূ দাউদ- হা: ২২৮৪।*

উলামাগণ একমত পোষন করেছেন যে, কোন মু'মিন মহিলার জন্য কোন কাফিরকে বিবাহ করা এবং তার সাথে সহবাস করা বৈধ হবে না।

অনুরূপভাবে কোন মুসলিমের জন্য কোন ফাসিক পুরুষ এর দাসীকে বিবাহ করা উচিত হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿الْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾

"চরিত্রহীনা নারী চরিত্রহীন পুরুষদের জন্য, আর চরিত্রহীন পুরুষ চরিত্রহীনা নারীদের জন্য, চরিত্রবতী নারী চরিত্রবান পুরুষের জন্য, আর চরিত্রবান পুরুষ চরিত্রবতী নারীর জন্য।"[১০৩]

এটা বিশুদ্ধ বিবাহের ক্ষেত্রে শর্ত করা হবে না।

(২) বংশের ক্ষেত্রে বরাবর হওয়া : এটা জমহুরে উলামাগণ-এর নিকট অগ্রগণ্য। তবে ইমাম মালেক এর বিপরীত করেছেন।

(৩) মালের ক্ষেত্রে বরাবর হওয়া : আল্লাহ বলেন,

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

"পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন। আর এজন্য যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে।"[১০৪]

এটা ইমাম হানীফাহ্ এবং ইমাম হাম্বল-এর নিকট অগ্রগণ্য এবং ইমাম শাফে'য়ী-এর উক্তি।

(৪) স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বরাবর হওয়া : আর এটা জমহুরে উলামার নিকট অগ্রগণ্য। কিন্তু ইমাম মালিক-এর বিরোধীতা করেছেন।

(৫) দক্ষতা এবং কর্মের ক্ষেত্রে বরাবর হওয়া : এটা ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম আবূ হাম্বল এবং ইমাম শাফে'য়ী-এর নিকট অগ্রগণ্য।

(৬) দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া : ইমাম মালিক, ইমাম শাফে'য়ী এবং হানাবীলা থেকে ইবনু আ'ক্বীল-এর নিকট অগ্রগণ্য। ###

[১০৩] *সূরা আন্ নূর ২৪ : ২৬।*
[১০৪] *সূরা আন্ নিসা ৪ : ৩৪।*

মনির খনি

- আবূ সুফিয়ান (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করল, তিনি [অর্থাৎ- নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)] তোমাদের কি হুকুম করেন? আবূ সুফিয়ান বলেন, আমি বললাম, তিনি [নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)] বলেন : তোমরা এক আল্লাহর 'ইবাদত করো; তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক করো না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা বলেছে তা পরিত্যাগ করো। তিনি আমাদেরকে নামায, সত্যবাদীতা, পবিত্র জীবন-যাপন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা ইত্যাদি কাজের নির্দেশ দেন।
- আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদের বললেন : অচিরেই তোমরা এমন এক ভূ-খণ্ড জয় করবে, যেখানে কীরাতের আলোচনা হতে থাকবে।

  অপর এক বর্ণনায় আছে– অচিরেই তোমরা মিসর জয় করবে, যেখানে কীরাতের নাম করা হয়। অতএব সেখানকার বাসিন্দাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। কেননা তাদের জন্য যিম্মাদারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে– যখন এটা তোমরা জয় করবে তখন সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি ইহসান করো। কেননা তাদের মধ্যে যিম্মাদারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে।
- আল্লাহ তা'আলা এমন স্ত্রীলোকের নামায কবুল করেন না, যে এই মাসজিদে আসার জন্য সুগন্ধী মেখেছে যে পর্যন্ত না সে ফিরে গিয়ে অপবিত্রতার গোসলের ন্যায় গোসল করে। *(সুনান আবূ দাঊদ)*

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

اياكم وَالْقَوْل فِيْ دين الله تَعَالَى بِالرَّأْيِ عَلَيْكُم بِاتِّبَاع السّنة فَمن خرج عَنْهَا ضل.

"সাবধান! তোমরা মহান আল্লাহর দীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাকো। সকল অবস্থাতেই সুন্নাহর অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।" *(শা'রানী- মীযানে কুবরা- ১/৯ পৃ:, মুস্তাদরাক হাকিম- ১/১৫)*

قصص الحديث \ Kvmvmj nv`xm

নিজ কন্যাকে তার স্বামী সম্পর্কে উপদেশ দেয়া

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বহু দিন ধরে উৎসুক ছিলাম যে, আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর নিকট জিজ্ঞেস করব, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে কোন্ দু'জন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করতে, কেননা তোমাদের অন্তরও (অন্যায়ের দিকে) ঝুঁকে পড়েছে"[১০৫]। অবশেষে তিনি হাজ্জের জন্য রওয়ানা হলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গী হলাম। (পথে) তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলেন, আমিও তার সাথে একটি পাত্রে পানি পরিপূর্ণ করে নিয়ে গেলাম। তিনি প্রয়োজন সম্পন্ন করে ফিরে এলেন, আমি ওযূর পানি তাঁর হাতে ঢেলে দিতে লাগলাম আর তিনি ওযূ করতে থাকলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে কোন্ দু'জন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করতে, কেননা তোমাদের অন্তর ঝুঁকে পড়েছে"[১০৬]।

তিনি বলেন, হে ইবনু 'আব্বাস! তোমার প্রশ্নে অবাক হচ্ছি। তারা ছিল 'আয়িশাহ্ ও হাফসাহ্। অতঃপর 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হাদীস বর্ণনা করতে থাকলেন এবং বললেন, আমি এবং উমাইয়াহ্ ইবনু যায়েদ সম্প্রদায়ের আমার এক আনসারী প্রতিবেশী যারা মাদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করতেন। আমরা পালাক্রমে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতাম। সে একদিন নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে যেত এবং আমি অন্য দিন যেতাম। যখন আমি যেতাম, আমি সারাটা দিন যাকিছু ঘটত, ওয়াহী অবতীর্ণ এবং অন্যান্য যা কিছু, সব সংবাদ তাকে দিতাম এবং সেও অনুরূপ সংবাদ আমাকে দিত। আমরা কুরাইশরা নিজেদের স্ত্রীলোকদের উপর প্রভাবশালী ছিলাম। কিন্তু আমরা যখন আনসারদের মধ্যে আসলাম, তখন দেখতে পেলাম, তাদের স্ত্রীগণই তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। অতঃপর আমাদের স্ত্রীরাও আনসারদের স্ত্রীগণের রীতি-নীতি গ্রহণ করল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি 'নারাজ' হলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে তাকে কিছু বললে সেও পাল্টা জবাব দিলো। সে আমার মুখে মুখে তর্ক করবে এটা আমি অপছন্দ করলাম। সে বলল, আমি আপনার কথার পাল্টা জবাব দিচ্ছি, তা আপনি অপছন্দ করছেন কেন? আল্লাহর শপথ! নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণ তাঁর কথার প্রতি উত্তর দিয়ে থাকেন এবং তাদের কেউ কেউ আবার পূর্ণ একটা দিন, এমনকি রাত পর্যন্ত তার প্রতি অভিমান করে কাটিয়ে দেন। একথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং তাকে বললাম, তোমাদের মাঝে যে এরূপ করেছে তার সর্বনাশ হয়েছে। এরপর আমি পোশাক পরিধান করলাম, অতঃপর হাফসার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম এবং তাকে বললাম, হে হাফসাহ্! তোমাদের মধ্যে কেউ কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সারাদিন এমনকি রাত পর্যন্ত অসন্তুষ্ট করে রাখে? সে জবাব দিলো, হ্যাঁ! আমি বললাম, সে তো ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। তোমরা কি বেপরোয়া হয়ে গেছ যে, প্রিয় রাসূলের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ তা'আলা তার সে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন এবং পরিণামে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে? সুতরাং নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট কোন জিনিস অতিরিক্ত দাবি করো না তাঁর কথার প্রতি উত্তর করো না এবং তাঁর সাথে (অভিমান করে) কথা বলা বন্ধ করো না। তোমার যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে আমার নিকট চেয়ে নিও এবং স্বীয় প্রতিবেশিনীর অনুকরণে অহঙ্কার করো না। কেননা, সে তোমার চেয়ে বেশী রূপবতী এবং রাসূলের নিকট প্রিয়। (এখানে) প্রতিবেশিনী দ্বারা 'আয়িশাহ্কে বুঝানো হয়েছে। 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) আরো বললেন, এ সময় আমাদের মধ্যে গুঞ্জন হতে লাগল যে, (সিরিয়ার) গাস্সান সম্প্রদায় আমাদের উপর আক্রমণ চালাবার

★ *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[১০৫] *সূরা আত্ তাহ্রীম : ৪।*

[১০৬] *সূরা আত্ তাহরীম : ৪।*

জন্য তাদের ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। আমার আনসার সঙ্গী তার পালার দিন নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে হাজির থেকে রাতে ফিরে এসে আমার দরজায় খুব জোরে আঘাত করল এবং প্রশ্ন করল, আমি ঘরে আছি কি না? আমি ভীত হয়ে তার নিকট বেরিয়ে এলাম। সে বলল, আজ এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম, তা কি? গাস্সানীরা এসে গেছে? সে বলল, না, বরং তার চেয়েও সাংঘাতিক ও ভয়ংকর ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন। আমি বললাম, হাফসাহ্ তো ধ্বংস হলো, ব্যর্থ হলো। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম যে, খুব শীঘ্রই এ ধরনের কিছু একটা ঘটবে। এরপর আমি পোশাক পরিধান করলাম এবং ফজরের নামায নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আদায় করলাম। নামায শেষে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাচানে আরোহণ করলেন এবং সেখানে একাকী বসে রইলেন। আমি হাফসার নিকট গেলাম তখন সে কাঁদছিল। আমি প্রশ্ন করলাম, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে এ ব্যাপারে আগেই সতর্ক করিনি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন? সে বলল, আমি জানি না। তিনি মাচানের উপরে একাকী আছেন। আমি সেখান হতে বেরিয়ে এসে মিম্বারের নিকট আসলাম যেখানে একদল লোক বসা ছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁদছিল। আমি তাদের নিকট কিছুক্ষণ বসলাম, কিন্তু আমার অন্তর উদ্ভুত পরিস্থিতিতে অসহ্য হয়ে পড়ছিল।

সুতরাং যে মাচানে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবস্থান করছিলেন আমি সেখানে গিয়ে তাঁর কালো গোলামকে বললাম। 'উমারের জন্য প্রবেশের অনুমতি চাও। সে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর ফিরে এসে বলল, আমি নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে কথা বলেছি এবং আপনার কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রয়েছেন। আমি ফিরে আসলাম এবং যেখানে মিম্বারের নিকট একদল লোক বসা ছিল, সেখানে বসলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে অসহ্য করে তুলেছে। তাই আবার এসে গোলামকে বললাম, 'উমারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করো। সে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমি তাঁর কাছে আপনার কথা বলেছি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রয়েছেন। আমি আবার ফিরে এসে মিম্বারের নিকট উপবিষ্ট লোকদের সাথে বসলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে অসহ্য করে তুলল। আবারো আমি এসে গোলামকে বললাম, 'উমারের জন্য প্রবেশের অনুমতি চাও। সে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমি আপনার কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেননি। যখন আমি ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি, এমন সময় সে আমাকে ডেকে বলল, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর আমি রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট প্রবেশ করলাম, তিনি খেজুর পাতার চাটাইর ওপরে শুয়ে আছেন এবং তাতে কোন চাদর বিছানো ছিল না। তাঁর শরীরে চাটাইর দাগ স্পষ্ট হয়ে রয়েছে এবং তিনি খেজুর গাছের পাতা ভর্তি একটি বালিশে ভর দিয়ে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং দাঁড়ানো অবস্থায়ই বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার। এরপর আমি দাঁড়ানো অবস্থায়ই পরিবেশ হালকা করার উদ্দেশ্যে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি মেহেরবানী করে আমার কথার দিকে একটু মনোযোগ দিতেন। আমরা কুরাইশরা নারীদের উপর দাপট খাটাতাম। কিন্তু আমরা মাদীনায় আসার পর দেখলাম যে, এখানকার নারীরা পুরুষদের অধীন করে রেখেছে। (একথা শুনে) নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুচকি হাসলেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আমার কথা একটু খেয়াল করে শুনতেন। আমি হাফসার নিকট গেলাম এবং তাকে বললাম, তুমি তোমার সঙ্গীনীর ('আয়িশার) অনুকরণে অভিমানী হয়ো না। সে তোমার চেয়ে অধিক রূপবতী এবং নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট অধিক প্রিয়। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুনরায় মুচকি হাসলেন। আমি তাঁকে হাসতে দেখে বসে পড়লাম। এরপর আমি তাঁর ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। আল্লাহর শপথ! আমি তার ঘরে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পেলাম না, তিনটি চামড়া ব্যতীত। *[পরবর্তী অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

ركن العلوم والتكنولوجيا \ weAvb I chw Kbvi

প্রাচ্য ও আরব মুসলিম বিজ্ঞানীদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার

জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখায় আজকের ইউরোপীয়রা অনেক এগিয়ে গিয়েছে। আমাদের প্রাচ্যও এর চাইতে কম কিছু অবদান রাখেনি। তবে এটি স্বীকার করলে ভুল কিছু হবে না যে, আজকের ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার কিংবা আমাদের আধুনিক প্রযুক্তির যে উৎকর্ষতা সাধিত হচ্ছে তার বেশিরভাগের পেছনেই আরব বিজ্ঞানীদের নানা অবদান রয়েছে। আজ থেকে কয়েক পর্বের মাধ্যমে তাদের সে অবদানের কথা জানানো হবে আপনাদের :

১) ইলেকট্রনিক টেপ মিউজিক : ১৯৪৪ সালে হালিম এল দাভ নামক এক ছাত্র প্রাচীন "যার" নামক উৎসবের কিছু সুর রেকর্ড করার জন্য তারযুক্ত রেকর্ডারের ব্যবহার করেন। এরপর তিনি ইলেকট্রনিক টেপ মিউজিকের উদ্ভাবন করেন। স্টুডিওর ইতিহাসে তিনি অন্যতম একজন সুরকার হিসেবে বিখ্যাত।

২) ওয়েব ব্রাউজারে ভিডিও হোস্টিং সার্ভিস : আপনার জানা আছে কি, ওয়েব ব্রাউজারের সাহায্যে ভিডিও হোস্টিং সার্ভিসের চিন্তা প্রথম যার মাথায় এসেছিল তিনি একজন বাংলাদেশী? তার নাম জাভেদ করিম, পেশায় একজন প্রকৌশলী। এছাড়াও তিনি ইউটিউবের একজন কো-ফাউন্ডার।

৩) আকাশছোঁয়া অট্টালিকা বা স্কাই স্ক্র্যাপার্স : স্থাপত্যবিদ্যার আইনস্টাইন কাকে বলা হয়ে থাকে জানেন? তিনিও একজন বাংলাদেশী, নাম ফজলুর রহমান খান। তিনি বিখ্যাত সিয়ার্স টাওয়ার এবং জন হ্যাংকক সেন্টারের নকশা করেন। কিন্তু সর্বপ্রথম স্কাই স্ক্র্যাপার্সের সূচনা হয় ১৬ শতকে, ইয়েমেনের সিভাম নামক শহরে।

৪) পে-চেক : আমরা যারা অফিসে কিংবা কোন কর্মস্থলে কাজ করে থাকি, মাস শেষে বেতন কিংবা পারিশ্রমিক পেলে খুশি হয়ে উঠি। এটাকে বলে পে-চেক। আপনার জানা আছে কি, আরবী "সাক্ক" নামক শব্দটি থেকে চেক শব্দটির উদ্ভব হয়েছে? এর মানে হচ্ছে, আপনি যে কাজটি করলেন তার পারিশ্রমিক লিখিতভাবে বুঝিয়ে দেয়া। পরবর্তীতে এটি সারাবিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে পে-চেক নামে।

৫) গ্রাফিক প্রসেসিং ইউনিট : হোসেইন ইয়াসায়ি সর্বপ্রথম থ্রি-ডি গ্রাফিক্সের জন্য প্রয়োজনীয় চিপ জিপিউ পাওয়ারভিআর এমবিএএক্স এর উদ্ভব করেন, যেটি বর্তমানে অ্যাপল ও স্যামসাং-এ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ২০১২ সালে প্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ইয়াসায়ি "নাইটহুড" খেতাব লাভ করেন।

[সূত্র : ইয়ামটয়িকস ডট কম]

ফেসবুক চ্যাটে অনলাইনে থাকুন নির্দিষ্ট কিছু বন্ধুদের সাথে

ইয়াহু, গুগলটক কিংবা স্কাইপের মতো সামাজিক যোগাযোগের অন্যতম সাইট ফেসবুকের চ্যাটিং ফিচারটিও অনেক জনপ্রিয়। দেখা আমাদের মধ্যে অনেকেই শুধুমাত্র ফেসবুকেই চ্যাট করি। এখন কথা হলো ফেসবুকে যাদের আমার মতো অজস্র বন্ধু রয়েছে। আর প্রায় একই সাথে ৫০-এর বেশি ফ্রেন্ড অনলাইনে থাকে তবে? পারবেন একসাথে সবার সাথে চ্যাট-এ সময় দিতে? আসলে পারা বা না পারা সেটা কথা নয়। ব্যাপার হলো, অনেক সময় এই চ্যাট অপশনটাই আপনার বিরক্তির কারণ হয়। যাহোক, সবার সাথে তো আর চ্যাট করার দরকার নাও হতে পারে। তাই কিছু সংখ্যক ফ্রেন্ডস যাদের সাথে কথা না বললে পেটের ভাত হজম হয় না (আমার ক্ষেত্রে), এমন ফ্রেন্ডসদের সাথে চ্যাট না করে থাকাটাও কটিন ব্যাপার। তাই আজকের পোষ্টটি সেভাবেই সাজানো 'ফেসবুকে কিভাবে নির্দিষ্ট কিছু বন্ধুদের কাছে অনলাইনে থাকবেন।'

এ কাজটি করতে চাইলে–

১. ফেসবুক একাউন্টে লগইন করে ডান দিকের চ্যাট উইন্ডোতে ক্লিক করুন > ক্লিক Friend Lists > যে বক্সটি ওপেন হবে সেখানের Type a list name list-এ পছন্দের একটি নাম লিখে দিন। তারপর Enter করুন। সাথে সাথে একটি নতুন লিষ্ট তৈরী হেয় যাবে। এই নতুন লিষ্ট এ আপনার পছন্দের বন্ধুদের এ্যাড করবেন। কিভাবে? চলুন দেখি–

২. আপনার নতুন তৈরী করা লিষ্টের ডান দিক থেকে Edit-এ ক্লিক করুন। কিছুক্ষনের মধ্যে আপনার সব ফেন্ডসদের লিস্ট সামনে চলে আসবে।

৫. বাকি যে ফ্রেন্ডসরা থাকল তারা সয়ংক্রীয়ভাবে Other Friends নামে একটি লিষ্টটে চলে যাবে Other Friends লিষ্টকে অফলাইন করে দিন। আপনি ইচ্ছা হলে মাঝে মাঝে তাদেরকেও অনলাইন দেখাতে পারবেন Other Friends লিষ্টকে অনলাইন করে দিয়ে।

তবে হ্যাঁ, আপনি শুধু বাকিদের থেকে চ্যাট এ অফলাইন হলেন এই মাধ্যমে। কিন্তু, আপনার স্টাটাস এ কমেন্ট, লাইক এবং ফেসবুক ম্যাসেজ-এর মাধ্যমে যোগাযোগ ঠিকই থাকবে। এটা শুধু, সরাসরি চ্যাটিং এর বিরক্তি থেকে আপনাকে মুক্তি দিবে।

খাবারের প্যাকেটও খাওয়া যাবে!

আমাদের দেশে অনেক চেষ্টা করেও প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা যায়নি। এর পেছনে আর্থিক লাভের বিষয় তো আছেই আরো আছে আমাদের বদঅভ্যাস। ব্যবসায়ী শ্রেণী এটা চালিয়ে যায় অতি মুনাফা লাভের আশায় আর সাধারণ মানুষ এটা পছন্দ করে দামে স্বল্পতা এবং বারবার ব্যবহারের সুবিধার জন্যে।

ফলে হাতল যুক্ত প্লাস্টিকের ব্যাগ দূর হলেও হাতল ছাড়া প্লাস্টিকের ব্যাগের ব্যবহার বেড়েছে আগের চেয়ে বহুগুণে! ফলে পরিবেশে দূষণের মাত্রা বেড়েছে অনেক গুণ। বেড়েছে জলাবদ্ধতা।

দিনকে দিন প্লাস্টিকের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। এদিকে যেমন খুব একটা নজর নেই সরকারের তেমনি নেই পরিবেশবাদীদেরও। আজকাল সুন্দরবন নিয়ে যতটা প্রতিবাদ আসছে তার দশ ভাগের একভাগ আওয়াজ যদি প্লাস্টিকের জন্যে উঠতো তবে আমাদের চারপাশের পরিবেশ আরো সুন্দর করা যেত।

উন্নত বিশ্বে এ ধরনের প্লাস্টিকের ব্যবহার খুবই নগণ্য। যাও আছে সেগুলো নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড মেনে প্রস্তুত হয় এবং ব্যবহারও হয় গুটিকয়েক জায়গায়। তারপরেও তারা চাচ্ছে প্লাস্টিকের ব্যবহার একেবারেই জিরো পর্যায়ে আনতে। একই সঙ্গে প্লাস্টিকের প্যাকেটের কারণে সৃষ্ট অপচয় রোধও একটা লক্ষ্য।

তাই আমেরিকার বিজ্ঞানীরা প্লাস্টিকের ব্যবহার বিশেষ করে খাবার প্যাকেটের ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবহার এবং প্লাস্টিকের কারণে খাদ্য অপচয় রোধে দুধের উপাদান দিয়ে তৈরি করেছে এক ধরনের প্যাকেজিং পেপার যা দেখতে হুবহু প্লাস্টিকের মতোই কিন্তু এটি খুবই স্বাস্থ্যসম্মত এবং খাওয়ার যোগ্য!

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই পড়েছেন এই প্যাকেট আপনি খেয়ে ফেলতে পারবেন। এটা প্রোটিনযুক্ত। ফলে খাবারের অপচয় রোধে এর বিকল্প নেই। কারণ আপনি পনির, মাখন বা এ ধরনের খাবারের প্যাকেট যখন প্লাস্টিক বা অন্য কোনো উপাদান দিয়ে করবেন তখন এই প্যাকেটে লেগে নষ্ট হয় অনেকটা খাবার। আর যদি আপনি পুরো প্যাকেটসহই খাবার খেতে পারেন তবে আর অপচয়ের সম্ভাবনা থাকবে না। একই সঙ্গে এটা পরিবেশ রক্ষা করবে। তাছাড়া বাঁচাতে পারবে সাধারণ কাগজও। কারণ চাইলে আপনি টি-ব্যাগ হিসেবেও একে ব্যবহার করতে পারবেন ফলে পুরো টি-ব্যাগই কিন্তু চায়ে পরিণত হবে। শুধু থেকে যাবে চা পাতা।

এমনিভাবে স্যুপের প্যাকেট বা অন্যান্য খাদ্যের প্যাকেট হিসেবেও চমৎকার বিকল্প হতে পারে এটা প্লাস্টিকের। এটা একদিকে যেমন পরিবেশ রক্ষা করবে তেমনি এটা প্লাস্টিকের চেয়ে ৫০০ গুণ ভালোভাবে খাবার সংরক্ষণ করে। এটা দারুন কার্যকর অক্সিজেন বা বাতাস রোধে। ফলে খাবার থেকে বাতাস দূরে রেখে এটা খাবারকে দীর্ঘ মেয়াদে ভালো রাখে।

তাই যদি এর ব্যাপক ব্যবহার করা যায় তবে পরিবেশ থেকে বিলুপ্ত হতে পারে প্লাস্টিকের মতো ক্ষতিকর বস্তু যা কাগজের বিকল্প হিসেবে রক্ষা করতে পারবে গাছকেও। একই সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যও থাকবে আগের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার রিসার্চারস এর বেশ কিছু গবেষক এই গবেষণায় অংশ নেন। তারা এর ব্যাপক ব্যবহারের জন্যে যা যা করার দরকার তা নিয়ে কাজ করছেন। যদি এর উৎপাদন খরচ তুলনামূলক কমানো যায় এবং এর উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজতরভাবে করা যায় তাহলে ভবিষ্যত পৃথিবীর জন্য তা হতে পারে বিরাট সুখবর।

সহজেই ডাউনলোড করুন ইউটিউব ভিডিও

অনলাইনে সরাসরি ভিডিও দেখার জটিলতা আছে অনেক। যেমন- নেট না থাকতে পারে, আছে বাফারিং এর শঙ্কা। এই দশা থেকে মুক্তি দিতে পারে ডাউনলোড করা ভিডিও। ইউটিউব থেকে কীভাবে ডাউনলোড করা যায় তার কৌশল বা উপায় জানি না অনেক। উপায় নিয়ে আর চিন্তা নেই। আসুন জেনে নেওয়া যাক ইউটিউব থেকে ভিডিও ডাউনলোডের সহজ উপায়–

১। প্রথমে ইউটিউবে যান। সেখানে আপনার পছন্দের ভিডিও সার্চ করে ওপেন করুন।

২। সেই ভিডিওটি চালান। এরপর ইউআরএল youtube.com-এ গিয়ে youtube শব্দটি থেকে শেষ তিনটি লেটার ube ডিলিট করে দিন। সঙ্গে সঙ্গে আপনি চলে যাবেন yout.com-এ।

৩। একটা নতুন পেজ ওপেন হতেই ভিডিও ফরম্যাটের(mp3/mp4) একটি অপশন আসবে। সেই সঙ্গে কোয়ালিটির অপশনও থাকবে। এর ঠিক নীচে লাল রঙের একটা ডট থাকবে। ওখানে গিয়ে ক্লিক করলেই ভিডিও ডাউনলোড হয়ে সেভ হয়ে যাবে।

সংকলনে : মো. মনিরুজ্জামান খান
এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), এমবিএ (এইচআরএম), ডিপ্লোমা ইন-আইসিটি] (সাংগঠনিক সম্পাদক, গাইবান্ধা জেলা শুব্বান।

شعر \ Kwe"v

তাওবাহ্

–মোঃ শফিকুল ইসলাম*

ফর্‌য নামায বাদ তুলিয়াছি দু'টি হাত
তোমারি পাক দরবার,
কত বড় পাপি আমি জান তুমি অন্তর্জামি
খুলে দাও ক্ষমার দুয়ার।
সৃজিলা শ্রেষ্ঠ করে ছেড়ে দিলা এই ধরে
গাই যেন তোমারি গান,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যাতে নাহি লাগে কোন মতে
হেসে খেলে বাঁচে যেন প্রাণ।
মাটির বক্ষ চিড়ে জন্মালা ধীরে ধীরে
হরেক শস্য তুমি তাই,
আমি অতি পাপী নাহি তোমায় জপি
শুধু খাই আর ঘুমাই।
আমি ভাবিনি কভু কত বড় তুমি প্রভু
কি করার আছে ধরে?
আমি ক্ষুদ্র অতি করি হাতজোড় মিনতি
ক্ষমা করো অভাগার তরে।
দোজখের সব দ্বার হারাম করো আমার
বেহেশ্‌তের দ্বার দাও খুলে,
তাওবাহ্ কবুল করে এই পাপীর তরে
ঈমানটা দান করো মূলে।
এই হাত পা মন ভাবে যেন সদাক্ষণ
তোমারি মহিমা অকুল,
অবশেষে পুনঃ বলি এই দু'টি হাত তুলি
তাওবাহ্ করো গো কবুল।

বাংলাদেশ জমঈয়ত আহলে হাদীস

–মোহাম্মদ খাশিউর রহমান বিন মনছুর আলী★

বাংলাদেশ জমঈয়ত আহলে হাদীস জীবন চলার পথ
আল্লাহ-নাবীর কথা করব প্রচার হবে না কখনো রদ
বাংলাদেশ জমঈয়ত আহলে হাদীস প্রকাশ পাচ্ছে যাচ্ছে যত দিন
মাদরাসাতুল হুদায় পড়া-লেখা করে মোরা প্রচার করব আল্লাহর মনোনিত দীন
সলাত, যাকাত আদায় করব মোরা করব ভালো কর্ম
জমঈয়ত করব প্রচার এতেই আছে সঠিক ধর্ম
যাচ্ছে দিন আসছে আলো বুঝছে মানুষ কোনটি ভালো কোনটি কালো
মুসলিম ভাইয়েরা
সকলে একত্রে হয়ে বলবো সুরে সুরে
জমঈয়তে থাকবো মোরা যাব না তো দূরে
বাংলাদেশ জমঈয়ত আহলে হাদীস এর আছে অনেক মাদরাসা
যাচ্ছে যতদিন বাড়ছে মানুষের মনে ভালোবাসা
বাংলাদেশ জমঈয়ত আহলে হাদীস এর আছে অনেক প্রতিষ্ঠান
মু'মিন, মুত্তাক্বী ভাইদের প্রতি মোদের আহ্বান
জান্নাত পাওয়ার আশায় করবেন আল্লাহর পথে দান।

আল্লাহর ঘর

–মোহাম্মদ আবু তালেব বিন মনছুর আলী★

মাসজিদ হলো মহান আল্লাহর ঘর
মু'মিন ব্যক্তিরা সেখানে 'ইবাদত করে রাতদিন ভর
মাসজিদ হোক না কেন তোমার মাটির বা দালান
ধনী, গরিব, ছোট, বড় সবার জন্যই তো সমান
মাসজিদ বড় হলে করবো না অহংকার
কঠিন হবে তোমার জন্য পুলসিরাত পার
তোমার উচিত হবে
সবার আগে এসে গ্রহণ করা প্রথম কাতার
তবেই তো সহজ হবে তোমার জন্য পুলসিরাত পার
মাসজিদে আসবে তুমি ভালো পোশাক পরে
করিবে না অহংকার ঈমান পড়বে না তো ঝরে
দিনে রাতে সলাত আদায় কর পাঁচ ওয়াক্ত
এটাই হলো অন্যতম মাধ্যম হওয়া আল্লাহর ভক্ত
মাসজিদে আদায় করো না লোক দেখানো সলাত
তবে তুমি বঞ্চিত হবে ছিল যে নি'আমত
তাহলে তুমি সলাত আদায় করো আল্লাহকে ভয় করে
তুমিই তো পারবে আল্লাহকে খুশি করতে তার মন ভরে।

এসো জীবন গড়ি

–মোহাম্মদ আশরাফ আলী★

আসছে দিন যাচ্ছে চলে
আমরা যাচ্ছি আল্লাহকে ভুলে
দুঃখজনক হলেও সত্য
আমরা নিজে খুড়ছি নিজের গর্ত
আমরা সবাই পরস্পর ভাই ভাই
সবার সাহায্যে সবাই এগিয়ে যাই
আমাদের উচিত ফিরে আসা
নতুন করে জীবন গড়া
তাই খুঁজি সঠিক পথ
সেটাই হলো আহলে হাদীস জমঈয়ত।

---

* সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, টাংগাইল জেলা শুব্বানে আহলে হাদীস।
★ ছাত্র : ৯ম (মিশকাত), মাদরাসাতুল হুদা আল ইসলামিয়্যাহ আস্ সালাফিয়্যাহ, ঠাকুরগাঁও।
★ ছাত্র : ৭ম (বুলুগুল মারাম) মাদরাসাতুল হুদা আল ইসলামিয়্যাহ আস্ সালাফিয়্যাহ, ঠাকুরগাঁও।
★ শ্রেণী : ৬ষ্ঠ (নাহবেমীর), ছাত্র, মাদরাসাতুল হুদা আল ইসলামিয়্যাহ আস্ সালাফিয়্যাহ, ঠাকুরগাঁও।

الاخبار عن الجمعية ॥ জমঈয়ত সংবাদ

ঢাকা মহানগর জমঈয়তের আলোচনা সভা

গত ১ জানুয়ারি মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উদ্যোগে বংশাল বড় জামে মাসজিদে "দৈনন্দিন জীবনে আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন। মহানগর জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আলী হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভার মূল আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের খাওয়াতীন ও আতফাল বিষয়ক সেক্রেটারী শাইখ ড. রফিকুল ইসলাম, মহানগর জমঈয়তের সহকারী সেক্রেটারী শাইখ এহসানুল্লাহ ও শাইখ শামসুল হক শিবলী প্রমুখ।

এ সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ এলাকা জমঈয়তের সভাপতি হাফেয মুহাম্মদ সেলিম, সেক্রেটারী মুহাম্মদ আরিফ, মহানগর জমঈয়তের উপদেষ্টা শাইখ হুসাইন বিন সোহরাব, মুহাম্মদ হানিফ, মুহাম্মদ আব্দুল মতিন এবং মহল্লার সাত মাসজিদের প্রায় চার শতাধিক মুসল্লী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মহানগর জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী মুহাম্মদ সুফিয়ান সোহেল। সভার সভাপতি নতুন বছরে শুরু থেকে কুরআন সহীহ সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকা মহানগর জমঈয়তের তাবলীগী সফর

গত ১১ জানুয়ারি শুক্রবার ঢাকা মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উদ্যোগে কেরানীগঞ্জের ছাতিরচরে এক তাবলীগী সফর অনুষ্ঠিত হয়। আল ওয়ালেদাইন জামে মাসজিদে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আলী হোসেন। কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মাদরাসাতুল হাদীস- নাজির বাজারের মুহাদ্দিস শাইখ আব্দুল মালেক আহমদ মাদানী, বায়তুল মামুর জামে মাসজিদ- ঈসাপুর মুন্সিগঞ্জের খত্বীব শাইখ জাহিদুল ইসলাম। এ অনুষ্ঠানে বংশাল ও পার্শ্ববর্তী মহল্লা এবং স্থানীয় মুসল্লীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মহানগর জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী মুহাম্মদ সুফিয়ান সোহেল।

জামালপুর জমঈয়তের কর্মী সম্মেলন ও মতবিনিময় সভা

গত ৩১ জানুয়ারি শুক্রবার বাংলাদেশ আহলে হাদীস মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও জামালপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর যৌথ উদ্যোগে জামালপুরের ঘোড়াধাপে 'আয়িশাহ্ সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা প্রাঙ্গণে জেলা জমঈয়তের কর্মী সম্মেলন ও জেলার অন্তর্গত মাদরাসা প্রতিনিধিদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাদরাসা পৃষ্ঠপোষক মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান বাদশার ব্যবস্থাপনায়, জেলা জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ যোবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারী মুহাম্মদ আব্দুল করীমের পরিচালনায় বেলা ১১টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সমাজসেবা ও জনকল্যাণ বিষয়ক সেক্রেটারী শাইখ মাসউদুল আলম আল উমরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সাংগঠনিক সেক্রেটারী মুহাম্মদ গোলাম রহমান, বাংলাদেশ আহলে হাদীস শিক্ষা বোর্ড-এর কর্মকর্তা শাইখ আনোয়ারুল ইসলাম মাদানী, মাদরাসাতুল হাদীস- নাজির বাজার মুহাদ্দিস শাইখ আব্দুল মালেক আহমদ মাদানী। আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের দফতর সম্পাদক শাইখ শাফিউল ইসলাম, শুব্বান দফতরের মুবাল্লিগ শাইখ মাহদী মুহাম্মদ হাসান, শুব্বান কেন্দ্রীয় মেস শাখার কোষাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ বিন জাকির (যুবায়ের)।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জামালপুর জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউজ্জামান তালুকদার, হরিপুর এলাকা জমঈয়তের সভাপতি আব্দুর রউফ মাস্টার, ঘোড়াধাপ এলাকা দফতর সম্পাদক মাওলানা খোরশেদ আলম প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ অতি প্রাচীন তাওহীদী সংগঠন জমঈয়তের প্রতিটি শাখাকে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম পরিচালনার এবং ঐক্য-সংহতি রক্ষার্থে দুনিয়াবী স্বার্থান্বেষীদের পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ আহলে হাদীস মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড-এর অগ্রগতি ও প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করে সার্বিক সহযোগিতারও আহ্বান জানান।

নাটোর জেলা জমঈয়তের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ১ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার নাটোরের দক্ষিণ পটুয়াপাড়া জমঈয়তে আহলে হাদীস জামে মাসজিদে জেলা জমঈয়ত সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে ও সেক্রটারী মাওলানা নাজির হোসেন (মাস্টার)-এর সঞ্চালনয় এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টা থেকে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী শাইখ আব্দুন নূর বিন আব্দুল জব্বার মাদানী। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মুবাল্লিগ শাইখ

সাইফুল ইসলাম মাদানী, রাজশাহী জেলা শুব্বান সভাপতি অধ্যাপক আহমাদুল্লাহ ও রাজশাহী জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি মাওলানা সাইদুল হাসান আনসারী।

সভাপতির স্বাগত বক্তব্যের পর দারসুল কুরআন ও দারসুল হাদীস পেশ করেন যথাক্রমে নাটোর জেলা জমঈয়তের মুবাল্লিগ প্রভাষক মাওলানা মুহাম্মদ মুঈনুদ্দিন জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাকুল হক। এরপর এলাকা জমঈয়তভিত্তিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন নলডাঙ্গা এলাকার সেক্রেটারী আলহাজ্জ মো. মাযহার আলী (মাস্টার), গুরুদাসপুর এলাকার সেক্রেটারী মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গনি, মহরাজপুর এলাকার সহ-সভাপতি মাওলানা এ.কে.এম. সাইদুল ইসলাম, খোলাবাড়িয়া এলাকার সেক্রেটারী মুহাম্মদ আলাউদ্দিন (মাস্টার), মাধবনগর এলাকার সেক্রেটারী মুহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন (স্বপন) ও নাটোর জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারী মাওলানা মুহাম্মদ নাজির হোসেন (মাস্টার)।

বাদ জুমু'আহ্ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। প্রধান অতিথি শাইখ আব্দুন নূর বিন আব্দুল জব্বার মাদানী সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর আলোচনা উপস্থাপন করেন। বিশেষ অতিথি শাইখ সাইফুল ইসলাম মাদানী দা'ঈর বৈশিষ্ট্য, মাওলানা আহমাদুল্লাহ সমাজ বিনির্মাণে যুবকদের ঐতিহাসিক অবদান, মাওলানা সাইদুল হাসান আনসারী সংগঠনকে শক্তিশালী করার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা উপস্থাপন করেন। স্থানীয়দের মধ্য হতে বক্তব্য পেশ করেন নাটোর জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য আলহাজ্জ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (সাবেক এমপি) ও ডা. মুহাম্মদ আমিন উদ্দিন, জেলা জমঈয়তের সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ড. এস এম শাজদার রহমান, ডা. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, মুহাম্মদ ইসহাক আলী (সাবেক সিভিল সার্জন) প্রমুখ।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় জমঈয়তের দা'ওয়াহ তাবলীগী ও সাংগঠনিক কার্যক্রম গতিশীল করার আহ্বান জানিয়ে সকলের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মাদরাসাতুল হাদীস শুব্বান শাখার কমিটি পুনর্গঠন

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ- মাদরাসাতুল হাদীস- নাজির বাজার- ঢাকা, শাখার কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে ১৮ জানুয়ারি মাদরাসা কক্ষে এক সাধারাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সময় উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ শাইখ শরিফুল ইসলাম এবং মাদরাসাতুল হাদীস শুব্বান শাখার সাবেক সভাপতি শাইখ আবু তাহের। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শাইখ আব্দুল হাসিব এবং অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন আবূ বকর ইসহাক।

নেতৃবৃন্দের আলোচনার পর শাখা গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ২০১৯ সেশনের দায়িত্বশীল নির্বাচন করা হয়। **কমিটির বিবরণ :** শাইখ আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী- সভাপতি, শাইখ শাহাদাৎ বিন সিরাজ মাদানী- সহ-সভাপতি, তাক্বী হাসান বিন আহমেদ আমির হামযা- সাধারণ সম্পাদক, মাহমুদুল হাসান বিন আব্দুস সাত্তার- যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মিরাজুল ইসলাম বিন আসগর আলী- কোষাধ্যক্ষ, হাসিবুর রহমান বিন তাজুল ইসলাম- সাংগঠনিক সম্পাদক, সানাউল্লাহ নূরী বিন আবুল হোসাইন- প্রচার সম্পাদক, মুহা : ইসমাইল হোসেন বিন রুকন উদ্দিন- যুগ্ম প্রচার সম্পাদক, রুহুল আমিন বিন আব্দুল মতিন- সাহিত্য সম্পাদক, হাফেজ আবু রায়হান বিন আকবর হোসেন- ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক, নাজমুল হাসান বিন নজরুল ইসলাম- দপ্তর সম্পাদক, শরীফ বিন আবুল বাশার- পাঠাগার সম্পাদক, নাসিরুল ইসলাম বিন নুরুদ্দীন- যুগ্ম পাঠাগার সম্পাদক।

মিরপুর শাখা শুব্বানের কমিটি গঠন

গত ১৭ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বাদ 'আসর মাদরাসা দারুস সুন্নাহ- মিরপুর শাখা কার্যালয়ে নতুন কমিটি গঠন উপলক্ষে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন, মিরপুর শাখার সভাপতি শাইখ আমিনুল ইসলাম। শাখার সাধারণ সম্পাদক আশিক বিন আশরাফ-এর উপস্থাপনায় এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী আল মাদানী, বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সভাপতি ও মাদরাসা দারুস সুন্নাহর উপাধ্যক্ষ শাইখ নুরুল আবসার, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল ফারুক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারেস, ছাত্র-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী এবং প্রশিক্ষণ সম্পাদক শাইখ তানযীল আহমাদ। প্রাথমিক পর্যায়ে মাদরাসা দারুস সুন্নাহ কমপ্লেক্সে মিরপুর শাখার আরেফ ও সালেক কর্মীদের প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন মাদরাসা দারুস সুন্নাহর মুহাদ্দিস শাইখ আব্দুল্লহিল হাদী এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হন হাফেয আব্দুর রহমান বিন জামিল।

অতঃপর কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং অন্যান্য দায়িত্বশীলদের পরামর্শের ভিত্তিতে পূর্ণ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির বিবরণ নিম্নরূপ :

শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী- সভাপতি, ফরমান বিন সোলায়মান- সহ-সভাপতি, হাফেয আব্দুর রহমান বিন জামিল- সাধারণ সম্পাদক, হাফেয মুনির আল গানাভী- যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মতিউর রহমান- কোষাধ্যক্ষ, হাফেয সেলিম রেজা- সাংগঠনিক সম্পাদক, হাফেয হাবিবুর রহমান- প্রচার সম্পাদক, হাফেয যোবায়ের আহমাদ- যুগ্ম প্রচার সম্পাদক, হাফেয তাজিবুল ইসলাম- সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক, হাফেয আবুল কালাম- ছাত্র-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক।

নোয়াগাঁও কালনী শুব্বানের দু'আ অনুষ্ঠান

নোয়াগাঁও কালনী শুব্বানে আহলে হাদীস গত ১ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বাদ 'আসর এলাকা জমঈয়ত/শুব্বান কার্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে এক দু'আ মাহফিলের আয়োজন করে। সভার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআন তিলওয়াত করেন আল ইহ্সান মডেল মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মাসউদুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন নোয়াগাঁও কালনী এলাকা শুব্বান সভাপতি শাইখ ইউসুফ মিয়া। এলাকা শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আনিসুর রহমানের পরিচালনায় এ সভায় বক্তব্য প্রদান করেন এলাকা শুব্বানের কোষাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ রমজান মিয়া, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ সোলায়মান ও দফতর সম্পাদক সতুল মিয়া। বক্তাগণ পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর নিম্নোক্ত শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়।

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল বাবর, মুহাম্মদ তানভীর আহম্মেদ, মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, মুহাম্মদ সিফাত, মুহাম্মদ রোহান, মুহাম্মদ ইউসুফ মিয়া, মুহাম্মদ তারেক ইমান প্রমুখ।

আতফাল বিভাগের হিফয প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর শিশু-কিশোর সংগঠন আতফাল বিভাগের হিফ্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় গত ৪ ডিসেম্বর- ২০১৮। উক্ত প্রতিযোগিতার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারী শাইখ ড. রফিকুল ইসলাম। এ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হাফিযিয়া মাদরাসা- খিলগাঁও, ঢাকা শিক্ষার্থী আহসানুল্লাহ বিন আমজাদ, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ঝাউডাঙ্গা- সাতক্ষীরার হিফযখানার শিক্ষার্থী ইযাযুল হক বিন সিরাজুল হক এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে বাইপাইলে অবস্থিত জমঈয়তের কেন্দ্রীয় ইয়াতিমখানার ছাত্র মাজহারুল ইসলাম বিন রফিকুল ইসলাম। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের প্রথম তিনজনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

দু'আর আবেদন

(১) গত ২৪ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার জমঈয়তের প্রবীণ খাদেম আবুল হোসেন খান চৌধুরী ইন্তিকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। শাইখ মতিউর রহমান সালাফী (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর সাথে জমঈয়তের কারণে তাঁর সু-সম্পর্ক ছিল। তিনি দীর্ঘ দিন জেলা জমঈয়তের কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর সময় থেকে তিনি সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস-এর পাঠক ছিলেন। ৯০ বছর বয়সে চৌধুরী সাহেব স্ত্রী ও দুই কন্যা অসংখ্য গুণগ্রাহী আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। বৃদ্ধ বয়েসেও তিনি কুরআন-হাদীস সহ বিভিন্ন বই পড়ে সময় কাটাতেন।

পরদিন বাদ জুমু'আহ্ তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। নামাযে ইমামতি করেন জেলা জমঈয়ত সভাপতি এ.এস.এম. ওবায়দুল্লাহ গযন্ফর। জানাযায় সর্বস্তরের মুসল্লী অংশগ্রহণ করেন।

পরিবারের পক্ষ থেকে আরাফাতের পাঠকবৃন্দ ও জামা'আতী ভাইদের কাছে তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আর আহ্বান জানানো হয়েছে।

(২) সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক আ.ক.ম. ইনামুল হক ২৬ জানুয়ারি ভোর ৫টার পর ইনতেকাল করেছেন "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন"। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। রীতি-নীতির প্রতি নিষ্ঠাবান অধ্যাপক ইনামুল হক জমঈয়তের আহলে হাদীসের একানিষ্ঠ খামেদ ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি জমঈয়ত প্রতিষ্ঠিত সাতক্ষীরা শহর আহলে হাদীস জামে মাসজিদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্ত্রী, ৪ ভাই, ৪ কন্যা, ২ পুত্র ও অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী, আত্মীয় ও শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন।

তার জানাযা সাতক্ষীরা শহরস্থ কেন্দ্রীয় ঈদগাহে জোহর বাদ ও গ্রামের বাড়ী আশাশুনি থানার কাদাকাটী গ্রামে দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় জামাআতে ইমামতি করেন জেলা জমঈয়ত সভাপতি এ.এস.এম. ওবায়দুল্লাহ গযন্ফর।

পরিবারের পক্ষ থেকে আরাফাতের পাঠকবৃন্দ ও জামা'আতী ভাইদের কাছে তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আর আহ্বান জানানো হয়েছে।

الحذر ॥ সতর্কতা

হাঁস মুরগি মাছে বিষাক্ত পদার্থ

আক্রান্ত হচ্ছে ক্যান্সারে –মৃত্যু ঝুঁকিতে গর্ভবতী মা ও তার শিশু : দেশে উৎপাদিত হাঁস, মুরগি ও মাছের শরীরে মিলেছে হেভিমেটাল (এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ)। যা হাঁস, মুরগি ও মাছের শরীরে প্রবেশ করছে খাদ্যের মাধ্যমে। বিভিন্ন ধাতু ও রাসায়নিকসমৃদ্ধ বিষাক্ত ট্যানারি বর্জ্য খাবার হিসেবে অধিক মুনাফার জন্য ব্যবহার করছে খামারিরা। এ ধরনের মাছ ও মাংস গ্রহণ করলে তা মানবশরীরে প্রবেশ করে। যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তারা জানান, ট্যানারির বর্জ্য থেকে উৎপাদিত পোলট্রি ফিডে হেভিমেটালে ক্যাডমিয়াম, লেড (সিসা), মার্কারি (পারদ) ও ক্রোমিয়ামসহ বেশ কিছু বিষাক্ত পদার্থ মিলেছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, ক্রোমিয়ামসহ এসব ধাতু ও রাসায়নিক থেকে ক্যান্সার, হৃদরোগ, আলসার, কিডনির অসুখ হতে পারে। মানবদেহে অতিরিক্ত ক্রোমিয়াম প্রবেশ করলে পুরুষের সন্তান উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস, নারীদের অকাল প্রসব, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম, অ্যাজমা, শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগও হয়ে থাকে। দেশে ক্যান্সার রোগী বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো বিষাক্ত মাছ ও মাংস গ্রহণ।

জানা গেছে, প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে হাঁস, মুরগি ও মাছ খেয়ে মানুষ মূলত গ্রহণ করছে ক্ষতিকর রাসায়নিক, যা মানুষকে ধীরে ধীরে ঠেলে দিচ্ছে মৃত্যুর দিকে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ খাবার গ্রহণ করে। কিন্তু এই খাবারই যে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করছে তা কয়জন জানে। শহরে ফাস্টফুড ও বাসা-বাড়িতে ফার্মের মুরগির চাহিদা খুব বেশি। কিন্তু মুরগির মাংসের নাম করে আমরা আসলে কী খাচ্ছি? কখনো কি জানতে চেয়েছি? জানার চেষ্টা করেছি? বা জেনে খাচ্ছি?

শ্রীলংকায় ট্যানারির বর্জ্য দিয়ে তৈরি বিষাক্ত হেভিমেটাল যুক্ত খাবার নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল। হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবে শ্রীলংকায় হেভিমেটালযুক্ত খাবার ব্যবহার করা হত। এক পর্যায়ে শ্রীলংকার একটি গ্রামে যখন বহু মানুষের কিডনি সমস্যা দেখা দেয়, তখন আলোচনা উঠে বিশ্বজুড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই গ্রামে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায়, হেভিমেটালযুক্ত খাদ্য খাওয়া হাঁস, মুরগি ও মাছের মাধ্যমে এটি হয়েছে। বিষাক্ত বর্জ্য দিয়ে তৈরি সার কৃষি জমিতে ব্যবহারের ফলেও কিডনি রোগ হয়। পরে শ্রীলংকা এটির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। কেউ করলে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে।

বাংলাদেশে আগে হাঁস-মুরগি-মাছ বড় হত প্রাকৃতিকভাবে। ভাত, ধানের কুঁড়া ও ভুসি খাওয়ানো হতো। আর ফার্মের মুরগি বা মাছের খাবার হলো দানাদার। যার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে নানা রকম রাসায়নিক। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হেভিমেটাল। যার কারণে এসব খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি বড় হয় ফার্মের মুরগি, ওজনও বাড়ে। এসব খাবারে লুকিয়ে আছে মরণঘাতী ব্যাকটেরিয়াসহ মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর মারাত্মক জীবাণু। যা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা সহজ নয়। বাজারে বিক্রি হওয়া হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য (পোলট্রি-ফিশ ফিড) খাওয়ানো মুরগি কেটে এর রক্ত, মাংস, হাড়, কলিজা, মগজ ও চামড়া আলাদাভাবে পরীক্ষা করে আঁতকে উঠেছেন গবেষকরা। প্রথম দফায় এক মাস এসব খাদ্য খাওয়ানোর পরে এবং দ্বিতীয় দফায় আরেক মাস খাদ্য খাওয়ানোর পরে পরীক্ষা করে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা রীতিমতো ভয়ঙ্কর। এসব মুরগির মাথার মগজে সর্বোচ্চ পরিমাণ ক্রোমিয়াম পাওয়া যায়।

ক্রোমিয়াম হলো এক ধরনের ভারী ধাতু, মানবদেহে যার সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা হলো প্রতিদিন ২৫ পিপিএম বা মাইক্রোগ্রাম। এর বেশি হলে অতিরিক্ত অংশ শরীরে জমা হতে থাকবে এবং একপর্যায়ে প্রাণঘাতী রোগ সৃষ্টি করবে। কিন্তু পরীক্ষায় এক মাস খাদ্য খাওয়া মুরগির মগজে পাওয়া যায় ৭৯৯ পিপিএম এবং দুই মাস খাদ্য খাওয়া মুরগির মগজে (প্রতি কেজিতে) পাওয়া যায় চার হাজার ৫৬১ পিপিএম। এছাড়া মাংসে যথাক্রমে ২৪৪ ও ৩৪৪, চামড়ায় ৫৫৭ ও ৩২৮, হাড়ে এক হাজার ১১ ও এক হাজার ৯৯০, কলিজা বা লিভারে ৫৭০ ও ৬১১ এবং রক্তে ৭১৮ ও ৭৯২ পিপিএম ক্রোমিয়াম পাওয়া গেছে। এক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, এই মাত্রা মানবদেহের জন্য অসহনীয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমন বিপজ্জনক মাত্রার হেভিমেটাল যুক্ত মাছ বা মুরগির মাংস কিংবা ডিম খেয়ে দেশের মানুষ এমন পর্যায়ে রয়েছে, যাকে বলা যায় 'বিষাক্ত পুষ্টি'।

জানা গেছে, আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী ট্যানারি বর্জ্য থেকে পোলট্রি ও মাছের খাদ্য তৈরি করা সম্পূর্ণ নিষেধ। কিন্তু উচ্চ আদালতের এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই দেদারসে ট্যানারি বর্জ্য থেকে তৈরি হচ্ছে মাছ ও পোলট্রি ফিড। বিষয়টি অবহিত হয়ে গতকাল সাভারের ভাকুপতা ইউনিয়নে বিষাক্ত ট্যানারি দিয়ে তৈরি হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য উৎপাদনকারী ৫টি কারখানায় ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার

আলমের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ১১ হাজার টন বিষাক্ত ট্যানারি বর্জ্য দিয়ে তৈরি হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য জব্দ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বিষাক্ত হেভিমেটাল উৎপাদনকারী দুই মালিককে এক বছরের জেল ও ৬ জন কর্মচারীকে জরিমানা করা হয়েছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কিডনি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন চৌধুরী বলেন, হেভিমেটাল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষ করে মৃত্যু ঝুঁকি বেশি। আমরা যে খাবার গ্রহণ করি তা কিডনি দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু হেভিমেটাল কিডনিতে আটকে যায়। লিভার নষ্ট করে, শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ক্ষতি করে। তিনি বলেন, দেশে কিডনি রোগ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ এই হেভিমেটাল।

ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. এ.এম.এম. শরিফুল আলম বলেন, হেভিমেটালের কারণে দেশে ক্যান্সার রোগী বাড়ছে। যে কোন কেমিক্যাল ব্যবহৃত খাবার খেলেই ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এটা গবেষণায় প্রমাণিত। এছাড়া হরমোনজনিত সমস্যা সৃষ্টি হয়। গর্ভবতী অবস্থায় শরীরে হেভিমেটাল গেলে মা-শিশু দুই জনেরই ক্যান্সার ও কিডনি সমস্যা দেখা দিতে পারে।

জাতীয় নিউরো সায়েন্স ইনস্টিটিউটের যুগ্ম পরিচালক স্নায়ু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. বদরুল আলম বলেন, হেভিমেটাল গ্রহণের ফলে মস্তিস্কের স্নায়ু অকেজো হয়ে যায়। এটার নাম নিউরোপ্যাথি। হাত-পা অবশ হয়ে যায়। চলাফেরা করা যায় না। এটাকে নিউরো প্যাথি বলে। সম্প্রতি এটা ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে। এ রোগ ওষুধেও ভাল হয় না।

বিশেষজ্ঞরা আরো বলেন, হাবাগোবা শিশুর জন্ম ও অল্প বয়সে ডায়াবেটিস হওয়ার অন্যতম কারণ এই হেভিমেটাল। ফাস্টফুড একবারে পরিহার করার পরামর্শ দেন তারা।

জানা যায়, আগে ট্যানারির বর্জ্য সাধারণতঃ বিভিন্নভাবে অপসারণ করা হত। বেশিরভাগই ফেলা হত বুড়িগঙ্গা নদীতে। কয়েক বছর আগে এই বর্জ্য দিয়ে খামারের মাছ ও মুরগির খাদ্যের অন্যতম উপাদান শুঁটকি তৈরির ব্যবসা শুরু হয়। লাভ বেশি হওয়ায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠে একের পর এক কারখানা। এ শুঁটকি খেয়ে বেড়ে ওঠা হাঁস, মাছ ও পোলট্রির মাংসও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এ কারখানাগুলো শুধু মানবস্বাস্থ্যের জন্যই ঝুঁকি বহণ করছে না, পরিবেশেরও মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনছে। *[সূত্র : আবুল খায়ের, দৈনিক ইত্তেফাক- ২৩ জানুয়ারি ২০১৯]*

قصص الحديث \ Kvmvm j nv`xm

নিজ কন্যাকে তার স্বামী সম্পর্কে উপদেশ দেয়া

[৩১ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি দু'আ করুন, যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার উম্মাতকে ধন-সম্পদ দান করেন। কেননা, পারস্য এবং রোমকদের (যথেষ্ট) পরিমাণে ধন-সম্পদ দেয়া হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহর 'ইবাদাত করে না। (একথা শুনে) নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সোজা হয়ে বসলেন, (এতক্ষণে) তিনি ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন, অতঃপর বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! এটা কি তোমার অভিমত? এরা হচ্ছে সেসব লোক, যারা তাদের ভাল কাজের বিনিময় এ দুনিয়ায় পাচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ক্ষমার জন্য মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করুন।

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঊনত্রিশ দিন তাঁর স্ত্রীগণ থেকে পৃথক থাকেন, সে গোপন কথা হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা)-এর নিকট বলে দেয়ার কারণে। যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন তখন তাদের প্রতি রাগের কারণে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন, আমি এক মাসের জন্য তাদের (স্ত্রীগণের) নিকট যাব না।

সুতরাং ঊনত্রিশ দিন হলে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বপ্রথম 'আয়িশার কাছে গেলেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কসম করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের নিকট আসবেন না, কিন্তু এখন ঊনত্রিশ দিন হয়েছে মাত্র। আমি দিনগুলো এক এক করে হিসাব করে রেখেছি। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ঊনত্রিশ দিনেও মাস হয়। (রাবী বলেন) ঐ মাসটি ছিল ঊনত্রিশ দিনের। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) আরো বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা ইখতিয়ার সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ করলেন এবং তিনি স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাকে দিয়েই আরম্ভ করেন এবং আমি তাকেই গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি সকল স্ত্রীকেই ইখতিয়ার দিলেন এবং প্রত্যেকেই তাই বলল, যা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেছিলেন।[১০৭]

হাদীসের শিক্ষা :

১. স্ত্রীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে অভিমান করা যায়।

২. দুনিয়ার জীবন আরাম আয়েশের জায়গা নয়। ###

[১০৭] *বুখারী- হা: ৫১৯১, ই: ফা: বাং, হা: ৪৮১২, আ: প্র:, হা: ৪৮০৯।*

صحتك \ #vcbvi v'

মাথা ব্যথার ধরণগুলো জানুন

'ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন'-এর দেওয়া তথ্য মতে, মাথা ব্যথা একটি অতি সাধারণ সমস্যা যা মানুষকে প্রায়ই ভোগায়। কিছু ক্ষেত্রে মাথা ব্যথা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়। তবে বেশিরভাগ সময় তা সাধারণ ব্যথার ওষুধেই সেরে যায়। মাথার ব্যথা যদি বারবার ফিরে আসে তবে তা হতে পারে মারাত্মক কোনো সমস্যার পূর্বাভাস। তাই বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি। তাই বিভিন্ন ধরনের মাথাব্যথা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা উচিত। স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে বিভিন্ন রকম মাথা ব্যথার ধরণ সম্পর্কে এখানে ধারণা দেওয়া হলো।

মাইগ্রেইনের মাথা ব্যথা : এই ধরনের মাথা ব্যথার সবচাইতে খারাপ দিক হলো তা কয়েকদিন ধরে ভোগাতে পারে। এই ব্যথা সাধারণত মাথার এক দিকে হয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি আলো ও শব্দ সহ্য করতে পারে না। বমিভাবও হতে পারে।

পুরুষের তুলনায় নারীদের মাইগ্রেইনের ব্যথা হওয়ার আশঙ্কা তিনগুন বেশি। যাদের 'পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার (পিটিএসডি)' আছে তাদেরও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। ঘুমের ব্যাঘাত, না খেয়ে থাকা, পানিশূন্যতা, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, অ্যালার্জি ইত্যাদি থেকে এই মাথাব্যথা শুরু হতে পারে।

মাত্র তিন থেকে ১৩ শতাংশ রোগী এই রোগের চিকিৎসা নেন, যেখানে প্রায় ৩৮ শতাংশ রোগীর আসলেই চিকিৎসা নেওয়া উচিত। প্রতিমাসেই তিন থেকে ছয় দিন যদি মাথায় দপদপ-ব্যথা হয় তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

দুশ্চিন্তা থেকে মাথা ব্যথা : এই ব্যথা দপদপের মতো নয়। বরং মাথার চারপাশে হালকা ব্যথা অনুভব করে আক্রান্ত ব্যক্তি। মনে হয় যেন মাথায় শক্ত করে কিছু বেঁধে রাখা হয়েছে। মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা থেকে এই ব্যথা দেখা দিতে পারে। এজন্য সাধারণ ব্যথার ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। উপকার না পেলে এবং দীর্ঘদিন ধরে ভুগতে থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

সাইনাস থেকে মাথা ব্যথা : এই ধরনের মাথা ব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তি তাদের গাল এবং চোখেও চাপ অনুভব করেন। দুর্লভ উপসর্গের মধ্যে আছে দাঁত ব্যথা এবং ঘ্রাণশক্তি কমে যাওয়া। 'সাইনাস'য়ে জমা 'মিউকাস' পরিষ্কারের মাধ্যমে এই ধরনের ব্যথার চিকিৎসা করা হয়।

অনেকসময় মাইগ্রেইনের ব্যথাকে সাইনাসের ব্যথার লক্ষণ হিসেবে ভুল করা হয়। তবে ৯০ শতাংশ সাইনাসজনিত মাথা ব্যথা আসলে মাইগ্রেইনের ব্যথা।

হঠাৎ মাথা ব্যথা : মাত্র এক মিনিটেই সুস্থ অবস্থা থেকে অসহ্য ব্যথায় কাতর করে ফেলে এই ধরনের মাথাব্যথা। ব্যথা বেশিরভাগ সময়ই পাঁচ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয় না।

তবে তা হতে পারে স্ট্রোক, ব্রেইন হ্যামারেজ, ব্রেইন ইনফেকশন, মস্তিষ্কের ধমনী বন্ধ হয়ে যাওয়া, স্পাইনাল ফ্লুইড বেরিয়ে যাওয়া ইত্যাদি প্রাণঘাতি রোগের লক্ষণ। তাই অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

'ক্লাস্টার' মাথা ব্যথা : এই ধরনের মাথা ব্যথা শুরু হয় যে কোনো এক চোখের পেছনে। সঙ্গে থাকে ফোলা ও লালচে ভাব। ঘাম হয়। ব্যথাটা জ্বলুনিজাতীয় এবং তীব্র।

নাক বন্ধ হওয়া এবং চোখে পানি আসার উপসর্গও দেখা যায়। ১৫ মিনিট থেকে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে এই ব্যথা। কয়েক ধাপে দিনে সর্বোচ্চ চারবার এই ব্যথা হতে পারে।

বসন্তকালে এই মাথা ব্যথা বেশি ভোগায় এবং নারীদের তুলনায় পুরুষের এটি হওয়ার আশঙ্কা বেশি। চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই এই ব্যথার প্রধান চিকিৎসা।

অ্যালার্জি থেকে মাথা ব্যথা : এই মাথাব্যথার প্রচলিত উপসর্গ হলো নাক দিয়ে পানি পড়া, হাঁচি এবং চোখে পানি আসা।

ঋতুভিত্তিক এই মাথা ব্যথা বসন্তে বেশি ভোগায়। কোন জিনিসের সংস্পর্শে আসলে মাথা ব্যথা হয় সেটা জানা এবং তা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে যাচাই করলে বুঝা যাবে অ্যালার্জিজনীত মাথা ব্যথা কি-না!

বিমানভ্রমণে মাথা ব্যথা : প্রতি ১২ জনের মধ্যে একজন এই মাথা ব্যথার শিকার হন। বাতাসের চাপের তারতম্যের কারণে মাথার একপাশে এই ব্যথা দেখা দেয়।

পানি পান করতে হবে, বিশ্রাম নিতে হবে এবং প্রয়োজনে মাথা ব্যথার ওষুধ খেতে হবে।

চাপজনিত মাথা ব্যথা : ভারি ব্যয়ামের পর সাধারণত এই মাথা ব্যথা শুরু হয়। আমেরিকান মাইগ্রেইন ফাইন্ডেশনের

তথ্যানুসারে পাঁচ মিনিট থেকে তিন দিন পর্যন্ত ভোগাতে পারে এই ব্যথা।

এই মাথা ব্যথা খুব কমসংখ্যক মানুষেরই হয় এবং ছয় মাসের মধ্যেই পুরোপুরি সেরে যায়। ব্যথার ধরণ দপদপানির মতো হতে পারে, সঙ্গে বমিভাবও লাগতে পারে। ভারী কোনো কাজের আগে ঘুমিয়ে নিলে উপকার পেতে পারেন।

মাত্র দু'টি কাজ করলেই প্রতিরোধ হবে ক্যান্সার!

ওশ স্টেট মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, মস্কো, রাশিয়ার ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা. গুপ্তপ্রসাদ রেড্ডি (বি.ভি.) বলেছেন, ক্যান্সার কোনো মরণব্যাধি নয়, কিন্তু মানুষ এই রোগে মারা যায় শুধুমাত্র উদাসীনতার কারণে।

তার মতে, মাত্র দু'টি উপায় অনুসরণ করলেই উধাও হবে ক্যান্সার। উপায়গুলো হচ্ছে–

১. প্রথমেই সব ধরনের সুগার বা চিনি খাওয়া ছেড়ে দিন। কেননা, শরীরে চিনি না পেলে ক্যান্সার সেলগুলো এমনিতেই বা প্রাকৃতিকভাবেই বিনাশ হয়ে যাবে।

চিনি পরিহারের পর নিচের দু'টি থেরাপির যেকোনো একটি গ্রহণ করুন। ক্যান্সার আপনাকে ঘায়েল করতে পারবে না। তবে অবহেলা বা উদাসীনতার কোনো অজুহাত নেই।

২. এরপর এক গ্লাস গরম পানিতে একটি লেবু চিপে মিশিয়ে নিন। টানা তিন মাস সকালে খাবারের আগে খালি পেটে এই লেবু মিশ্রিত গরম পানি পান করুন। উধাও হয়ে যাবে ক্যান্সার।

মেরিল্যান্ড কলেজ অব মেডিসিন-এর একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, কেমোথেরাপির চেয়ে এটি হাজার গুণ ভাল।

৩. প্রতিদিন সকালে ও রাতে তিন চা চামচ অর্গানিক নারিকেল তেল খান, ক্যান্সার সেরে যাবে। *[সূত্র : রেডিট]*

৬ ধরনের পেট ব্যথাকে অবহেলা করবেন না

বিভিন্ন কারণে অনেকেই মাঝে মাঝে পেটের ব্যথায় ভুগতে থাকে। আবার এমনি এমনি সেরেও যায়। ছোটবেলায় পেট ব্যথার নামে স্কুল কামাই করেছেন অনেকে। কিন্তু এই পেট ব্যথা সবসময় নিরীহ নয়। কিছু কিছু পেট ব্যথা একটু অন্যরকম, আর তা হতে পারে আপনার শরীরে লুকিয়ে থাকা বড় কোনো রোগের লক্ষণ। কিন্তু কী করে বুঝবেন এই ব্যথা সাধারণ, নাকি চিন্তার কারণ?

যে ব্যথা দূর হয় না : তিন মাস বা তারও বেশি সময় ধরে পেটের ব্যথা থাকলে তা অবশ্যই ডাক্তারকে দেখানো উচিত। এ ধরণের ব্যথার পাশাপাশি থাকতে পারে ডায়ারিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, খাওয়ার পর পেট ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, পেট ফাঁপা ও গ্যাস। ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম, ল্যাক্টোজ ইনটলারেন্স বা গ্যাস্ট্রোপারেসিস– এসব কারণ থাকতে পারে এর পেছনে। ডাক্তার দেখিয়ে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া ভালো।

যে ব্যথার পাশাপাশি থাকে বমি ও বমি ভাব : বমি ভাব ও পেট ব্যথা একসাথে থাকলে এর পেছনে বেশকিছু কারণ থাকতে পারে। যেমন- ইনটেসটিনাল বা বাওয়েল অবস্ট্রাকশন, গ্যাস্ট্রোইনটেসটিনাল ইনফেকশন, ইনফ্লামেশন, কিডনি স্টোন, রাপচারড ওভারিয়ান সিস্ট, আলসার এমনকি হার্ট অ্যাটাক! এসব কারণে পেটে ব্যথার সাথে বমি হলে ডাক্তার দেখানোই উচিৎ।

যে ব্যথার পাশাপাশি মলে রক্ত যায় : মুখ বা মলদ্বার দিয়ে যে কোনো ধরণের রক্তপাত হলে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে। মলের সাথে রক্ত বের হলে যে তা লাল হবে, তা ভাবার কোনো কারণ নেই। তা কালো, আলকাতরার মতো হতে পারে। পাকস্থলীতে রক্তপাত হলে তা এমন কালচে হয়ে যায়। এর কারণ হতে পারে কোলাইটিস, ডাইভার্টিকুলোসিস, হেমোরয়েডস, গ্যাস্ট্রিক আলসার এমনকি ক্যান্সার।

তীব্র ও হঠাৎ দেখা দেওয়া ব্যথা : তীব্র, অসহনীয় ব্যথা হওয়া মানে, আপনার শরীর বুঝানোর চেষ্টা করছে বড় কোনো সমস্যার কথা। এমনকি ব্যথায় অনেকের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তারা ঝুঁকে যান ও পেট চেপে ধরেন। গলস্টোন বা কিডনি স্টোন, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, আলসার, প্যানক্রিয়াটাইটিস বা বাইল ডাক্ট ব্লকেজের জন্য এই ব্যথা হতে পারে। এমন ব্যথায় দেরি না করে হাসপাতালে যাওয়া উচিত।

ব্যথা ও ওজন কমা : কোনো কারণ ছাড়াই ওজন কমাটা দুশ্চিন্তার কারণ বই কী। পেট ব্যথা ও সেই সাথে ওজন কমতে থাকলে তা ক্যান্সার, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস বা ক্রন'স ডিজিজের লক্ষণ হতে পারে।

ব্যথা ও জ্বর : পেটে ব্যথা ও তার পাশাপাশি গায়ে জ্বর থাকলে তা শরীরে ইনফেকশনের লক্ষণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে দ্রুত ডাক্তার দেখান। *[সূত্র : হাফিংটন পোস্ট]*

الفتاوى و المسائل \ (v"vIqv I gvmvwqj

জিজ্ঞাসা ও জবাব

–ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন ০১ : *আমি যদি মাগরিবের বা চার রাক'আত বিশিষ্ট সালাতের জামা'আত ধরতে গিয়ে ইমামের সাথে মাত্র এক রাকা'আত বা দুই রাকা'আত পাই, বাকী রাক'আতগুলো আমি কিভাবে পূর্ণ করব? শুধু সূরা আল ফাতিহা দিয়ে পূর্ণ করব? না কি আমাকে সূরা আল ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে হবে। বিস্তারিত জানতে চাই? হাদীসের আরবী, আরবীর অর্থ হাদীসের রাবী কে কত নম্বর হাদীস জানতে চাই। কারণ এটা হানাফীদের প্রমাণ হিসাবে দেখাতে হবে। প্রশ্নটি গুরুত্ব সহকারে দেখার আকুল আবেদন জানাচ্ছি।*

মো: নজরুল ইসলাম
সভাপতি- দোরমুটিয়া শুব্বান শাখা,
যশোর, কেশবপুর।

জবাব : ইমাম সালাম ফিরানোর পর আপনি তাকবীর দিয়ে দাঁড়িয়ে যথারীতি সূরা আল ফাতিহা দিয়ে অবশিষ্ট সালাত সম্পন্ন করবেন। ইমামের সাথে যখন আপনি শরিক হবেন, তখন ঐ রাকা'আত ইমামের শেষ রাকা'আত হলেও তা আপনার জন্য প্রথম রাকা'আত বলে গণ্য হবে। কেননা, সালাত উল্টো দিকে হাটে না। সে কারণ আপনাকে জামা'আতে শামিল হতে প্রথমে তাকবীরে তাহরিমা বলে সালাতে প্রবেশ করতে হবে। আর এটি সন্দেহাতীত যে, তাকবীরে তাহরীমা শুরুতে হয়: শেষে নয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

«إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا».

যখন সালাত ক্বায়েম হয়, তখন তোমরা দ্রুত করে হেঁটে এসো না; বরং তাতে তোমরা ধীরস্থিরভাবে এসো। ইমামের সাথে যা পাবে, তা পড়ো এবং যা ছুটে যাবে, তা পুরা করে নিও!"[১০৮]

প্রশ্ন ০২ : *একটি বইয়ে দেখলাম কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সূরা মুলক পাঠ করলে ৪০ দিনের গোর-'আযাব মাফ হয়। লেখাটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি?*

মো: মাযহারুল ইসলাম
বগুড়া।

জবাব : সূরা আল মুলক ক্বরের পাশে দাঁড়িয়ে পাঠ করলে ৪০ দিনের গোর 'আযাব মাফ হয়– মর্মে কোন বিশুদ্ধ হাদীস নেই। তবে কোন মুসলিম পূর্ণ ঈমান সহকারে এ সূরাটি পাঠ করলে এবং সে অনুযায়ী 'আমল করলে ক্বরের 'আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারে। এ মর্মে প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

«إِنَّ سُوْرَةً مِنَ القُرْآنِ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ المُلْكُ».

"নিশ্চয়ই আল-কুরআনে ত্রিশ (৩০) আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে, এটি পাঠকারী ব্যক্তির জন্য শাফা'আত করবে। ফলে তাকে ক্ষমা করা হবে। আর সে সূরাটি হলো– 'তাবা-রাকাল্লাজি বিয়াদিহিল মুলক্'।"[১০৯]

অনুরূপভাবে সাহাবী ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতেও এমন বর্ণনা রয়েছে, যা এ সূরাটির বিশেষ ফযীলত প্রমাণ করে।[১১০]

তবে ক্বরের পাশে অন্য কেউ পড়লে গোর 'আযাব মাফ হয়ে যাবে– একথা মোটেও সঠিক নয়।

প্রশ্ন ০৩ : ***য'ঈফ হাদীস 'আমলযোগ্য নয় কেন? একটি হাদীসকে য'ঈফ নির্ধারণের পদ্ধতি কী?***

মো: ফারুক হোসেন
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : য'ঈফ অর্থ দুর্বল। 'ইল্‌মুল হাদীস-এর পরিভাষায় ঐ হাদীসকে য'ঈফ বলা হয়, যাতে সহীহ অথবা হাসান হাদীসের শর্ত বিদ্যমান না থাকে। এ সব শর্ত বিবেচনায় য'ঈফ হাদীস প্রধানতঃ দু'প্রকার। যথা- (১) এমন য'ঈফ হাদীস, যার দুর্বলতা খুব গুরুতর নয়

---

১০৮) *সহীহ মুসলিম- হা: ১৩৮৯, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা: ৭৭৫, সহীহ, সুনান আত্ তিরমিযী- হা: ৩২৭, সহীহ, সুনান আবূ দাঊদ- হা: ৫৭২, সহীহ, সহীহুল বুখারী- হা: ৩৩৬ (আংশিক শব্দিক পরিবর্তনসহ)।*

১০৯) *সুনান আত্ তিরমিযী- হা: ২৮৯১, সুনান আবূ দাঊদ- হা: ১৪০০, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা: ৩৭৮৬, সহীহ ইবনু মাজাহ্ লিল আল-বানী- হা: ৩০৫৩।*

১১০) *সহীহুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- হা: ১৪৭৫।*

বিধায় 'আমলযোগ্য। তবে এসব হাদীস দ্বারা 'আক্বীদাহ্ বা মৌলিক নীতিমালা স্থির করা যাবে না। (২) এমন য'ঈফ হাদীস, যার বর্ণনাকারী মিথ্যুক বা সদা-সর্বদা ভুল করে থাকে কিংবা যার সনদসূত্র বিচ্ছিন্ন।

উপরন্তু সেটিকে সমর্থন করার মতো কোন শাওয়াহেদ পাওয়া যায় না। এরূপ হাদীস 'আমলযোগ্য নয়। উল্লেখ্য যে, এ সংক্রান্ত হাদীসের শ্রেণিভেদ নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তাই য'ঈফ হাদীস বিষয়ে বিস্তারিত জানতে 'ইল্মুল হাদীস বিষয়ক নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করা জরুরী। স্বল্প বিদ্যা নিয়ে এ বিষয়ে মন্তব্য ঠিক হবে না।

প্রশ্ন ০৪ : আমাদের মাসজিদের প্রাক্তন ইমাম সাহেব, তিনি বলেন, আহলে হাদীস বলা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মুসলিম বলে ডেকেছেন, তাই আমাদেরকে মুসলিম বা সহীহ 'আক্বিদাহ্ বলতে হবে, কারণ আহলে হাদীস বললে আলাদা একটা দল বুঝায়। আসলে এটা কী সঠিক? কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিবেন।

নাজমুল ইসলাম
টেংরা, শারশা, যশোর।

জবাব : মুসলিমদের একাধিক বৈশিষ্ট্যগত বা গুণবাচক নাম আছে। এসব নামের মাঝে আহলুল হাদীস বা আহলে হাদীস একটি। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও তাবে' তাবেঈন ও মুহাদ্দিসীনে কিরামসহ (রাহিমাহুল্লা-হ) উম্মাতের হক্বপন্থী মুসলিমগণ উক্ত নামে প্রসিদ্ধ। তাঁদেরকেই সালাফী বা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ বলা হয়। তাছাড়া আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম বান্দাকে মুত্তাক্বী, মু'মিন, সাদেক্ব, সালেহ ইত্যাদি গুণবাচক নামে অভিহিত করেছেন। এক্ষুণে মুসলিম ছাড়া অন্য বিশেষণে ডাকা যাবে না– এ দাবী করলে মহান আল্লাহর দেওয়া ঐসব বৈশিষ্ট্যকে কিভাবে মূল্যায়ণ করা হবে? বর্তমানে এটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, যারা আহলে হাদীস নাম পছন্দ করেন না, তারা নিজেরা নতুন নতুন নানা নামে সমাজে তাদের পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছেন। কখনো সহীহ 'আক্বীদাহ্, কখনো সহীহ সুন্নাহ ইত্যাদি। এগুলোর পিছনে যুক্তি কি? আর আহলে হাদীস বললে দল বুঝাবে, আর এসব নামে ডাকলে দল বুঝাবে না-এর নিশ্চয়তা কোথায়? জেনে রাখুন, সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুম)-এর যুগ হতে চলে আসা হক্বের অনুসারীদেরকে তাঁদের মানহাজ বিবেচনায় আহলে হাদীসই বলা হয়। এটি কোন মাযহাব বা গোষ্ঠির নাম নয়; বরং এটি একটি সংস্কারবাদী দা'ওয়াতের বৈশিষ্ট্যগত নাম। কাজেই এ নিয়ে বিভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই।[১১১]

প্রশ্ন ০৫ : পুরুষের চুলের রঙ সাদা সাদা হলে মেহেদী দিতে হয়, কিন্তু মহিলাদের সাদা চুলের জন্য কি করণীয়?

রেজাউল করিম
আব্দুল্লাহপুর, রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।

জবাব : মহিলাদের চুলে মেহদী দিয়ে সাদা রঙ পরিবর্তন করার কোন বিশেষ দলীল পাওয়া যায় না। তবে মহিলারা সাধারণ হাদীসের আলোকে মাথার সাদা চুল পুরুষের ন্যায় মেহেদী রং করতে পারে।

প্রশ্ন ০৬ : "আমরা জানি উম্মাতে মুহাম্মাদী ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে" –এখানে উম্মাতে মুহাম্মাদী বলতে শুধু মুসলমানদের বুঝানো হয়েছে, না-কি সকল (ইয়াহূদী, খ্রিস্টান, হিন্দু) ইত্যাদি ধর্মের মানুষদের?

আহসান কাবীর
আব্দুল্লাহপুর, রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।

জবাব : এ হাদীসের ব্যাখ্যায় দু'টি মত রয়েছে। প্রথম মত– অনুযায়ী এখানে উম্মাত বলতে উম্মাতুদ দা'ওয়াহ বুঝায়। অর্থাৎ- ঐ সব লোক, যাদের প্রতি মুহামাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। এরূপ অর্থ করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি হতে এযাবৎকালের সব মানুষ বুঝাবে। আর দ্বিতীয় মত– অনুযায়ী মুসলিম বলে পরিচয়দানকারী উম্মাতই উদ্দেশ্য। কেননা, হাদীসে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানকে পৃথক করে দেখানো হয়েছে। সে বিবেচনায় দ্বিতীয় মতটিই প্রাধান্য পায়। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

প্রশ্ন ০৭ : পিতামাতা যদি যৌতুক দিয়ে উঁচু পরিবারে বিবাহ দেয় তাহলে কী গুনাহ হবে এবং গুনাহর ভাগিদার কী পিতামাতা হবে?

আবু বকর
আব্দুল্লাহপুর, রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।

জবাব : কন্যা দায়গ্রস্থ পিতা যদি কিছু সম্পদ দিয়ে মেয়েকে বিবাহ দেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি বাধ্য হন,

---

১১১) *দেখুন : শারফু আসহা-বিল হাদীস- হা: ১৫ পৃ:, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ "মাজমু'আ ফাতওয়া"- ৩/৩৪৭-৩৪৮ ও ৪/৯৫ এবং শাহরস্তানী প্রণীত 'আল-শিলাল ওয়ান নিহাল'।*

তাহলে তিনি মাযলূম হিসেবে গণ্য হবেন। তার উপর কোন পাপ বর্তাবে না। সব পাপ বিবাহকারী পুরুষের উপর পড়বে। কেননা, মহরানা দিয়ে বিয়ে করা পুরুষের দায়িত্ব। উল্টো সে কনের পরিবার হতে অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়কারী হিসেবে যালিম বলে বিবেচিত হবে **এবং ঐ সম্পদ তার জন্য হারাম হবে**। সেজন্য এই পাপ কনের পিতা-মাতার উপর বর্তাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

"আর একজনের বুঝা আরেকজনের উপর বর্তাবে না।"[১১২]

আর যদি দীনদার পাত্রের বদলে অর্থ দিয়ে উঁচু পরিবারে কোন পিতা তার কন্যাকে বিয়ে দিয়ে থাকেন, তা হলে তিনি অন্যায়কারী বলে গণ্য হবেন। তার এ কাজ পাপের কাজে সহযোগিতার নামান্তর। কাজেই এ কাজ ঠিক হবে না। তবে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ০৮ : ***জ্বিন্-শয়তান কী মানুষকে আক্রমন করে? যদি আক্রমন করে তাহলে কি করবে?***

খাশিউর রহমান
আব্দুল্লাহপুর, রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।

জবাব : হ্যাঁ, দুষ্ট জ্বিন্ মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। সে জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকাল-সন্ধ্যায় আয়াতুল কুর্সী পাঠ করতে বলেছেন। তাছাড়া সূরা আল ফালাক্ব ও আন্ নাসসহ নিম্নের দু'আ পাঠ করতে শিখিয়েছেন। দু'আ হলো–

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ».

"আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের ওয়াসিলায় আমি সকল সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[১১৩]

«بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ».

"ঐ আল্লাহর নামে, যার নাম স্মরণ করলে আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা কোন ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সবকিছু শুনেন এবং সব কিছু জানেন।"[১১৪]

প্রশ্ন ০৯ : ***আমাদের সমাজে লক্ষ্য করলে দেখা যায় মহিলাদের যখন পেটে বাচ্চা আসে তখন তারা বিভিন্ন প্রকার শির্কী কাজ করেন। যেমন- দূর থেকে কোন খাদ্য আনলে তা আগুনের ছেক না দিয়ে খাওয়া যাবে না। দূর থেকে আসলে আগে ঘরে ঢুকা যাবে না সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ লাগলে খাওয়া, কাজ, তরকারী কুটাকাটা ইত্যাদি এ জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকে, আমার জানা মতে এগুলো শির্কী আওতায় পড়ে আমার প্রশ্ন হলো এগুলো কোন শির্কের আওতায় পড়ে, ছোট না বড় কুরআন ও হাদীস দলীল সহকারে জানতে চাই। হাদীস নাম্বর হাদীসের রাবী সহকারে। প্রশ্নের উত্তর পাওয়া খুব জরুরী।***

মো: নজরুল ইসলাম
শুব্বান কমী, কেশবপুর, যশোর।

জবাব : গর্ভবতী মহিলা বৈধ সব কাজ করতে পারবে। প্রশ্নে যেসব কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকার রেওয়াজ কেবল সামাজিক কুসংস্কারমাত্র। কাজেই এসব ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করা ঈমানী দায়িত্ব। যদি কেউ উপরোল্লিখিত কাজ থেকে এ বিশ্বাস নিয়ে দূরে থাকে যে, এগুলো ক্ষতি করবে বা এ কাজ করলে তার গর্ভজাত সন্তান ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তাহলে এটি শির্কী বিশ্বাস বলে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্ট দিতে চান তাহলে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই, আর আল্লাহ যদি তোমার কল্যাণ করতে চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান অনুগ্রহ দিয়ে ধন্য করেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১১৫]

প্রশ্ন ১০ : ***আমাদের সমাজে বিশেষ করে জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয়ে দেখা যায় যে, পিতা-মাতা সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করেন না। কখনও মেয়েকে বঞ্চিত করেন। আবার ছেলেদের মধ্যেও বেইনসাফী করে কাউকে বেশী সম্পদ দিয়ে দেন। এ ধরনের কম-বেশ করা কি ঠিক?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
শীলমান্দি, নরসিংদী।

জবাব : সম্পদের মালিক আল্লাহ। মানুষকে বেঁচে থাকাকালীন সময়ের জন্য ভোগ করার সাময়িক

---

[১১২] *আল-কুরআন : সূরাহ্ আল আন'আম : ১৬৪।*
[১১৩] *সহীহ মুসলিম- হা: ৭০৯৫, মা: শা:, হা: ৫৪/২৭০৮, ৫৫/২৭০৮, ৫৫/২৭০৯।*
[১১৪] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা: ৩৩৮৮, হাসান সহীহ।*
[১১৫] *আল-কুরআন : সূরাহ্ ইউনুস : ১০৭।*

মালিকানা দিয়ে থাকেন। তাই মরনোত্তর কিভাবে সম্পদ বন্টন হবে– তার বিস্তারিত বিধান তিনি পবিত্র কুরআনে নাযিল করেছেন। কুরআনের বিধানে মানুষের হস্তক্ষেপ করা প্রকাশ্য কুফ্‌রী। আর এ সম্পদ মরণের আগে ভাগ-বাটোয়ারা করে যাওয়ার কোন বিধান নেই। তবে জাগতিক প্রয়োজনে সামান্য কিছু সন্তানদেরকে উঢৌকন দেয়া যাবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ইনসাফ জরুরী। কোন সন্তানকে ঠকানো যাবে না।

সাহাবী নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) বলেন : তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন এবং বললেন– আমি এই ছেলের খিদমতের জন্য আমার গোলামটা তাকে দান করে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : সকল সন্তানকে কি এভাবে দিয়েছ? পিতা বললেন : না। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : (নু'মানকে দেয়া) এ গোলামটি ফেরত নাও!"[১১৬]

অপর বর্ণনায় রয়েছে– রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

«فَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ».

"তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে আদল-ইনসাফ করো।"[১১৭]

হিংসাপরায়ণ হয়ে বে-ইনসাফী করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوْا اعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾

"কোন জাতির প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে ন্যায়-ইনসাফ থেকে বিচ্যুত না করে; বরং তোমরা ইনসাফ করো। তাক্বওয়ার দিক থেকে সেটি অধিকতর নিকটবর্তী।"[১১৮]

অতএব, সম্পদ বন্টনতো দূরের কথা, সাধারণ হাদিয়ার ক্ষেত্রেও কোনরূপ বে-ইনসাফী করা যাবে না। ###

[১১৬] *সহীহ মুসলিম- হা: ১৬২৩।*
[১১৭] *সহীহুল বুখারী- হা: ২৫৮৭।*
[১১৮] *আল-কুরআন : সূরা আল মায়িদাহ্ ; ৮।*

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস পরিচালিত **আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রহ.) মডেল মাদরাসা**-এর জন্য একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ (দাওরা হাদীস/কমিল ও বিএ অনার্স এম.এ) আবশ্যক। বহির্বিশ্ব থেকে সনদপ্রাপ্তদের আগ্রহী প্রার্থীকে আবরী ও ইংরেজি ভাষায় পরদর্শী হতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীকে ছবি ও প্রয়োজনীয় সনদপত্রসহ নিম্নঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। বেতন-আলোচনা সাপেক্ষ।

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
সেক্রেটারী জেনারেল-
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪
মোবাইল : ০১৯৯৮-৮০০১৩০

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

যশোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস পরিচালিত **প্রফেসর ড. এম. এ. বারী (রহ.) মডেল মাদরাসা**- ফতেপুর বাজার, ঝিকরগাছা, যশোর-এর একজন দাওরা হাদীস পাস আরবী শিক্ষক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে ছবি ও প্রয়োজনীয় সনদপত্রসহ নিম্নঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। বেতন- আলোচনা সাপেক্ষ।

মাদরাসা পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে-
সেক্রেটারী
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৬-৯০৬৪৮৪

المقالة الرئيسية \ c)*` cwiwPw"

তুরস্কের কিবলা পর্বতের চূড়ায় নান্দনিক মাসজিদ

–এম. জি. রহমান

ইসলামের সঙ্গে তুরস্কের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তুরস্কের অলি-গলিতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা সুউচ্চ মিনারগুলো সাক্ষ্য দেয় যে তুরস্কের শেকড়ে আছে ইসলাম। ১৯২৪ সালে ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা বাতিলের মধ্য দিয়ে কথিত আধুনিক তুরস্কের জন্ম হলে পৃথিবীবাসীকে দেখতে হয় কথিত সেক্যুলারিজমের ভয়াল রূপ। তুর্কিদের ভাগ্যের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা আর্মি অফিসার আতাতুর্কের সেক্যুলার শাসনের যাত্রার কিছুদিনের মধ্যেই তুরস্কের হাজার হাজার মিনার থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চালু হয় তুর্কি ভাষায় আযান। মাদরাসাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ইসলামী পোশাক নিষিদ্ধ হয়। গণহত্যা, রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণ, 'আলেম-উলামার ওপর দমন-পীড়ন, ইসলামী ব্যক্তিত্বদের সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ, শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করে এর স্থলে শনি-রবিবারের ইউরোপীয় ছুটি চালু করাসহ বাস্তবায়িত হয় ইসলামবিরোধী সব কার্যকলাপ।

তুরস্কবাসীর বদলে যাওয়ার চেষ্টা ছিল কয়েক যুগ ধরে। অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে সেক্যুলারিজমের জাঁতাকলে পিষ্ট তুরস্কবাসীর প্রত্যাশার প্রতীক হিসেবে হাজির হন দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান। এরদোগানের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব (তুরস্কের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী) ২০০৫ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তুরস্ক সরকার দেশটিতে আট হাজার ৯৮৫টি মাসজিদ নির্মাণ করেছে। ২০১৪ সালে তুরস্ক সরকার দেশটির সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে মাসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই মধ্যে প্রায় সব মাসজিদ সালাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোতে রাষ্ট্রীয় খরচে 'আলেম নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রায় শতাব্দী ধরে বন্ধ থাকা 'ইসহাক পাশা মাসজিদ'টি খুলে দেওয়া হয় সালাতের জন্য। তদরূপ দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রেইজ (জরুব) প্রদেশের কিবলা পর্বতের শীর্ষে আলোচিত মাসজিদটিও পুনঃনির্মাণ করে সালাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

তুরস্কের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাইজ (জরুব) প্রদেশের কিবলা পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১ হাজার মিটারেরও বেশি উচ্চতায় সবুজারণ্যে ঘেরা পাহাড়ের বুকে নান্দনিক একটি মাসজিদ। পাহাড় ও মাসজিদ উভয়টির যৌথ নাম 'কিবলা পাহাড়' ও 'কিবলা জামে মাসজিদ'। পর্বতটি 'কিবলা পাহাড়' নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ, এটি কিবলার দিকে হওয়ার পাশাপাশি প্রদেশের অনেক জেলা থেকে পাহাড়টি দৃশ্যমান। ফলে কালের পরিক্রমায় এই নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। আর পাহাড়ের নামানুসারে মাসজিদের নামকরণ করা হয়েছে 'আল কিবলা মাউনটেইন মস্ক' বা কিবলা মাসজিদ। মাসজিদের পুরো আঙিনা ঘিরে রয়েছে সবুজ-শ্যামলী নৈসর্গিক দৃশ্য। পাহাড়ের বুকে বিস্ময়কর এমন সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের মাসজিদটি তুরস্কের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাইজ প্রদেশের ঘানি-সো জেলায় অবস্থিত। এ জেলাতেই তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়িপ এরদোগানের জন্মস্থান। চোখ জুড়ানো ও মনোরম এ মাসজিদ দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়।

কিবলা পাহাড়ের এ মাসজিদটি ৯ম শতাব্দীতে নির্মাণ করা হয়। তৎকালীন কাঠের তৈরি মাসজিদটি দীর্ঘকাল এ অবকাঠামোয় টিকে ছিল। তবে ১৯৬০ সালে একবার আগুন লেগে মাসজিদটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর প্রায় দেড় বছর ধরে ২০০৯ সালে নতুন করে তুর্কি স্থাপত্য-রীতিতে মাসজিদটির সংস্কার ও পুন নির্মাণ এবং মাসজিদের ভেতরে-বাইরে সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়। এছাড়াও পাহাড়ের গা বেয়ে মাসজিদে পৌঁছানোর জন্য একটি রাস্তা, মাসজিদের আঙিনা থেকে পাহাড়ে হেঁটে বেড়ানোর ছোট ছোট পথ এবং পর্যটক ও দর্শকদের জন্য বিশ্রাম নেয়ার স্থান ও ফুলের বাগান তৈরি করা হয়। ২০১০ সালে এ শহরে শৈশব কাটানো তুর্কি প্রধানমন্ত্রী রজব তাইয়েব এরদোগান

মাসজিদটি উদ্বোধন করেন। এরপর ২০১৫ সালে এরদোগান পাহাড় ও শহরকেন্দ্রিক বনাঞ্চলে অবস্থিত মাসজিদ কমপ্লেক্সগুলো নতুন করে সংস্কারের উদ্যোগ নেন। সে সংস্কার প্রকল্পে মাসজিদগুলোকে আরো বেশি প্রকৃতি ও পরিবেশবান্ধব করে তোলা হয়। মাসজিদটি উদ্বোধনকালে তুর্কি প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে আমরা কিবলা পর্বতমালার শীর্ষে অবস্থিত মাসজিদে দাঁড়িয়ে আছি। যেটির বর্ণোজ্জ্বল দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে এবং অনেক কিংবদন্তীর জীবন-কাহিনী এটির সঙ্গে মিশে আছে। আর এ মাসজিদটির কথা আমি শৈশব থেকেই শুনে আসছি। এটি আমাদের গর্ব ও কীর্তির অংশ। যারা গ্রীষ্মে এখানে ভ্রমণে আসেন, তাদের অনেক মোবারকবাদ। কিবলা মাসজিদের কর্তৃপক্ষও বিশ্বাস করেন, চমৎকার পরিবেশ-প্রকৃতির কারণে এটি পর্যটকদের বাড়তি মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

পুনঃনির্মিত মাসজিদে ৪৫ বর্গমিটার জায়গা নারীদের জন্য সংরক্ষিত। এখানে নারীরা সালাত আদায় করেন। এ মাসজিদে একত্রে প্রায় ২০০ মুসল্লী সালাত আদায় করতে পারবেন। মাসজিদের সামনে বেশ প্রশস্ত একটি খোলা মাঠ রয়েছে। রয়েছে মাসজিদ লাগোয়া ইমামের বাসভবন। মাসজিদের গম্বুজের উচ্চতা যথাক্রমে ১৩ ও ২৭ মিটার। মাসজিদে ঠাণ্ডা ও গরম পানির ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

এছাড়া মাসজিদ সংলগ্ন রাস্তা ও পর্বতে উঠার পথে ছোট ছোট কিছু বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়েছে। আলোচিত এই মাসজিদে ইমামের দায়িত্ব পালন করবেন তুরস্কের সেন্ট্রাল শরীয়া কাউন্সিলের সদস্য মুফতি রহমান মাহমুদ। *[সংগ্রহ : কালেরকণ্ঠ, পিএনএস২৪.কম, নিউজবাংলাদেশ.কম, বাংলানিউজ২৪.কম]*

بسم الله الرحمن الرحيم

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ইসলামী সংস্কৃতি প্রিয় সকল শিক্ষার্থীকে জানানো হচ্ছে যে, তাওহীদ ও সুন্নাহর আলোকে একঝাঁক ইসলামী সংগীত শিল্পী গড়ে তোলার লক্ষ্যে শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ (শেসাস) এর আয়োজনে দক্ষ প্রশিক্ষকের নিবিড় তত্ত্বাবধানে তিন মাস ব্যাপী একটি ট্রেনিং কোর্স শুরু হতে যাচ্ছে ইন-শা-আল্লাহ।

কোর্স শুরু ঃ
১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ইং

যোগাযোগ ঃ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৭৬৫-৮১২২৬১
০১৭৩০-৬৪৮১৬৪

কোর্স ফি ঃ
ভর্তি : ৩০০ টাকা
মাসিক : ২০০ টাকা

শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ (শেসাস)

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত ফেব্রুয়ারী- ২০১৯ সালের সালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	সুর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৫ : ২২	০৬ : ৩৯	১২ : ১২	০৩ : ২২	০৫ : ৪৪	০৭ : ০২
০২	০৫ : ২১	০৬ : ৩৮	১২ : ১২	০৩ : ২২	০৫ : ৪৫	০৭ : ০৩
০৩	০৫ : ২১	০৬ : ৩৮	১২ : ১২	০৩ : ২৩	০৫ : ৪৬	০৭ : ০৩
০৪	০৫ : ২১	০৬ : ৩৮	১২ : ১২	০৩ : ২৩	০৫ : ৪৬	০৭ : ০৪
০৫	০৫ : ২০	০৬ : ৩৭	১২ : ১২	০৩ : ২৪	০৫ : ৪৭	০৭ : ০৫
০৬	০৫ : ২০	০৬ : ৩৭	১২ : ১৩	০৩ : ২৪	০৫ : ৪৮	০৭ : ০৫
০৭	০৫ : ২০	০৬ : ৩৬	১২ : ১৩	০৩ : ২৫	০৫ : ৪৮	০৭ : ০৬
০৮	০৫ : ১৯	০৬ : ৩৬	১২ : ১৩	০৩ : ২৫	০৫ : ৪৯	০৭ : ০৬
০৯	০৫ : ১৯	০৬ : ৩৫	১২ : ১৩	০৩ : ২৬	০৫ : ৫০	০৭ : ০৭
১০	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৪	১২ : ১৩	০৩ : ২৬	০৫ : ৫০	০৭ : ০৭
১১	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৪	১২ : ১৩	০৩ : ২৭	০৫ : ৫১	০৭ : ০৮
১২	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৩	১২ : ১৩	০৩ : ২৭	০৫ : ৫২	০৭ : ০৮
১৩	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৩	১২ : ১৩	০৩ : ২৭	০৫ : ৫২	০৭ : ০৯
১৪	০৫ : ১৬	০৬ : ৩২	১২ : ১৩	০৩ : ২৮	০৫ : ৫৩	০৭ : ০৯
১৫	০৫ : ১৫	০৬ : ৩১	১২ : ১৩	০৩ : ২৮	০৫ : ৫৩	০৭ : ১০
১৬	০৫ : ১৫	০৬ : ৩১	১২ : ১৩	০৩ : ২৮	০৫ : ৫৪	০৭ : ১০
১৭	০৫ : ১৪	০৬ : ৩০	১২ : ১৩	০৩ : ২৯	০৫ : ৫৫	০৭ : ১১
১৮	০৫ : ১৪	০৬ : ২৯	১২ : ১২	০৩ : ২৯	০৫ : ৫৫	০৭ : ১১
১৯	০৫ : ১৩	০৬ : ২৮	১২ : ১২	০৩ : ২৯	০৫ : ৫৬	০৭ : ১২
২০	০৫ : ১২	০৬ : ২৮	১২ : ১২	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৬	০৭ : ১২
২১	০৫ : ১২	০৬ : ২৮	১২ : ১২	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৬	০৭ : ১২
২২	০৫ : ১১	০৬ : ২৬	১২ : ১২	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৭	০৭ : ১৩
২৩	০৫ : ১০	০৬ : ২৫	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৮	০৭ : ১৪
২৪	০৫ : ০৯	০৬ : ২৫	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৮	০৭ : ১৪
২৫	০৫ : ০৯	০৬ : ২৪	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৯	০৭ : ১৫
২৬	০৫ : ০৮	০৬ : ২৩	১২ : ১১	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৯	০৭ : ১৫
২৭	০৫ : ০৭	০৬ : ২২	১২ : ১১	০৩ : ৩১	০৬ : ০০	০৭ : ১৬
২৮	০৫ : ০৬	০৬ : ২১	১২ : ১১	০৩ : ৩১	০৬ : ০০	০৭ : ১৬